# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1502, Saturday, 03 December, 2022 *FREE* www.parichoy.com

## যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া বিপদে পড়বে ইউরোপ বললেন ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন

বিস্তারিত ০৯ পাতায়



### আরো আছে...

- বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অসুখ গভীর, আস্থাহীনতা দূর করার তাগিদ'- ৫ম পাতায়
- পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় বাংলাদেশ-৫ম পাতায়
- জাহাজভাঙায় আবারও শীর্ষ অবস্থানে বাংলাদেশ-৫ম পাতায়
- ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কমেছে খ্রিস্টান, বেড়েছে মুসলিমদের সংখ্যা -৫ম পাতায়
- অ্যামেরিকায় রাষ্ট্রীয় সফরে এসেই কড়া কথা শোনালেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ-৬ষ্ঠ পাতায়
- ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে এক কর্মীর ৫০ মিলিয়ন ডলারের মামলা-৬ষ্ঠ পাতায়
- বাংলাদেশ 'সব থেকে বেশি গুরুত্ব পায় প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বললেন ভারতের নতুন হাই কমিশনার-৮ম পাতায়
- 'অকারণ মাথা ঘামানোই পুরুষতন্ত্র, মুক্তির নাম নারীবাদ'- ৮ম পাতায়
- ন্যায্য সমাজের পূর্বশর্ত উন্নত মানের গণতন্ত্র- রেহমান সোবহান-৯ম পাতায়
- দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবেই সরকার টাকা পাচার করছে বললেন ড. কামাল-১২ পাতায়
- আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মিথ্যা ঘোষণায় বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হয়েছে -বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর-১২ পাতায়


# পুতিনের সঙ্গে বৈঠক হচ্ছে না বাইডেনের, ইউক্রেনে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়





## সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমরা বসে নাটক দেখছি বলেছে হাইকোর্ট

# মন্দার সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের বৃহত্তম ঋণ কেলেঙ্কারি

বিস্তারিত ১৩ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
স্বাদ বাশারাহ
দেশীয় খাবারের সবটুকু আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে
Khalil's Food
Cooked By Certified Chef
Md Khalilur Rahman

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

# কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

## এটর্নী মঈন চৌধুরী

## Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

**917-282-9256**

**Moin Choudhury, Esq**

**Email: moinlaw@gmail.com**

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

## এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
**Immigration**

**Timothy Bompart**
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

**Call:917-282-9256**

E-mail: moinlaw@gmail.com

**Moin Choudhury**
Attorney at Law

**Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372**

**Manhattan Office By Appointment Only.**

**Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

# ‘বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অসুখ গভীর, আস্থাহীনতা দূর করার তাগিদ’

ঢাকা: সাম্প্রতিক সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে গণমাধ্যমে অনিয়মের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আস্থাহীনতায় ভুগছে আমানতকারীরা। অনেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শেয়ারও বিক্রি করছেন। তৎপরতা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকিং খাতের অসুখ দিন দিন গভীর হচ্ছে। তাই চলমান অস্থিরতা দূর করতে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি জোরদার করার তাগিদ দিয়েছেন দেশের অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংক থেকে ঋণের নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ বের করে নেয়া ও খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, যখন ঋণ নিয়ে ফেরত না দিলেও কোনো শাস্তি হয় না, উল্টো বিভিন্ন ছাড় পায়-তখন খেলাপি বাড়বেই। কারণ খেলাপিরা দেখছে ঋণ শোধ না করলে বেশি সুবিধা পাওয়া যায়।

তাই খেলাপি ঋণ বাড়ছে। সুবিধা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ ক্ষত বাড়তেই থাকবে।

এ ছাড়া অনিয়ম দুর্নীতির কারণে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ। কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিজেরাই অনিয়ম করে অর্থ লুটেপুটে খাচ্ছে।

আমানতকারীদের জমানো টাকা ফেরত দিতে পারছে না। ফলে গ্রাহকদের আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকিং খাতের খারাপ অবস্থা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এ খাতের অসুখ দিন দিন গভীর হচ্ছে। এখানে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, কোনো সতর্কতা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। তিনি বলেন, এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত, যেসব প্রতিষ্ঠান অনিয়ম করছে বা হয়েছে, এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের এখনই আইন অনুযায়ী দৃশ্যমান শাস্তির ব্যবস্থা করা। একইসঙ্গে এ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## জাহাজভাঙায় আবারও শীর্ষ অবস্থানে বাংলাদেশ

ঢাকা: জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংস্থা (আঙ্কটাড)-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি জাহাজ বাংলাদেশে ভাঙা হয়ে থাকে। জাহাজভাঙায় আবারও শীর্ষে এসেছে বাংলাদেশের নাম। জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংস্থা (আঙ্কটাড)-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি জাহাজ বাংলাদেশে ভাঙা হয়ে থাকে।

২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ১২ মাসে বিশ্বে জাহাজ ভাঙা শিল্পের ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ বা ৮.০২ মিলিয়ন টন জাহাজ বাংলাদেশে ভাঙা হয়েছে। ২৯ নভেম্বর প্রকাশিত ‘রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## আট মাসে ইউরোপে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২৩ শতাংশ

ঢাকা: চলতি বছরের আট মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মোট পোশাক আমদানির ২২.৮৯ শতাংশই ছিল বাংলাদেশের। ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ‘ইউরোস্ট্যাট ইইউ’র আমদানির সবশেষ পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) ইইউ বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ ছিল। আট মাসে ইইউর পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

ঢাকা: তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে এসেছে বাংলাদেশ। এ তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে চীন। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানে কয়েক বছর ধরে ছিল ভিয়েতনাম। করোনার প্রকোপ শুরু হলে ২০২০ সালে পোশাক রফতানিতে এ জায়গা করে নেয় দেশটি।

বুধবার (৩০ নভেম্বর) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) প্রকাশিত বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা ২০২২- এ তথ্য উঠে আসে। ডব্লিউটিওর পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় আরও দেখা গেছে, গত বছর বাংলাদেশ থেকে আরএমজি রপ্তানি দৃঢ়ভাবে বেড়েছে এবং বার্ষিক ২৪ ভাগ বৃদ্ধির রেকর্ড করেছে। বাংলাদেশের অংশ ২০২০ সালে ৬.৩০ ভাগ থেকে গত বছর ৬.৪০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এবছর রপ্তানি একটি বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিল এবং ভিয়েতনামের আরএমজি রপ্তানির ৭ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে বাংলাদেশে ১৭ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল।

অপরদিকে প্রথম স্থানে থাকা চীন ২০২০ সালে ৩১.৬০ ভাগ থেকে গত বছরে ৩২.৮০ ভাগে উন্নীত করে। ডব্লিউটিও-র প্রকাশনা অনুসারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরএমজির দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ব রপ্তানিকারক। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

## দরিদ্র দেশগুলোর ওপর ঋণের বোঝা বেড়েছে-নিউ ইয়র্কে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস

নিউইয়র্ক: ২০২২ সালে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর নেয়া মোট ঋণের পরিমাণ পৌঁছেছে ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলারে। গত ২০২১ সালের চেয়ে চলতি বছর এই দেশগুলোর ঋণ নেয়ার হার ৩৫ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস।

এই ঋণের দুই তৃতীয়াংশই চীন সরবরাহ করেছে উল্লেখ করে গত ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটিতে আয়োজিত এক সেমিনারে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বলেন, এই অর্থের অঙ্কটি বিশাল; আর এই পরিমাণ অর্থের যে সুদ-সেটিও অনেক উচ্চ। যেসব দেশ ঋণ নিয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য নেই। আমি দুশ্চিন্তা বোধ করছি এ কারণে যে, ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারা জনিত কারণে সামনের দিনগুলোতে অনেক দরিদ্র দেশ ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। সেক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের সংকট শুরু হবে।

তিনি বলেন, আরও উদ্বেগের ব্যাপার হলো, দরিদ্র দেশগুলোতে যদি ঋণ ও অর্থসহায়তা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়-সেক্ষেত্রে সেসব দেশে মানবিক বিপর্যয় নেমে আসবে। আসন্ন এই সংকট সমাধানে তার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল চীনের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বলে জানান ম্যালপাস। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কমেছে খ্রিস্টান, বেড়েছে মুসলিমদের সংখ্যা

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রথমবারের মতো মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগেরও কম অর্থাৎ অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে খ্রিস্টানদের সংখ্যা। অন্যদিকে বৃদ্ধি পেয়েছে মুসলিম ও হিন্দুদের সংখ্যা। সেনসাস ২০২১-এ এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে মঙ্গলবার। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ইস্টার্ন আই। ওই পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## কে কি বললেন

‘বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর স্বৈরশাসকেরা বেয়নেটের খোঁচায় মানুষের ভাগ্য লিখতে শুরু করে’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

‘‘এই দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা না চাইলে কিছু হয় না তিনি চাইলে এদরকে ধরা এবং টাকা উদ্ধার সম্ভব, অন্যথায় নয়’’- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম

‘‘(ইসলামী ব্যাংক) জামায়াতে ইসলামীমুক্ত করাটা হচ্ছে ভান-ভনিতা। আমি বিশ্বাস করি, ইসলামী ব্যাংক দখল করা হয়েছে আসলে একে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য।’’ -২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক আসিফ নজরুল

‘আগুন নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে। খেলা হবে আন্দোলনে, খেলা হবে নির্বাচনে; ডিসেম্বরে খেলা হবে। খেলা হবে আর আমাদের কর্মীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে আর ললিপপ খাবে, তা হবে না।’-আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

## মাক্রোঁর যুক্তরাষ্ট্র সফর : ২১৯ বছরের বন্ধুত্ব 'পুনরুদ্ধার'

# অ্যামেরিকায় রাষ্ট্রীয় সফরে এসেই কড়া কথা শোনালেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ

ওয়াশিংটন ডিসি: অ্যামেরিকায় রাষ্ট্রীয় সফরের শুরুতেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ শিল্পক্ষেত্রে বিশাল মার্কিন ভরতুকির কড়া সমালচনা করলেন। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বে ফাটলেরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন মাক্রোঁ। ১ লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি।

এমানুয়েল মাক্রোঁ ফ্রান্সের একমাত্র প্রেসিডেন্ট, যিনি দু-দুটি রাষ্ট্রীয় সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখলেন। এমন সম্মান সত্ত্বেও তিনি ইউরোপের স্বার্থে অ্যামেরিকার কড়া সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করছেন না। সফরের প্রথম দিনেই তিনি মার্কিন সংসদ সদস্য ও শিল্পপতিদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি নীতি পশ্চিমা বিশ্বে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরে অ্যামেরিকা শিল্পক্ষেত্রে যে ভরতুকি দিচ্ছে, তার ফলে ফ্রান্সসহ ইউরোপের প্রতিযোগীদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।

বাইডেন প্রশাসন 'ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট' নামের আইনের আওতায় পরিবেশবান্ধব শিল্পক্ষেত্রের জন্য বিশাল অংকের অর্থ ঢালতে শুরু করেছে। অ্যামেরিকায় উৎপাদন চাঙ্গা করতে এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি প্রয়োগে উৎসাহ দিতে মার্কিন কোম্পানিগুলিকে সরকার এভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় আনতে চাইছে। কিন্তু এর ফলে মুক্ত বাজার অর্থনীতির মৌলিক শর্তই প্রশ্নের মুখে পড়ছে বলে ইউরোপ মনে করছে। পালটা পদক্ষেপ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নও নিজস্ব 'গ্রিন ইকোনমিক্স' ক্ষেত্রের জন্য সরকারি ভরতুকির বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। এমনটা ঘটলে অ্যামেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নিজেকে অ্যামেরিকার 'ভালো বন্ধু' হিসেবে বর্ণনা মাক্রোঁ বুধবার (৩০ নভেম্বর) বলেন, ''আমি অ্যামেরিকার পণ্যের বাজার হয়ে উঠতে চাই না, কারণ আমার কাছেও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যখন বন্ধু ছিল

আহমেদ হিমেল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনায় মূলত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান ও পোল্যান্ডই প্রাধান্য পায়। এখানে চীনের নাম কখনোই অতটা আলোচনায় আসে না। অথচ চীন ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম বড় খেলোয়াড়!

আলোচনার পরিধি আরেকটু বিস্তৃত করলে একথাও বলা যায়, চীনের এক সিদ্ধান্ত এবং সেখান থেকে জাপানের সঙ্গে যে যুদ্ধের সূত্রপাত, সেটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের জটিল প্রেক্ষাপটকে আরও দ্রুত যুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছে। গত বহু দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যে শত্রুভাবাপন্ন ও চরম প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, তাতে অনেকেই জেনে অবাক হবেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীন ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বন্ধু! চীনের সাহায্যে মিত্রশক্তি জাপানে বিভিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করেছে, যার ফলে জাপান এক পর্যায়ে আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের চীন-জাপান সম্পর্ক : ১৮৯৪-১৮৯৫ সাল পর্যন্ত চীন ও জাপানের (সিনো-জাপান) মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পরও এই ২ প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। চিয়াং কাই-সেকের ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও মাও সেতুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলার সময়ই জাপান আবারও চীন আক্রমণ করে। ১৯৩১ সালে জাপান চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করে নিজেদের আজ্ঞাবহ সরকার প্রতিষ্ঠা করে। চীনের তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার মাও সেতুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দমনে বেশি ব্যস্ত থাকার সুবিধা নিয়ে জাপানি সৈন্যরা চীনের উত্তরাঞ্চলের আরও অঞ্চল দখলে উদ্যত হয়।

চীনের সঙ্গে জাপানের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই জাপানি সৈন্যরা বেইজিংয়ের মাত্র ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে রাত্রিকালীন প্রশিক্ষণ শুরু করে। জাপানি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ শিবিরটি ছিল ত্রয়োদশ শতকের ভেনেশিয়ান বীর মার্কো পোলোর নামানুসারে করা এক সেতুর পাশে। জাপানের একজন সেনাকর্মকর্তা রাস্তা হারিয়ে ফেলায় নির্ধারিত সময়ে শিবিরে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি যখন রাতের বেলা জাপান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করতে চাইছিলেন, তখন চীনা সৈন্যরা তাকে বাধা দেয় এবং তার খোঁজে আসা জাপানি সৈন্যদেরকেও চীনা সেনারা পার্শ্ববর্তী চীনা শহরে প্রবেশে বাধা দেয়। এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা খুব দ্রুতই যুদ্ধে গড়ায়। যা ইতিহাসে মার্কো পোলো ব্রিজ ওয়ার নামে পরিচিত।

*বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

# মাক্রোঁর যুক্তরাষ্ট্র সফর : ২১৯ বছরের বন্ধুত্ব 'পুনরুদ্ধার'

যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স -দু দেশের রয়েছে ২০০ বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে চলে আসা বন্ধুত্ব। কিন্তু সম্প্রতি সেই সম্পর্কে চিড় ধরেছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে কাঁটা হয়ে থাকা বিষয়গুলো দূর করতে এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ।

কী কী থাকছে মাক্রোঁর এই রাষ্ট্রীয় সফরের আলোচ্যসূচিতে? তার সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো খোলাখুলি কিছু জানানো হয়নি। তবে গত সপ্তাহে মাক্রোঁ সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, ''এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সফর। এ সফরে অংশীদারিত্বের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে। তাছাড়া আমরা ফ্রাঙ্কো-জার্মান প্রকল্প এবং ইউরোপীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলবো।' জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন মাক্রোঁ।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, দু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের এ সাক্ষাতে করোনা সংকট এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ফ্রান্সসহ সারা ইউরোপে দেখা দেয়া অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা হবে। সেখানে সংকট নিরসনে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ও গুরুত্ব পাবে। তবে প্যারিসকেন্দ্রিক ইকোল পলিটেকনিক-এর ট্র্যান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ইভস বয়ার মনে করেন, বাইডেনের সঙ্গে আলোচনার এ সুযোগে মাক্রোঁ এইউকেইউএস, বা অকাস চুক্তি অবসানের চেষ্টাও খুব *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে এক কর্মীর ৫০ মিলিয়ন ডলারের মামলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহত্ খুচরো বিক্রির বিপণী কেন্দ্র ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে ৫০ মিলিয়ন ডলারের মামলা ঠুকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মী। সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার একটি ওয়ালমার্ট স্টোরে যে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে, সেটাই ছিল তার কর্মস্থল। বন্দুক হামলা থেকে সেদিন বেঁচে গেলেও এবার নিজ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই মামলা করেছেন দনিয়া প্রিয়োল্যু নামের ওই কর্মী। খবরে জানানো হয়, গত ২২শে নভেম্বর আন্দ্রে বিং নামের ওই হামলাকারী মোট ছয় জন সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া এ ঘটনায় আহত হন আরও বেশ কয়েক জন। দনিয়ার অভিযোগ, তিনি ওয়ালমার্টকে আগে থেকেই হামলাকারীর ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিলেন। কিন্তু তার কথাকে কোনো ধরণের পাত্তাই দেয়া হয়নি। হামলাকারী আন্দ্রে বিং যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন এ বিষয়ে আগেই টের পেয়েছিলেন তিনিসহ আরও বেশ কয়েকজন সহকর্মী। তারাই ওয়ালমার্টকে একাধিকবার চিঠি পাঠিয়েছিলেন এ বিষয়ে। কিন্তু ওয়ালমার্টের তরফ থেকে কিছুই করা হয়নি। এরপরই কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নেন দনিয়া। মামলায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ওই ঘটনার পর থেকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। সেদিন একটুর জন্য বেঁচে যান তিনি। তার কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটে গিয়েছিল। তার চোখের সামনে হাফ ডজন সহকর্মীকে নির্মমভাবে খুন হতে দেখেছেন তিনি। ওয়ালমার্ট জানিয়েছে, তারা দনিয়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখছে এবং আদালতে এ নিয়ে লড়বে তারা। এক বিবৃতিতে ওয়ালমার্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ওই হামলার ঘটনায় গোটা ওয়ালমার্ট পরিবারের হৃদয় ভেঙে গেছে। এই ঘটনায় যারা প্রভাবিত হয়েছেন তাদের সকলের জন্য আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আমরা আমাদের কর্মীদের কাউন্সেলিংসহ অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করছি। খবর আল-জাজিরা।

# টুইটারে বিজ্ঞাপন বন্ধ করায় অ্যাপলের কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন মাস্ক

সানফ্রান্সিসকো; মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করেছে অ্যাপল। এ বিষয়ে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী টিম কুকের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন টুইটারের প্রধান ইলন মাস্ক। গত সোমবার ( ২৮ নভেম্বর)দিবাগত রাতে এক টুইটবার্তায় এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন ইলন মাস্ক। সেখানে তিনি অ্যাপলের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'তারা কি যুক্তরাষ্ট্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে?'

ফিরতি টুইটে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী টিক কুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাস্ক লেখেন, 'এখানে এসব কী হচ্ছে টিম কুক?' এ টুইটের পরেও অ্যাপল নিয়ে একাধিক টুইট করেন মাস্ক। তার দাবি, 'অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর থেকে টুইটার অ্যাপ সরিয়ে ফেলতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোনো কারণ এখনো আমাদের জানানো হয়নি।' এদিকে, মাস্ক এতটাই চটেছেন যে, অ্যাপল গোপনে অ্যাপ স্টোরের গ্রাহকদের কাছ থেকে ৩০ শতাংশ কর নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন।

# পুতিনের সঙ্গে বৈঠক হচ্ছে না বাইডেনের, ইউক্রেনে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে

ওয়াশিংটন ডিসি: ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর সামরিক অভিযান বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে আপাতত সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের দপ্তর হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।ফলে ইউক্রেনে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কিরবি গত ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এ মুহূর্তে পুতিনের সঙ্গে সংলাপে বসার কোনো পরিকল্পনা মার্কিন প্রেসিডেন্টের নেই। কারণ, পুতিন নিজেই কোনো প্রকার সংলাপে যেতে আগ্রহী নন৷

এর আগে ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন জো বাইডেন। সেখানে তিনি বলেন, ভ্লাদিমির পুতিন যদি সত্যিই ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে আগ্রহী হন, সে ক্ষেত্রে তিনি পুতিনের সঙ্গে সংলাপে বসতে প্রস্তুত আছেন।

বাইডেনের এই প্রস্তাবে তেমন ইতিবাচক সাড়া দেয়নি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন। ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার মস্কোতে এক সংবাদ সম্মেলনে ক্রেমলিনের প্রেস সেক্রেটারি ও মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, 'বাইডেন এখনো জাপোরিঝিয়া, খেরসন, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে রাশিয়ার অংশ বলে স্বীকৃতি দেননি এবং তিনি মূলত চান পুতিন যেন ইউক্রেন ত্যাগ করেন। নিশ্চিতভাবেই এই শর্ত মস্কোর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে জন কিরবিকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, যদি বাইডেনের সঙ্গে পুতিনের সংলাপ না হয়, সে ক্ষেত্রে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সংলাপের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কিনা।

# ইউক্রেন-রাশিয়া ইস্যু : পুতিন চাইলে কথা বলতে প্রস্তুত বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর আলোচনার পর হোয়াইট হাউসের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আজ শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

বাইডেন জানান, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধ ইস্যুতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শিগগিরই যোগাযোগের কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ শেষ করতে আগ্রহী হলে এবং শুধুমাত্র ন্যাটো মিত্রদের পরামর্শে পুতিনের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত তিনি।

তিনি বলেন, 'আমি পুতিনের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত। তার যুদ্ধ শেষ করার আগ্রহ থাকলে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব। কিন্তু তিনি এখনো এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি।'

একই সংবাদ সম্মেলনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ বলেন, 'আমরা কখনোই ইউক্রেনীয়দের এমন কোনো সমঝোতার জন্য আহ্বান জানাবো না, যা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।'

তিনি বলেন, 'শান্তি আলোচনার জন্য ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির ইচ্ছা ছিল। আমার মনে হয়, আমাদের ইউক্রেনের সঙ্গে কাজ করা উচিৎ।'॥

# চীন-ইরানকে উদ্বেগজনক রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ধর্মীয় স্বাধীনতা গুরুতরভাবে লঙ্ঘণের অভিযোগে চীন এবং ইরানকে 'উদ্বেগজনক রাষ্ট্র' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

চীন ও ইরানের আগে বিভিন্ন সময়ে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া দেশগুলো হলো আলজেরিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, কোমোরোস, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সৌদি আরব, তাজিকিস্তান, কিউবা, ইরিত্রিয়া ও তুর্কমেনিস্তান। এছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিনের সঙ্গে ঘনিষ্ট বেসরকারি আধা সামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপকেও 'উদ্বেগজনক' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সিরিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এবং ইউক্রেনে এই বাহিনী কাজ করছে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# ইউক্রেন যুদ্ধ: শান্তি আলোচনা নিয়ে বাইডেনের পূর্বশর্ত প্রত্যাখ্যান রাশিয়ার

মস্কো: শান্তি আলোচনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে শর্ত দিয়েছেন তাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে বর্ণনা করেছে রাশিয়া। ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার এক বিবৃতিতে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ কথা জানান। তিনি বলেন, রাশিয়া সবসময়ই কূটনীতির মাধ্যমে ইউক্রেন সংকট সমাধান চেয়েছে। তবে এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে পূর্বশর্ত দিয়েছে তা মেনে আলোচনায় বসা সম্ভব নয়। এ খবর দিয়েছে আরটি।

খবরে জানানো হয়, এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন বাইডেন। তবে তিনি বলেন, রাশিয়া যদি ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহার করে তাহলেই কেবল তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলবেন। সাংবাদিকদের কাছে বাইডেন বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রস্তুত। তবে তার যদি এই যুদ্ধ শেষ করার কোনো আগ্রহ থাকে তাহলেই এই আলোচনা সম্ভব। তিনি এখনও সেরকম কোনো ইঙ্গিত দেননি। এই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, রাশিয়াকে ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহার করা। বাইডেনের এমন বক্তব্যের জবাবে মস্কো এবার সাফ জানিয়ে দিলো, আলোচনায় বসার জন্য সেনা প্রত্যাহার কোনো শর্ত হতে পারে না। পেসকভ বলেন, রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান চলবে। প্রেসিডেন্ট পুতিন পূর্বেও আলোচনায় রাজি ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমরা অবশ্যই শান্তিপূর্ণ এবং কূটনৈতিক উপায়ে সংকটের সমাধান চাই। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া অঞ্চলগুলোকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এরফলে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান বের করার পথ বেশ কঠিন হয়ে গেছে।

# যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া বিপদে পড়বে ইউরোপ বললেন ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন

সিডনি: পূর্ব ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো যথেষ্ঠ শক্তি ইউরোপের নেই। এ কারণে ইউরোপকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে লয়ি ইনস্টিটিউটের একটি অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেছেন ফিনিশ প্রধানমন্ত্রী। সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপ্রার্থী দেশের এ নেত্রী বলেছেন, ইউরোপকে তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

# প্রাণঘাতী রোবট ব্যবহারের অনুমতি পেল সানফ্রান্সিসকোর পুলিশ

পরিচয় ডেস্ক: সানফ্রান্সিসকোতে বিভিন্ন অভিযানে প্রাণঘাতী রোবট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অঙ্গরাজ্যটির রুলিং বোর্ড অব সুপারভাইজর্স এ-সংক্রান্ত অনুমোদন দেয়। বার্তা সংস্থা বিবিসির এক প্রতিবেদনে এমনটা জানা যায়।

এ অনুমোদনের ফলে বিভিন্ন চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক বহনকারী রোবট দ্বারা অভিযান পরিচালনা করতে পারবে রাজ্যটির পুলিশ বাহিনী। তবে সানফ্রান্সিসকো পুলিশ

বিভাগ জানায়, এ মুহূর্তে তারা কোনো প্রাণঘাতী অস্ত্র বহনকারী রোবট ব্যবহার করছে না।

পুলিশ বিভাগ জানায়, ভবিষ্যতে প্রাণঘাতী অস্ত্র বহনকারী রোবট ব্যবহার করত দেখা যেতে পারে। সানফ্রান্সিসকো পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, কোনো সহিংস, সশস্ত্র বা বিপজ্জনক বস্তুসংবলিত সুরক্ষিত কাঠামো ভেদ করার জন্য এসব রোবট বিস্ফোরক দ্বারা সজ্জিত করা হবে। এ ছাড়া যেসব ব্যক্তি অন্য কারও জীবনের জন্য হুমকি তৈরি করতে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

# নতুন পারমাণবিক বোমারু বিমান উন্মোচন করল যুক্তরাষ্ট্র

নতুন প্রজন্মের উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন কৌশলগত পারমাণবিক বোমারু বিমান উন্মোচন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার বি-২১ রাইডার নামে এ বোমারু বিমানটি উন্মোচন করে ইউএস বিমান বাহিনী ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নর্থরপ গ্রুম্যান।

নতুন এ বিমানটি তার ককপিটে পাইলটসহ এবং পাইলট ছাড়াও উড়তে পারবে। এ ছাড়াও প্রথাগত বোমার পাশাপাশি পারমাণবিক বোমা বহন করতে পারবে এ বোমারু বিমান। তবে পাইলট ছাড়া এ বিমান আকাশে উড্ডয়ন করার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানায় মার্কিন বিমান বাহিনী।জানা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশ ‘সব থেকে বেশি’ গুরুত্ব পায় প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বললেন ভারতের নতুন হাই কমিশনার

ঢাকা: বাংলাদেশকে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত ‘সবথেকে বেশ্বি গুরুত্ব দেয়। আগামীতে দুদেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন নতুন হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সৌজন্য সাক্ষাতে। গত ৩০ নভেম্বর বুধবার সকালে গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন ভারতের নতুন দূত। পরে প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন আলোচনার বিষয়বস্তু সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, ‘‘প্রণয় ভার্মা সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, প্রতিবেশীদের নিয়ে ভারতের একটা নীতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি। যে কোনো কিছুতে বাংলাদেশের প্রায়োরিটি বেশি।’’ ভবিষ্যতে দুদেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে আশা প্রকাশ করে প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ ভারত সব সময়ই ‘ভালো বন্ধু। সামনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ‘আরও জোরদার হবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব জানান, অঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখতে এবং সন্ত্রাসবাদ দমনে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করে যাওয়ার বিষয় নিয়ে কথা বলেন হাই কমিশনার।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার কখনোই সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়নি। বাংলাদেশের মাটি কখনোই সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার হবে না। ‘‘বাংলাদেশ কখনোই সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না। সন্ত্রাসীদের কোনো ধর্ম নাই। তাদের কোনো সীমারেখাও নাই।’’

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে ভারতের মানুষ যেভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছে, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ‘‘অনেক অমীমাংসিত বিষয় আছে যেগুলো আমাদের আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। তিস্তাসহ অন্যান্য যে অমীমাংসিত বিষয় আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করেই সমাধান করতে পারি।’’

শাখাওয়াত মুন বলেন, ‘‘বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শেখ হাসিনার ভিশনারি লিডারশিপের প্রশংসা করেন ভারতীয় হাই কমিশনার। দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ওপর জোর দেন তিনি।’’

প্রনয় ভার্মা বলেন, ভারত বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে বাংলাদেশকে সমর্থন করবে এবং এই বিষয়ে নেপাল-ভুটানের সঙ্গেও কাজ করবে। বাংলাদেশ-ভারত সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নিয়েও আলোচনা হয় সাক্ষাতে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘‘এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভালো সুযোগ আছে। আমরা ১০০ ইকোনোমিক জোন করছি। ভারত সেখানে বিনিয়োগ করতে পারে।’’

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, তাও বৈঠকে তুলে ধরেন সরকার প্রধান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে ভারতীয় হাই কমিশনার বলেন, ‘‘বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক দর্শন ছিল সেটা সত্যিই অনুসরণীয়।’’

এ সময় শেখ হাসিনা বলেন, ‘‘আমার বাবা জনগণের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও জনগণের জন্য রাজনীতি করি।’’

হাই কমিশনার ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পৌঁছে দেন। তার মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাম্ব্যাসাডর-অ্যাট-লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস । - বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

# খুলনা-৪ আসনের এমপি সালাম মুর্শেদীর গুলশানের সেই বাড়ি অবৈধ

ঢাকা: সাবেক ফুটবলার ও খুলনা-৪ আসনের এমপি আব্দুস সালাম মুর্শেদী গুলশানের যে বাড়িতে বাস করছেন সেই প্লটটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি। জাল জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধভাবে তিনি ওই বাড়িটি দখলে নিয়েছেন। সরকারি এক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে ওই প্লটটি সরকারের অনুকূলে আনতে এবং জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে গত ১ নভেম্বর সরকারের সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নিয়ে বাড়ি বানানোর অভিযোগে সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না- তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এ সম্পত্তি সম্পর্কিত সব কাগজপত্র ১০ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রাজউক, গণপূর্ত বিভাগ ও সালাম মুর্শেদীকে নির্দেশ দেন আদালত।

এই নির্দেশনার আগেই বাড়িটির প্রকৃত অবস্থা কী- এ ব্যাপারে দুদকের আবেদনে একটি কমিটি গঠন করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। ৩ সদস্যের কমিটিতে ছিলেন এক রাজউক কর্মকর্তাও। গত ২০ নভেম্বর সেই কমিটি পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে জানায়, সরেজমিন পরিদর্শন ও গুলশান আবাসিক এলাকার লে-আউট নকশা পর্যালোচনা, রোড নম্বর ১০৪ ও রোড নম্বর ১০৩ এর সংযোগ স্থলের কর্নার প্লট/বাড়ির অবস্থান বিবেচনায় ২৭নং প্লটটি ১০৪নং রাস্তায় অবস্থিত। যা ১৯৮৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত ৯৭৬৪(১) নং পৃষ্ঠার ৪৬নং ক্রমিকে ‘খ’ তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত বাড়ি। অর্থাৎ ঢাকার গুলশান আবাসিক এলাকার গুলশান সিইএন(ডি) ব্লকের ১০৪নং রোডের ২৯নং হোল্ডিংস্থিত ২৭নং বাড়ি। সর্বশেষ জরিপ/সিটি জরিপে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিইএন(ডি) ব্লকের ২৭নং প্লটের ৫২০৪ ও ৫২০৫ দাগসমূহ সিটি জরিপের ৯নং খতিয়ানভুক্ত যা সরকারের পক্ষে গণপূর্ত নগর উন্নয়ন বিভাগ ঢাকার নামে রেকর্ডভুক্ত।

তদন্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মালেকা রহমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৮ এর মূলে তার বরাবর প্রেরিত পত্রে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাড়ি নং-সিইএন (ডি) ২৭, হোল্ডিং নং-২৯, রোড নং-১০৩, ঢাকার বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির ‘ক’ ও ‘খ’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং অবমুক্তির কোনো অবকাশ নাই। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি বলেছে, বাস্তবে ওই এলাকায় রাজউকের লে-আউট নকশায় কথিত বাড়ির অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। এক্ষেত্রে সুকৌশলে ওই এলাকার ১০৪নং রোডে অবস্থিত ওই বাড়িটি ১০৩নং রোড দেখিয়ে জাল-কাগজপত্র সৃজনপূর্বক হস্তান্তর-নামজারিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অধিশাখা-৯ এর যুগ্মসচিব মো. মাহমুদুর রহমান হাবিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে রাজউকের পরিচালক (প্রশাসন) মুহম্মদ কামরুজ্জামান ও সদস্য হিসেবে ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং শাখা-১১ এর উপসচিব জহুরা খাতুন। দুদকের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গত সেপ্টেম্বর মাসে এই কমিটি গঠন করে দেয়। গত ২০ নভেম্বর তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করে। বৃহস্পতিবার সব নথি আদালতে দাখিল হলে এ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে হাইকোর্টে।

এ বিষয়ে রিটকারী আইনজীবী সায়েদুল হক সুমন জানান, তদন্ত কমিটি স্পষ্ট করে বলেছে, কাগজপত্রের আলোকে অর্পিত বাড়িটির হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিধিসম্মত হয়নি। এর অর্থ কাগজপত্র জালিয়াতি করা হয়েছে এবং এটি সরকারের আনুকূল্যে আনা যেতে পারে। রাজউক পরিষ্কার করে বলছে, সালাম *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

# ‘অকারণ মাথা ঘামানোই পুরুষতন্ত্র, মুক্তির নাম নারীবাদ’

ঢাকা:‘ছোটবেলায় টমবয় বলা হতো আমাকে। রাগ হতো বটেই তবে ভাবতাম এই অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন কী? মেয়েদের ছোট চুল দেখলে সে টমবয় কেন? সমাজের দেওয়া এমন আরও অনেক শব্দ আছে। আমার কাছে এই অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর নামই পুরুষতন্ত্র। এর থেকে মুক্তির নাম নারীবাদ।’ গত বুধবার (৩০ নভেম্বর) বিশ্ব নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে রাজধানীর শ্যামলীর পার্ক মাঠে ওসাংগাতের আয়োজিত ওদক্ষিণ এশীয় নারী দিবস্থ উদযাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সংগীতশিল্পী সায়ান।

গত ২৫ নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ দিবস শুরু হয়। চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত। প্রতি বছর ১৬ দিনব্যাপী পালিত হয় নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান পক্ষ।

বুধবারের অনুষ্ঠানে মঞ্চ মুখরিত করে প্রতিবাদী গানের ঝড় তুলেন শিল্পী সায়ান।

পুরুষদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘পুরুষতন্ত্র থাকে মানুষের মনে, পুরুষের ভেতরেও থাকে না। থাকে মানুষের মনে। ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। যেকোনো কিছু অর্জন করতে হলে সাময়িক একটা অশান্তিকে মেনে নিতে হয়। হয়ত আপনি পুরুষতান্ত্রিক না কিন্তু আপনার পরিবার পুরুষতান্ত্রিকতাকে বহন করে।

আপনাকেও নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ শুধু নারীর জন্য না, মানুষের জন্যও। মানুষের অধিকারের জন্যও। নারী কত পথ কেটে কেটে নিজের পথ তৈরি করে সে অনুভূতি সত্যিই হাসির বিষয় না। যে পথ পুরুষের জন্য তৈরি করা থাকে, সে পথ নারীকে তৈরি করে নিতে হয়।’

নাচের তালে মঞ্চ কাঁপিয়েছেন তৃতীয় লিঙ্গের সঞ্জীবনী সুধা।

নিজের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আমি ট্রান্সজন্ডার হতে পারি। শরীরে না হই মননে আমিও নারী। তাই আজকের দিনে আমিও আমার অধিকার আদায়ের কথা বলতে চাই। আমি কী হতে চাই সেটা আমার ব্যক্তিগত। আমি নারী নাকি পুরুষ সেটা আমিই নির্ধারণ করব।’

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন মানবাধিকার কর্মী খুশী কবীর।

তিনি বলেন, ‘এ দেশে নানা বৈচিত্র্যের মানুষ আছে। এ বৈচিত্র্যকে আমরা একসঙ্গে পালন করতে শিখলেই আনন্দ ফিরে আসবে। সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখব তখন।’

সবাইকে মানুষ হওয়ার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# ন্যায্য সমাজের পূর্বশর্ত উন্নত মানের গণতন্ত্র-রেহমান সোবহান

ঢাকা: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান বলেছেন, ন্যায্য সমাজ এবং ন্যায়বিচারের জন্য পূর্বশর্ত উন্নত মানের গণতন্ত্র। এর অভাবে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থার অভাবে সামাজিক সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সম্পদের সুবিধা সমহারে সব নাগরিক পায় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সব ক্ষেত্রেই বৈষম্য তৈরি হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও সমাজে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) উন্নয়নবিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কর্মঅধিবেশনে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে রেহমান সোবহান বলেন, রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালীরা ক্ষমতা এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রাখে। সংসদ সদস্যদের ৮০ শতাংশ ব্যবসায়ী। এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও একই বাস্তবতা। বৈষম্যপূর্ণ সমাজ বৈষম্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছে। দেশে বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে। জনগণের জন্য সরকারের ব্যয় যথেষ্ট কম। রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানের উচ্চবিত্ত মানুষের আয় বাদ দিয়ে জাতীয় আয় পরিমাপের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বিবিএস যদি এ ধরনের জরিপ করতে পারে তাহলে জাতীয় খানা আয়ের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে।

রেহমান সোবহান আরও বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্বল থেকে দুর্বলতর

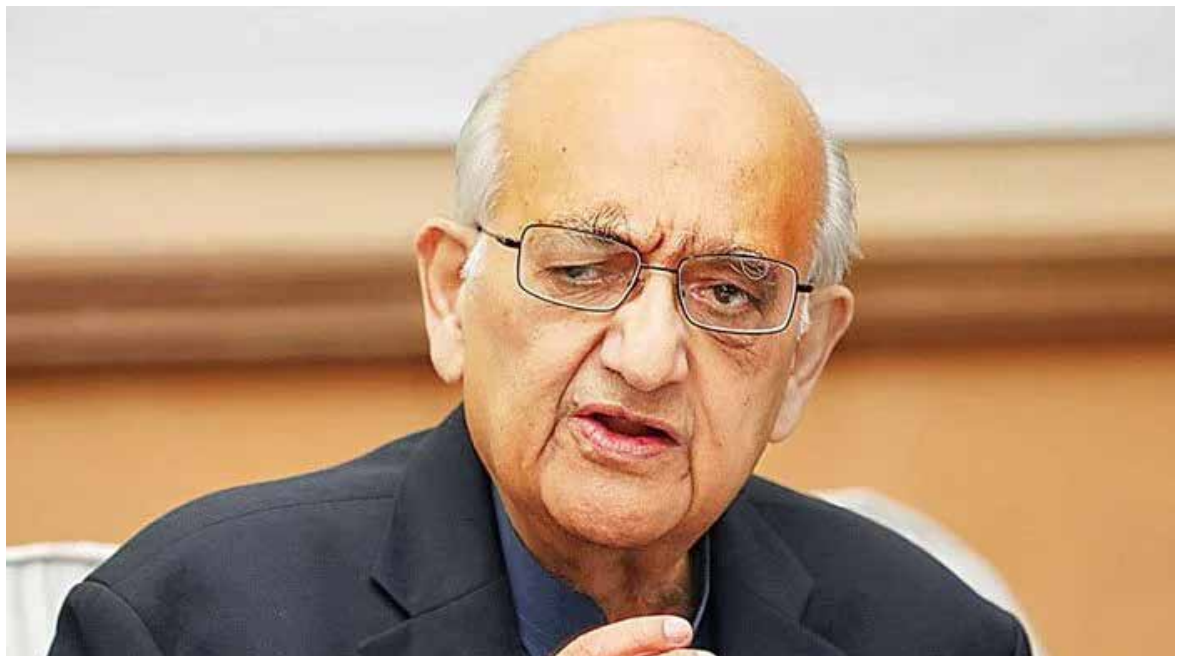

হয়েছে। কোনো সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে কাজ করেনি। সেই সুযোগ নিয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি খাত রাষ্ট্রীয় সহায়তাসহ ব্যাংকিং সহায়তা পেয়েছে। মন্ত্রীরা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায় দিয়েছেন অথচ দায় সরকারি ব্যবস্থাপনার।

ওগণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশগুলো জন্য সমাজতন্ত্রের পুনর্বিবেচনা শিরোনামের অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল অনেক বেশি মৌলিক। তার পর বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের পরামর্শে সব কিছুতে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বাজারভিত্তিক নীতিকে সমর্থন জোগায়। সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা প্রসঙ্গে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং বাজার অর্থনীতিতে চীনের প্রবেশ কমিউনিস্ট অর্থনীতি এবং কৃষি ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রমাণ। অন্যদিকে, বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে পরিচালিত বাজার অর্থনীতির আধিপত্যও বিশ্ব অর্থনীতিতে অসন্তোষ তৈরি করেছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বাজার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা অন্যায্য এবং সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থি। তিনিও বৈষম্যহীন ন্যায্য সমাজ বিনির্মাণে গনতন্ত্র চর্চার কথা বলেন।

রাজধানীর হোটেল লেকশোরে সম্মেলন উদ্বোধন করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন গবেষণা সংস্থা পিআরআইর ভাইস চেয়ারম্যান সাদিক আহমেদ। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য- ওকভিড-উত্তর বিশ্বে অনিশ্চয়তা।

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, অর্থনীতিতে ইতিবাচক গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতিও কমে এসেছে। তবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই মুহূর্তে রাজস্ব খাতে বড় উল্লম্ফন আশা করা যায় না। যদিও রাজস্ব বাড়াতে সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপর ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করছে।

বিশেষ অতিথি পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ব্যাংকের সুদহারের সীমা বাড়ানো উচিত। ৯ বিষয়টি ভেবে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# ড. কামাল হোসেন 'রহস্যপুরুষ' বললেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এখন ড. কামাল হোসেন মুখ খুলেছেন, তিনি বলেছেন 'দেশের বাহিরে যেতে হবে তাই সরকার টাকা পাচার করছে।' কামাল হোসেন একজন রহস্যপুরুষ। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, কামাল হোসেন সাহেব গাড়িতে করে এসে আজকের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে যায়, ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর খবর পেলাম, তিনি পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিলে মিশে চলে গেছেন পাকিস্তানে। কামাল সাহেব বঙ্গবন্ধুর দয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে ছিলেন। শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) সকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ ছাত্রলীগের সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, লজ্জা করে না? কীভাবে আপনি বাংলাদেশে থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর ইন্টারকন্টিনেন্টালে থেকে আশ্রয় নিতে গিয়ে ওদের (পাকিস্তানি) কাছে ধরা দিয়েছেন। আজকে কামাল হোসেন অর্থ পাচারের কথা বলে। ড. কামাল হোসেন সাহেব কী করেছেন? কালো টাকা সাদা করেছেন। আপনি অর্থ পাচার করেন। তারেকের নাম *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

# পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, 'আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো, ইনশা আল্লাহ।' পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ পরবর্তী অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে। খুন, অত্যাচার-অবিচার, ভূমি জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারও ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে ঐতিহাসিক এই শান্তি চুক্তির চরম বিরোধিতা করে পার্বত্য অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। তাদের হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি।'

তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

# বিদেশফেরত কর্মীদের এইচআইভি পরীক্ষা করতে হবে - স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

ঢাকা: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশে প্রবেশের সময় বিদেশফেরত কর্মীদের পুনরায় এইচআইভি পরীক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন, 'দেশ ত্যাগের আগে যেভাবে এইডস পরীক্ষা করে এইচআইভি নেগেটিভ হলে তারপর বিদেশে যেতে হয়, একইভাবে দেশে প্রবেশের সময়ও তাদেরকে পুনরায় পরীক্ষা করা হবে। এতে করে আক্রান্তদের সঠিক চিকিৎসা দেয়া যেমন সহজ হবে। অন্যদিকে, তাদের পরিবারের অন্যান্য নিরাপদ সদস্যরাও এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন।'

বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে প্রায় ১৪ হাজার জন এইডস রোগী আছে। এদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার জনকে শনাক্ত করা গেছে। যারা নিয়মিত সরকারি চিকিৎসা নিচ্ছেন। এই এইডস রোগীদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্য ও

আফ্রিকার দেশগুলো থেকে এইডস আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরেছেন। দেশে ফিরে তারা তাদের পরিবারের কাছের সদস্যদের আক্রান্ত করছেন। দেশে ফেরার সময় নিজেরাও জানতে পারেনি যে, তারা এইডস আক্রান্ত হয়ে এসেছেন।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় দেশে এইডস রোগীদের চিকিৎসা দেয়া প্রসঙ্গে জানান, 'বর্তমানে সরকার বিনামূল্যে এইডস রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছে। চিকিৎসা নিলে এইডস রোগীরা আরো বেশিদিন সুস্থ থাকতে পারে। তবে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে এইডস হলে তারা গোপন রাখে এবং সেকথা কাউকে প্রকাশ না করে অন্যদেরকেও আক্রান্ত করে ফেলে। এতে করে দেশে এইডস রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।'

উল্লেখ্য, দেশে প্রথম এইডস রোগী ধরা পড়ে ১৯৮৯ সালে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মাত্র ০ দশমিক ০১ ভাগ এবং পতিতাবৃত্তি কাজের সাথে জড়িতদের ৪ দশমিক ১ ভাগ এইডসে আক্রান্ত রয়েছে।

অধিকাংশ সংখ্যক এইডস রোগীই মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলো থেকে দেশে প্রবেশ করে থাকে। ২০২২ সালের তথ্যানুযায়ী, এইডস রোগে নতুন ৯৪৭ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং ২৩২ জন মারা গেছে।

তথ্যমতে, ১৯৮৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ৯৭০৮ জন আক্রান্ত ও ১৮২০ জন মারা গেছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) মো: সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# ২০০৮ সালের নির্বাচনই সব সমস্যার মূলে - বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু

ঢাকা:বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনই সব সমস্যার মূলে। কিন্তু ওই নির্বাচন নিয়ে বিএনপি থেকে কোনো কথা বলা হচ্ছে না, বিষয়টি দুঃখজনক। বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) প্রেস ক্লাবেওআরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, আমরা শুধু ২০১৪ এবং ১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু আসল সমস্যা ২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়। এই নির্বাচনকে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাবে না।

তিনি বলেন, ওই নির্বাচনের মাধ্যমে ১/১১ প্রেতাত্মা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দখল করার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় বিএনপিতে এ নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি।

বিএনপির এ ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, আওয়ামী লীগের চরিত্রের মধ্যে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এদের প্রধান কাজ হলো জনগণের অধিকার হরণ করা। তারা ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তাদের কাজ হলো স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা। তাদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দুর্নীতি এবং দেশের সম্পদ লুটপাট করা। দেশের এমন কোনো সম্পদ নেই যা তারা লুটপাট করছে না। দেশের অর্থনীতি নিয়ে সরকারের বক্তব্য উল্টো দাবি করে আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, মূল্যস্ফীতে মানুষ বলে ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ। কিন্তু তারা বলে ৯ শতাংশ মূল্যস্ফীতি। অন্যদিকে দেশে তিন বছর যাবত ডলার নেই। তারপরও যখন তারা আর ৮৪ টাকা ধরে রাখতে পারেনি, তার পর দাম বেড়ে টাকার মান কমে এখন প্রতি ডলার ১০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মিথ্যা বলার বৈশিষ্ট্য আওয়ামী লীগের মধ্যে আছে। তিনি বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা বলে আমরা নাকি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমি তো দেখি চাল, ডাল যা কিছু আমরা উৎপাদন করি তার বড় একটা অংশ আমাদের আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি নাজিম উদ্দিন আলম। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম।

# ঢাকায় ১০ ডিসেম্বরের সমাবেশ, প্রস্তুত বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও পুলিশ

ঢাকা : রাজশাহীর শনিবারের (৩রা ডিসেম্বর) সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিএনপির ঢাকার বাইরে বিভাগীয় সমাবেশ শেষ হচ্ছে। ১০ ডিসেম্বর তাদের ঢাকায় সমাবেশ। এখন সমাবেশের স্থান নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে।

তবে ওইদিনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দল। আর এর বাইরে পুলিশেরও ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে।

বিএনপি নেতারা এরইমধ্যে সভা-সমাবেশে বলছেন ১০ ডিসেম্বর সরকার পতনের চূড়ান্ত ডাক দেয়া হবে। আর তারা সরকারের পতনের পর নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী “রাষ্ট্র মেরামতের” রূপরেখা প্রকাশ করবে ওই সভায়। তারা এই রূপরেখার মাধ্যমে একটি “রেইনবো নেশন” প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এজন্য তারা ঢাকায় দলীয় এবং দলের সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমাবেশ ঘটাতে চায়। বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, দেশের ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যন্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের যেকোনো উপায়ে ১০ ডিসেম্বর সমাবেশে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। কমপক্ষে ২৫-৩০ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটানোর কথাই তৃণমূলে বলা হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি বুঝে সমাবেশ দেখে নতুন কোনো ঘোষণাও আসতে পারে। তার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান নেয়ার পরিকল্পনাও আছে।

তৃণমূলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভাগীয় সমাবেশে পরিবহন ধর্মঘটের কথা মাথায় রেখে বিএনপির তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা এরইমধ্যে ঢাকায় আসতে শুরু করেছেন। তাদের হোটেলে না থেকে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের বাসায় থাকতে বলা হয়েছে। যাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না তাদের ঢাকার উপকণ্ঠের জেলা ও উপজেলায় অবস্থান নিতে বলা হয়েছে। যাতে তারা সমাবেশের আগের দিনই ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেন। বিএনপির টার্গেট হচ্ছে সমাবেশের আগের দিনই যাতে নেতা-কর্মীরা সবাবেশ স্থলে অবস্থান নেন। নির্দেশনাও সেভাবেই দেয়া হয়েছে।

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আল এমরান জানান,চআমাদের অনেকেই ঢাকার পথে এরই মধ্যে রওয়ানা হয়েছেন। একদম উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায় থেকে সবাইকে ঢাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে আমরা দল বেধে যাবো না। পরিবহন ধর্মঘটকে মাথায় রেখে আমাদের অনেকে এরইমধ্যে ঢাকায় রওয়ানা হয়েছেন। আমরা সমাবেশের দুই-তিন দিন আগেই ঢাকায় চলে যাব।”

তিনি বলেন,চনেতাদের নির্দেশনা হলো ২৫-৩০ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটাতে হবে ঢাকায়। আমরা তৃনমূলে সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। সংগঠনের কেউ সমাবেশের আগে এলাকায় থাকবেন বলে মনে হয় না।”

এদিকে তাদের পুলিশের তৎপরতার দিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। পুলিশ তৎপর হওয়ার আগেই তাদের ঢাকায় রওয়ানা হতে বলা হয়েছে। আল ইমরান বলেন, “আমাদের এলাকায় এখনো পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়নি। আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখছি। আমরা যোকোনো উপায়ে ঢাকার সমাবেশে যাবোই।”

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

# খালেদা জিয়ার দুই মামলায় শুনানি আগামী ১৫ ডিসেম্বর

ঢাকা: আগামী ১৫ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ‘ভুয়া’ জন্মদিন পালন ও মুক্তিযুদ্ধকে ‘কলঙ্কিত’ করার অভিযোগে মানহানির পৃথক দুই মামলায় অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন আদালত।

গত বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুরের আদালতে এ দুই মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। তবে, খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে সময় আবেদন করেন আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে নতুন দিন ধার্য করেন।

মুক্তিযুদ্ধকে ‘কলঙ্কিত’ করার অভিযোগে করা মামলার বিবরণীতে বলা হয়, ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের সঙ্গে জোট করে নির্বাচিত হয়ে সরকারের দায়িত্ব নেন খালেদা জিয়া। তিনি রাজাকার-আলবদর নেতাদের মন্ত্রী-এমপি বানিয়ে তাদের বাড়ি-গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাতীয় পতাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মানহানির এ মামলা করেন জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এ বি সিদ্দিকী। আদালত ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেন। পরের বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁও থানার পুলিশ পরিদর্শক মশিউর রহমান (তদন্ত) অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে মর্মে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। মামলার অন্য আসামি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান মৃত মর্মে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ‘ভুয়া’ জন্মদিন পালনের অভিযোগে করা মামলায় বলা হয়ড় খালেদা জিয়ার একাধিক জন্মদিন নিয়ে ১৯৯৭ সালে দুটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ীড় এসএসসি পরীক্ষার মার্কশিটে সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর জন্মতারিখ ১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একটি দৈনিকে তার জীবনী নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জন্মদিন ১৯৪৫ সালের ১৯ আগস্ট লেখা হয়। আর বিয়ের কাবিননামায় জন্মদিন উল্লেখ করা হয় ১৯৪৪ সালের ৪ আগস্ট। সর্বশেষ ২০০১ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট অনুযায়ী খালেদা জিয়ার জন্মদিন ১৯৪৬ সালের ৫ আগস্ট।

মামলার অভিযোগে আরো বলা হয়ড় বিভিন্ন মাধ্যমে তার পাঁচটি জন্মদিন পাওয়া গেলেও কোথাও ১৫ আগস্ট জন্মদিনের তথ্য পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় তিনি পাঁচটি জন্মদিনের একটিও পালন না করে ১৯৯৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন জাতীয় শোক দিবসে (১৫ আগস্ট) আনন্দ-উৎসব করে কেক কেটে বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়

# ফখরুল সাহেব, আপনাদের মিটিংয়ে কেউ ডিস্টার্ব করবে না - ওবায়দুল কাদের



গোপালগঞ্জ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ফখরুল সাহেবের মুখে মধু, অন্তরে বিষ। অন্তরে বিষ ছাড়া আর কিছু আছে? ফখরুল সাহেব, অনুমতি চেয়েছেন, অনুমতি দিয়েছে। আপনাদের মিটিংয়ে কেউ ডিস্টার্ব (বিরক্ত) করবে না। আমরা রাজশাহীতেও বলে দিয়েছি, পরিবহন ধর্মঘট যেন না করে। ঢাকাতেও পরিবহন ধর্মঘট হবে না, নেত্রী বলে দিয়েছেন। ঠিক আছে? খেলা হবে। গত ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপালগঞ্জ শহরের পৌর পার্কে আয়োজিত জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চৌধুরী এমদাদুল হক ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান।

মন্ত্রী আরও বলেন, হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে খেলা বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

# জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জিএম কাদেরের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা বহাল

ঢাকা: গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞায় হাইকোর্টের জারি করা স্থগিতাদেশ আগামী সোমবার (৫ ডিসেম্বর) পর্যন্ত স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। গত ৩০ নভেম্বর বুধবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এ আদেশ দেন।

চেম্বার আদালতের এই আদেশের ফলে জি এম কাদেরের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল রয়েছে বলে জানিয়েছেন জিয়াউল হক মৃধার আইনজীবী ব্যারিস্টার সাঈদ আহমেদ রাজা।

তিনি বলেন, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আমরা আপিল বিভাগে আবেদন জানায়। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করে আবেদনটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়েছেন। সোমবার এ বিষয়ের ওপর ফের শুনানি হবে।

গত ৪ অক্টোবর জাপা থেকে বহিষ্কৃত নেতা দলটির সাবেক এমপি জিয়াউল হক মৃধা নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা করেন। বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ অক্টোবর ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালত ১নং প্রতিপক্ষ (জিএম কাদের), ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বরের গঠনতন্ত্রের আলোকে যেন পার্টির কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত এবং কোনো কার্য গ্রহণ করতে না পারে সে মর্মে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন। পরে এ আদেশ প্রত্যাহারে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের আবেদন ১৬ নভেম্বর খারিজ করে দেন একই আদালত।

আইনজীবী শেখ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, এ খারিজাদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে মিস আপিল করেন জিএম কাদের। জেলা জজ এ আবেদন শুনানির জন্য ৯ জানুয়ারি দিন রাখলেন। কিন্তু আমরা ২৪ নভেম্বর দরখাস্ত দিয়ে বললাম ৯ জানুয়ারি রাখাতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। কারণ আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ আছে। অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাই আজকেই শুনানি করেন। আমাদের ২৪ তারিখের দরখাস্তটা জেলা জজ রিজেক্ট করে দিলেন। এর বিরুদ্ধে আমরা রিভিশন করেছি। আমরা হাইকোর্টে বলেছি ২৪ তারিখের আদেশটা অবৈধ। কোর্ট রুল দিলো আর ৩০ অক্টোবরের নিষেধাজ্ঞার আদেশ স্থগিত করেছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। এরপর বিবাদী জি এম কাদের হাইকোর্ট বিভাগের একটি রিট মামলা বিচারাধীন থাকার পরও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ওই বছরের ২৮ ডিসেম্বর কাউন্সিল করে নিজেকে চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করেন।

গত ৫ মার্চ গাজীপুর মহানগর কমিটির উপদেষ্টা আতাউর রহমান সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সবুর শিকদার, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক রফিকুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. মো. আজিজকে বহিষ্কার করেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বাদী মশিউর রহমান রাঙ্গাকে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করেন। অন্যদিকে ১৭ সেপ্টেম্বর অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক মৃধাকেও জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন, যা অবৈধ। সুত্র কালবেলা

KT KHAN'S TUTORIAL

# 4 FREE IN-PERSON CLASSES!*

**You get:**

**2 FREE Group Classes, 1 FREE Diagnostic Exam,**
**& 1 FREE Diagnostic Exam Review**

*This promotion can be claimed at any of our locations.

# EXTRA $200 OFF ALL NEW PACKAGES!

**Jackson Heights**
74th St. & 37th Ave

**Jamaica**
178th St. & Hillside Ave.

**Ozone Park**
86th St. & 101 Ave.

**NYC - Flatiron**
23rd St. & 5th Ave.

**4,450+**
SHSAT Students Accepted

**1,400+**
4/4s on State Exams

**THOUSANDS**
1450, 1550+ scores on SAT

**Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com**

# দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবেই সরকার টাকা পাচার করছে বললেন ড. কামাল

ঢাকা: দেশের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবেই সরকার বিদেশে অর্থ পাচার করছে বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, এটা খুব দুঃখজনক।

সরকার দেশের কথা না ভেবে বিদেশে অর্থ পাচার করছে। দেশের জনগণের প্রতি তাদের আস্থা নেই। তারা নিজেরাও বাইরে চলে যাবে। গত ১লা বৃহস্পতিবার গণফোরামের উদ্যোগে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর মতিঝিলে ড. কামাল হোসেনের কার্যালয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

ড. কামাল বলেন, টাকা পাচারের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ করতে হবে। সবাইকে সংগঠিত করে জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষায় পাহারা দিতে হবে।

ব্যাংক থেকে কোথায় টাকা যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে- এসব বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে হবে। প্রয়োজনে এসব অনিয়ম বন্ধ করতে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের তথ্য গুরুত্ব না দিলে জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচানো যাবে না উল্লেখ করে গণফোরাম সভাপতি বলেন, অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়লে বেকারত্ব আরো বাড়বে, আয় কমে যাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অর্থাৎ সার্বিকভাবে সবার ক্ষতি হবে।

এখান থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসব নেতিবাচক ও সমাজবিরোধী কাজ, বিশেষ করে দুর্নীতি ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ করতে হবে।

সব ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা, দলীয়করণ ও দুর্নীতির কারণে দেশ ভয়াবহ সংকটের দিক যাচ্ছে মন্তব্য করে ড. কামাল বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও অর্জনগুলো দেশের কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য বিসর্জন হতে চলছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণের সুযোগ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

তাদের বিরুদ্ধে সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এর ফলে অর্থ পাচার, লুটপাট মহামারি আকার ধারণ করছে। দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ ও অগ্রসরমাণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে বলেও জানান তিনি।

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেনের সদস্য পদ নবায়নের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এ সময় গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য মফিজুল ইসলাম খান, এস এম আলতাফ হোসেন, মোশতাক আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।-সমকাল

# আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মিথ্যা ঘোষণায় বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হয়েছে বললেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

ঢাকা: গত কয়েক মাসের আমদানির চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার জানান, আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে অর্থ পাচার হয়েছে। বেশি দামের পণ্য কম দামে এলসি খুলে বাকি অর্থ হুন্ডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১লা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, এক লাখ ডলারের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি মাত্র ২০ হাজার ডলারে আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। বাকি অর্থ হুন্ডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যে ২০ থেকে ২০০

শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েস (আমদানি মূল্য বাড়িয়ে দেখানো) হয়েছে। গত জুলাই মাসে এমন আশ্চর্যজনক প্রায় ১০০টি ঋণপত্র বন্ধ করা হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের দাম কম বা বেশি দেখিয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে 'ট্রেড বেজড মানি লন্ডারিং' বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, আমদানিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সঠিক মূল্যে ঋণপত্র খুললে সবাই আমদানি করতে পারবেন। ৩০-৩৫টি বিলাসী পণ্য আছে, যা আমদানি না করলেই হয়, এমন কিছু পণ্যে শুল্ক-কর বাড়ানো হয়েছে। এলসি মার্জিন বাড়ানো হয়েছে।

ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, 'বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারনির্ভর হওয়া উচিত। তাই এখন বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# রেকর্ড ১০০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্সের পথে ভারত

অভিবাসী শ্রমিকদের উপার্জনে ভর করে চলতি বছরে ভারত এক বিশেষ মাইলফলক গড়তে যাচ্ছে। এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটি ২০২২ সালের বার্ষিক রেমিট্যান্স গ্রহণে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে প্রথমবারের মতো কোনো দেশ এ মাইলফলকে পৌঁছাবে। গত বুধবার (৩০ নভেম্বর) প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন উল্লেখ করে এ খবর জানিয়েছে সিএনএন।

বিশ্বব্যাংক বলছে, নিম্ন অর্থনীতির দেশে পরিবারের ব্যয়ভার বহনের গুরুত্বপূর্ণ উত্স হলো অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। এ আয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে।

অতীতে সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারের মতো উপসাগরীয় দেশে কর্মরত স্বল্প-দক্ষ ভারতীয় শ্রমিকরা ছিল রেমিট্যান্সের মূল উৎস। এখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# ৩ মাসের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এলো

ঢাকা: বাংলাদেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স আসা নিয়ে অস্থিরতার মধ্যেই সুখবর পাওয়া গেল। আশার কথা হলো অক্টোবর মাস থেকে নভেম্বর মাসে রেমিট্যান্স এসেছে কিছুটা বেশি। নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৪৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা (প্রতি ডলার ১০৭ টাকা ধরে) ১৭ হাজার ৬৩ কোটি টাকার বেশি। অক্টোবরে ১৫২ কোটি ৫৪ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এতে দেখা যায়, নভেম্বরে ৬ কোটি ৯৩ লাখ ডলার বেশি এসেছে। এ ছাড়া ২০২১ সালের নভেম্বরের দিকে তাকালে দেখা যায়, তখন ১৫৫ কোটি ৩৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। সে হিসাবে চলতি বছরের নভেম্বর মাসে ৪ কোটি ডলার বেশি এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এ তথ্য।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) টানা ২ বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। এরপর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে রেমিট্যান্স আসা আরও কমে। তখন দেড় বিলিয়ন ডলারের ঘরে আসে রেমিট্যান্স। তবে সবশেষ নভেম্বরে রেমিট্যান্স বেশি আসাকে ইতিবাচক বলছেন ব্যাংকখাত সংশ্লিষ্টরা।

তাদের মতে, রেমিট্যান্স বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ কাজে আসছে। আবার কোনো প্রবাসী নতুন করে দেশের বাইরে যেতে চাইলেও তাকে সরকারি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট (হিসাব) খুলতে হবে। এটা না খুললে তাকে ক্লিয়ারেন্স দেবে না এমন উদ্যোগ নিয়েছে বিএমইটি। সব মিলিয়ে আগামীতে আরও বেশি ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসবে এমনটাই বলছেন তারা।

# ঘরে বসেই প্রবাসীরা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন

ঢাকা: এখন থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রোভাইডারদের মাধ্যমেও বিদেশি রেমিট্যান্স আসবে। বৈধ পথে প্রবাসী আয় দেশে আসা উৎসাহিত করতে এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গত ২৯ নভেম্বর মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারে এ সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবাসী আয় প্রত্যাবাসনের জন্য বিদেশের অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার, ব্যাংক, ডিজিটালওয়ালেট, কার্ডস্কিম, এগ্রিগেটর, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। আগ্রহী মোবাইল ব্যাংকিং প্রোভাইডারদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আয় প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে অনুমোদন চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# রিজার্ভ চুরির তদন্ত প্রতিবেদন শিগগির-সিআইডি প্রধান

ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়ে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) রাজধানীর মালিবাগে সিআইডির প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজার্ভ চুরির প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া বলেন, 'রিজার্ভ চুরির ঘটনায় মতিঝিল থানায় করা বাংলাদেশ ব্যাংকের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

## সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমরা বসে নাটক দেখছি বলেছে হাইকোর্ট

# মন্দার সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের বৃহত্তম ঋণ কেলেঙ্কারি

ঢাকা: বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঋণ কেলেঙ্কারি ঘটে গেল এই মন্দার সময়ে। একটি শিল্প গ্রুপ ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে ইসলামী ব্যাংক থেকে। শিল্প গ্রুপটি হলো বহুল আলোচিত এস আলম গ্রুপ।

এই গ্রুপের মালিক এবং পরিবারের সদস্যদের মোট আটটি ব্যাংকের মালিকানা আছে। তাদের আছে নানান কিসিমের ব্যবসা। কোনোটি জীবন্ত আবার কোনোটি অস্তিত্বহীন। তারা আবার মিডিয়ারও মালিক। ইসলামী ব্যাংক ২০১৭ সালে এস আলমের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

প্রথম খবরটি ছিল ইসলামী ব্যাংক থেকে নভেম্বর মাসেই দুটি ভুয়া কোম্পানি খুলে দুই হাজার ৪৬০ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো নাবিল গ্রুপ ও মার্টস বিজনেস লাইন। এর বাইরে স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে নেয়া হয়েছে দুই হাজার ৩২০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে নভেম্বরে নিয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা।

এর পরপরই বুধবার (৩০ নভেম্বর) এই সংক্রান্ত আরো একটি খবরে তোলাপাড়া শুরু হয় হলো। এস আলম গ্রুপ এককভাবে ইসলামী ব্যাংক থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ নিয়েছে। এর এই ইসলামী ব্যাংক এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এস আলম গ্রুপ সর্বোচ্চ ২১৫ কোটি টাকা ঋণ নিতে পারে। আরো বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক সন্দেহ করছে এস আলম গ্রুপ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত পক্ষগুলো মোট এক লাখ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে ইসলামী ব্যাংক থেকে। এসব তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিটি রিপোর্টের বরাতেই দেয়া হয়েছে। আর সেখানে অনিয়মের কথা বলা হয়েছে। এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল আলম এখন সিঙ্গাপুরে বসবাস করেন।

ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এই ঋণকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঋণ কেলেঙ্কারি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ''এক ব্যক্তির হাতে আটটি ব্যাংক দিলে যে এই পরিণতি হবে তা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের তখনকার গভর্নর ফজলে কবিরকে প্রকাশ্যেই বলেছিলাম।''

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এতে বিস্মিত হয়েছেন। তাই আদালত গত বুধবার (৩০ নভেম্বর) ইসলামী ব্যাংক থেকে এই ঋণ নেয়ার ব্যাপারে রিট করতে বলেছেন। আর বৃহস্পতিবার (০১ ডিসেম্বর) আরেকটি আদালত এখন থেকে ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ব্যাংকগুলোকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য তদন্ত শুরুর কথা বললেও কোনো মন্তব্য করছে না। আর এস আলম গ্রুপও এখন মুখে কুলুপ এঁটেছে। সরকারও এই বিষয়ে এখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, ''এই দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

না চাইলে কিছু হয় না। তিনি চাইলে এদরকে ধরা এবং টাকা উদ্ধার সম্ভব, অন্যথায় নয়।''

বেসিক ব্যাংক লুটপাটের তদন্ত শেষ হয়নি সাত বছরে : বেসিক ব্যাংকে লুটপাট ও অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে গত ৯ নভেম্বর হাইকোর্ট বলেছেন, ''যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে তাদের 'শ্যুট ডাউন' করা উচিত।'' আর বুধবার (৩০ নভেম্বর) আদালত তিন মাসের মধ্যে ব্যাংকটির অর্থ লোপাটের মামলার তদন্ত শেষ করতে বলেছেন। গত সাত বছর ধরে বেসিক ব্যাংকের অর্থ লোপাটের ৫৬টি মামলার একটিরও তদন্ত শেষ করতে পারেনি দুদক। বেসিক ব্যাংকের সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় ২০১৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পল্টন থানার করা মামলার মোট আসামি ছয়জন। কিন্তু এই ঘটনার মূল হোতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চুকে কখনো গ্রেপ্তার হতে হয়নি। তিনি ওই লোপাটের টাকা থেকে ১১০ কোটি টাকা দিয়ে ঢাকায় দেড় বিঘা জমির ওপর একটি বাড়ি কিনেছিলেন। আর লোপাট হওয়া টাকার কী পরিমাণ দেশে আছে, কতটা পাচার হয়েছে তাও এখানো জানা যায়নি।

আরো লুটপাট : বেসিক ব্যাংক ছাড়াও ২০১১ সালে হলমার্কসহ ৫টি প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা (হোটেল শেরাটন) শাখা থেকে ঋণের নামে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। ওই ঘটনায় হলমার্কের মালিকসহ কয়েকজন ব্যাংক কর্মকর্তাকে আটক করা হলেও মামলা শেষ হয়নি। টাকাও পাওয়া যায়নি।

২০১২-১৩ সালে বিসমিল্লাহ গ্রুপ কয়েকটি ব্যাংক থেকে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খাজা সোলায়মান, পরিচালক আনোয়ার চৌধুরী, নওরীন হাসিবসহ আরো কয়েকজন। ওই কেলেঙ্কারির ঘটনায় ক্ষতিতে পড়ে জনতা, প্রাইম, যমুনা, প্রিমিয়ার ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক।

২০১৮ সালে জনতা ব্যাংক অ্যাননটেক্স গ্রুপের মালিক ইউনুস বাদলকে পাঁচ হাজার ৫০৪ কোটি টাকার ঋণ দেয়। সেই টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না।

জনতা ব্যাংক থেকে ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে একইভাবে দুই হাজার ৭৬০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ। অনুমোদন পাওয়ার পরই অনিয়মে জড়িয়ে ঋণ দিয়ে ফারমার্স ব্যাংক বিলিন হয়ে যায়। ফারমার্স ব্যাংক নাম পরিবর্তন করে হয়েছে পদ্মা ব্যাংক। তবে ঋণের টাকা আদায় করতে পারছে না তারা।

আর সর্বশেষ পিকে হালদার চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

সিএজি অডিট রিপোর্ট যা বলছে : সরকারি অর্থের অনিয়মের অর্ধেকই হচ্ছে ব্যাংকিং খাত ঘিরে। বাংলাদেশ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি)- বিগত অডিট রিপোর্টে উঠে এসেছে এমন তথ্য।

২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সিএজি-এর রিপোর্টে মোট ৫৯ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়।এর মধ্যে ৩১ হাজার কোটি টাকাই রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের। অর্থাৎ আর্থিক অনিয়মের ৫২. ১৮ শতাংশ হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে। পাশাপাশি বিগত ৯ বছরে ব্যাংকিং খাতে অনিয়মের পরিমাণ বেড়েছে ১৬ গুণ।

এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট ২৪ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাতের অনিয়মের পরিমাণ ১০ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা।

লুটপাটের খেলাপি ঋণ : ব্যাংকের টাকা মূলত ঋণের নামেই লুটপাট হয়। খেলাপি ঋণের সর্বশেষ যে পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া গেছে তাতে তা সোয়া লাখ কোটি টাকা ছড়িয়ে গেছে। গত ডিসেম্বরে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ছিলো এক লাখ তিন হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ হিসেবে জুন মাসে তার পরিমাণ হয়েছে এক লাখ ২৫ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা।

২০২২ সালের জুন মাস শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ ৯৮ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা। মোট বিতরণ করা ঋণের ৮. ৯৬ শতাংশ খেলাপি। যা এ যাবতকালের সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ।

তারপরও বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাই মাসে ঋণ খেলাপিদের জন্য বড় ধরনের ছাড় দেয়। ঋণের শতকরা আড়াই থেকে চার শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করার সুযোগ দেয়া হয়। এর আগে এটা ছিলো শতকরা ১০ শতাংশ।

ব্যাংকে টাকা কারা লুট করে, কীভাবে করে : ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ''ইসলামী ব্যাংকে এস আলম গ্রুপের এই ঋণের ঘটনা মহাকাব্যিক। এত বড় ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা আগে আর ঘটেনি। অটিটি ব্যাংক তাদের নিয়ন্ত্রণে। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নরকে বলেছিলাম এস আলম সাহবের সাথে সব সময় একটি করে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েন । কারণ, তিনি যদি কোনো কারণে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান. তাহলে গ্রাহকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেরকমই হলো।''

তার কথা, ''এটা তো একবারে হয়নি। সরকার জানে, বাংলাদেশ ব্যাংক জানে, তারপরও ব্যবস্থা নেয়নি। এর আগেও ঋণের নামে লুটপাট হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়।''

তিনি বলেন, ''এই টাকা আর ফেরত আসবে না। অতীতেও আসেনি। তিন-চারদিন আগেই তো এস আলম সাহেব পৌনে দুইশ' মিলিয়ন ডলার দিয়ে সিঙ্গাপুরে হোটেল কিনলো। এটা তার তিন নাম্বার হোটেল। এরপর শপিং মল আছে। সিঙ্গাপুরের বাইরেও আছে। তাহলে টাকা কীভাবে আসবে!''

বাংলাদেশে যোগাযোগ ও ক্ষমতা থাকলে ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা লুটপাট এখন সবচেয়ে সহজ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তার মতে, ''সরকারের সঙ্গে ভালো যোগাযোগের কারণে তারা আটটি ব্যাংক পেয়েছে। হাইকোর্ট যে দুই-একটি ব্যাপারে কথা বলছে তাতে আসলে কোনো কাজ হবে না। সরকার না ধরলে তাদের কেউ ধরতে পারবে না। আর এভাবে চলতে থাকলে অর্থনীতি আরো ক্ষতির মুখে পড়বে। ব্যাংক খাতে সাধারণ মানুষের আস্থা আরো কমবে।''

ব্যাংক থেকে ঋণের নামে এভাবে টাকা নিয়ে যাওয়া ক্ষমতা না থাকলে সম্ভব নয়, সেটা রাজনৈতিক বা অন্য কোনো ধরনের ক্ষমতা হতে পারে বলে মনে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও লাগামহীনভাবে খেলাপি ঋণ বাড়ছে

ঢাকা: ব্যাংকের বাইরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ব্যাপক হারে বেড়েছে খেলাপি ঋণ। অনিয়মের মাধ্যমে দেওয়া ঋণ আদায় করতে পারছে না বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তহবিল সংকটের কারণে সেগুলো গ্রাহকের জমানো টাকাও ফেরত দিতে পারছে না।

এর প্রভাব পড়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদের গুণগত মানে। তিন মাস আগের তুলনায় চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া যায়।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যাংকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি প্রান্তিকেই বাড়ছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে এসব প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৭ হাজার ৩২৭ কোটি

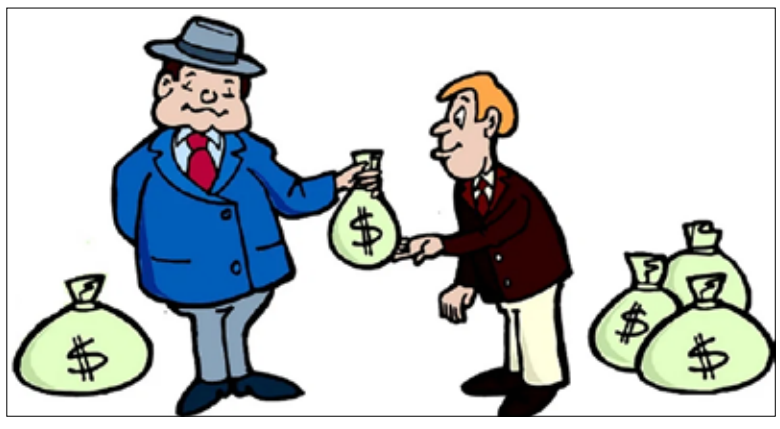

টাকা। একই সময়ে মোট ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৭০ হাজার ৪১৬ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এর আগের তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) খেলাপি ঋণ বেড়েছিল ১৫ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# এখন থেকে টাকায় ঋণ নিতে পারবে বাংলাদেশের বিদেশি প্রতিষ্ঠান

ঢাকা: অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত বিদেশি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে টাকায় ঋণ নিতে পারবে। গত ২৮ নভেম্বর সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক এমন সুবিধা দিয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শুধু বাংলাদেশের বাজারে যেসব কোম্পানি পণ্য বিপণন করছে এবং যাদের কোনো ধরনের বৈদেশিক মুদ্রায় আয়ের উৎস নেই এমন সব কোম্পানিই এই ঋণ সুবিধা পাবে।

এর আগে ২০২০ সালে এসব প্রতিষ্ঠানকে টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলে লেনদেনের সুযোগ দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থনৈতিক অঞ্চলের 'অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকায়' স্থাপিত শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন এবং দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিগুলোর চলতি মূলধন চাহিদা মেটাতে এ সুবিধা দেওয়া হলো।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে পণ্য উৎপাদনের জন্য পৃথক একটি শিল্প এলাকা নির্ধারণ করা আছে, যা 'অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকা' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এসব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সুযোগ নেই। এখানে দেশি, বিদেশি, সরকারি মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলোও বিনিয়োগ করতে পারে। এর মধ্যে টাইপ 'এ' ক্যাটাগরি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানার প্রতিষ্ঠান আর টাইপ 'বি' ক্যাটাগরি হচ্ছে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের যৌথ অংশীদারিত্বের শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলছে।

# একাত্তরে পাকিস্তানের পরাজয় ‘সামরিক ব্যর্থতায়’, পাল্টা দাবি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর

করাচি: পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণ সামরিক নয় বরং ‘রাজনৈতিক ব্যর্থতা’ ছিল বলে পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার মন্তব্যের ঠিক এক সপ্তাহ পর তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন দেশটির বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো-জারদারি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরাজয়কে ‘সামরিক ব্যর্থতা’ হিসেবে দাবি করেছেন দেশটির রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) এই প্রধান।

গত ৩০ নভেম্বর বুধবার করাচির নিশতার পার্কে পিপিপির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক সমাবেশে বিলাওয়াল ভুট্টো বলেন, একাত্তরে পাকিস্তানের ‘সামরিক ব্যর্থতা’ তার নানা ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো নেতৃত্বাধীন পিপিপির জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল।

সমাবেশে দেওয়া বক্তৃতায় পিপিপির এই চেয়ারম্যান তার দলের ইতিহাসের স্মৃতিচারণ এবং দলটির প্রতিষ্ঠাতার কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর তার নানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ‘বিভক্ত হয়ে যাওয়া পাকিস্তান’কে ঐক্যবদ্ধ এবং ‘হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার’ করেন বলেও উল্লেখ করেন বিলাওয়াল ভুট্টো।

তিনি বলেন, ‘জুলফিকার আলি ভুট্টো যখন সরকারের দায়িত্ব নেন, তখন লোকজন ভেঙে পড়ে ছিল এবং সব আশা হারিয়ে ফেলে ছিল। কিন্তু তিনি জাতিকে পুনর্গঠিত করেন, লোকজনের আস্থা ফিরিয়ে আনেন।

শেষ পর্যন্ত সামরিক ব্যর্থতার কারণে যারা যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন,

সেই ৯০ হাজার সৈন্যকেও ফিরিয়ে আনেন তিনি। আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক আশা... রাজনৈতিক ঐক্য... এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির কারণে।’

গত বুধবার (২৩ নভেম্বর) পাকিস্তানের বিদায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক ব্যর্থতা দায়ী বলে মন্তব্য করেন। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শহর রাওয়ালপিন্ডিতে সেনাবাহিনীর সদর দফতরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়া সামরিক নয়, রাজনৈতিক ব্যর্থতা ছিল।

বাংলাদেশে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন দেশটির সাবেক এই সেনাপ্রধান। এসময় তিনি বলেন, এমন একটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন, যা বেশিরভাগ মানুষই এড়িয়ে যান।

বাজওয়া বলেন, ‘আমি কিছু তথ্য সংশোধন করে দিতে চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) আলাদা হয়ে যাওয়া সামরিক নয়, রাজনৈতিক ব্যর্থতা ছিল।’

তিনি বলেন, পাকিস্তানের লড়াইরত সৈন্যের সংখ্যা ৯২ হাজার নয়, বরং ৩৪ হাজার ছিল। বাকিরা সরকারের বিভিন্ন দফতরের ছিলেন।

এই ৩৪ হাজার সৈন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২ লাখ ৫০ হাজার সেনা এবং মুক্তিবাহিনীর ২ লাখ সদস্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এসব কঠিন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের সেনাবাহিনী সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছে এবং অনুকরণীয় ত্যাগ স্বীকার করেছে; যা ভারতীয় সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ স্বীকার করেছেন।

ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় বুধবার বিলাওয়াল ভুট্টো পিপিপির ইতিহাস স্মরণ করে বলেন, তার দলের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি এবং গণতন্ত্রকে দুর্বল করার ও ‘পুতুল নেতৃত্ব’ শক্তিশালী করার প্রয়াসে তাদের হত্যার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

পাকিস্তানের বিরোধীদল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খানের সমালোচনা করে বিলাওয়াল ভুট্টো বলেন, ইমরানের খানের দাবির প্রেক্ষাপটে খাইবারপাখতুনখাওয়া এবং পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদ থেকে কখনই পদত্যাগ করবে না পিটিআই। কারণ স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা এবং ‘ইউ-টার্ন’ নেওয়ার ইতিহাস রয়েছে তাদের।

# সমলিঙ্গের বিয়ের পথে আরেক ধাপ এগোল জাপান

টোকিও: জাপান বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। কিন্তু পূর্ব এশিয়ার দেশটির অনেক আইন এখনো প্রথানির্ভর, প্রাচীন। ফলে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সমান তালে পা মিলাতে ছোট ছোট ক্ষেত্রে দেশটিকে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়। এ রকম একটি সমস্যা বা অনগ্রসরতা দেশটিতে সমলিঙ্গের বিয়ের বৈধতা না থাকা। কিন্তু টোকিওর একটি আদালতের বুধবারের এক রুলে সমলিঙ্গের বিয়ের দুয়ার আরেকটু অবারিত করেছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বুধবার (৩০ নভেম্বর) টোকিওর একটি আদালত সমলিঙ্গের বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছেন। তবে, সঙ্গে এটাও বলেছেন, সমলিঙ্গের বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। সমলিঙ্গের মানুষের বিয়ের পথে রাষ্ট্রীয় বাধার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

টোকিও আদালতের বুধবারের রুলকে ঐতিহাসিক বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। মামলাটির বাদী পক্ষের আইনজীবী নোবুহিতো সাওয়াজাকি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘এটা একটা অত্যন্ত ন্যায্য রুলিং। আদালত সমলিঙ্গে বিয়ের ওপর রাষ্ট্রীয় আইনের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখলেও, বিরাজমান চর্চা কোনো মতেই ভালো নয় বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রচলিত আইন সংশোধনের ইশারা দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ।’

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো, মামলাটির বিবাদী রাষ্ট্রপক্ষ রুলের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি করেনি। তাছাড়া তা রিভিউ করারও কোনো পরিকল্পনার কথা জানায়নি। অন্যদিকে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কয়েকজন আইনপ্রণেতা সমলিঙ্গের বিয়ের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে কথা বলে আসছেন।

চার সমলিঙ্গের দম্পতি রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে বিভিন্ন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগে টোকিওর ওই আদালতে মামলা করেন। তারা সাত হাজার ২০০ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে রাষ্ট্রকে বিবাদী করে মামলাটি করেন। বুধবার মামলাটির শুনানি হয়। আদালত তাদের ক্ষতিপূরণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সংবিধানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।

ইতোপূর্বে জাপানের আরও দুটি আদালত প্রায় একই ধরনের রুল জারি করে। ২০২১ সালে সাপোরো শহরের আদালত রুল জারি করে, সমলিঙ্গের বিয়ে অবৈধের বিষয়টি তাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তবে একই বছর ওসাকা শহরের আদালত সমলিঙ্গের বিয়ে অসংবিধানিক বলে রুল দেন।

# পশ্চিমকে ধুয়ে দিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মস্কো: পশ্চিমা দেশগুলোকে একহাত নিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। পুরো বিশ্বকে উদার গণতন্ত্রের নিয়মে থাকার প্রত্যাশা ও ন্যাটোর বেপরোয়া ব্যাপ্তি নিয়ে পশ্চিমের কড়া সমালোচনা করেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

০১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার (ওএসসিই) মন্ত্রী পরিষদের বার্ষিক বৈঠকের আগে ল্যাভরভ এই মন্তব্য করেছেন। রাশিয়ায় সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ল্যাভরভ অভিযোগ করেন, ইউরোপ ও অন্যান্য জায়গায় রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করছে পশ্চিম। সেইসঙ্গে তিনি পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটোর বেপরোয়া ব্যাপ্তির অভিযোগ করেছেন।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৯১ সালে ন্যাটোর ১৬ সদস্য ছিল, এখন সদস্য সংখ্যা ৩০। সেইসঙ্গে সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগদানের শেষপর্যায়ে। এ ছাড়া ল্যাভরভ বলেন, তারা রাশিয়াকে ইউরোপের বাইরে রাখতে চায় অন্যদিকে পুরো ইউরোপ তাদের নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিম ইউরোপ বা বিশ্বে রাশিয়ার অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে না পারার প্রহর গুনছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেন। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সরাসরি এই যুদ্ধ চললেও কার্যত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের যুদ্ধ চলছে। পুরো পশ্চিম মিলে যুদ্ধে ইউক্রেনকে তারা সাহায্য করে আসছে। সেইসঙ্গে রাশিয়ার ওপর আরোপ করেছে নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞা। খবর টিআরটি ওয়ার্ল্ডের।

# প্রবাসীদের জন্য বিশ্বের সেরা ও সবচেয়ে বাজে শহর

উন্নত জীবন ও বাড়তি আয়ের আশায় নিজ দেশ ছেড়ে প্রবাসে পাড়ি জমান অসংখ্য মানুষ। বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলো থেকে দূরের দেশগুলোতে যান অনেকে। এতে অনেকের কপাল খুলে।

তবে আবারও কেউ কেউ খালি হাতেও ফিরে আসেন। পরিবেশ পরিস্থিতি ভালো না থাকার কারণে নিজেকে দূর প্রবাসে মানিয়ে নিতে পারেন না তারা। হতাশ হয়ে যেন ফিরে আসতে না হয় সেজন্য প্রবাসে পাড়ি দেওয়ার আগে সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা জেনে নেওয়া ভালো।

পরিবেশ, যোগাযোগ, বিনোদন, আর্থসামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রবাসীদের জন্য বিশ্বের কোন দশটি শহর ভালো এবং কোন দশটি শহর ভালো নয় সেটির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ইন্টারনেশন।

সবকিছু বিবেচনা করে ইন্টারনেশন জানিয়েছে, প্রবাসীদের জন্য আদর্শ শহর হলোড় স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া। দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে আরব আমিরাতের দুবাই। আর তৃতীয়স্থানে আছে মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটি। এরপর যথাক্রমে এ তালিকায় রয়েছে পর্তুগালের লিসবন, স্পেনের আরেক শহর মাদ্রিদ, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, সুইজারল্যান্ডের বাসেল, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, আরব আমিরাতের আবুধাবি এবং সিঙ্গাপুর সিটি।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আরব আমিরাতের দুবাই শহরের রাতের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য

অন্যদিকে প্রবাসীদের জন্য আদর্শ নয়ড় এমন ১০ শহরের তালিকার সবার উপরে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ, দ্বিতীয় স্থানে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট, তৃতীয়স্থানে ফ্রান্সের প্যারিস। এরপর এ তালিকায় যথাক্রমে রয়েছে তুরস্কের ইস্তাম্বুল, চীনের হংকং, জার্মানির হ্যামবার্গ, ইতালির মিলান, কানাডার ভ্যানকুভার, জাপানের টোকিও এবং ইতালির রোম।

ভালো এবং খারাপ ১০ শহরের তালিকা প্রকাশ করতে ইন্টারনেশন ১৮১টি দেশে বসবাসরত ১১ হাজার ৯৭০ জন প্রবাসীর ওপর জরিপ চালিয়েছে।

সেখানে বসবাসরত প্রবাসীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই এ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়াদের দেওয়া তথ্যে বেরিয়ে এসেছে সেসব শহরের পরিস্থিতি কেমন এবং কেনই বা ওই ২০টি শহরকে সবচেয়ে ‘ভালো এবং বাজে’ বলা হচ্ছে।

যে কারণ এই ১০টি শহর প্রবাসীদের জন্য আদর্শড়

১। ভ্যালেন্সিয়া, স্পেন : বসবাসযোগ্য, জনবান্ধব ও সাশ্রয়ী।

২। দুবাই, আরব আমিরাত : কাজ এবং অবসর সময় কাটানোর জন্য সেরা।

৩। মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো : জনবান্ধব এবং সাশ্রয়ী, তবে নিরাপদ নয়।

৪। লিসবন, পর্তুগাল : অত্যন্ত চমৎকার আবহাওয়া এবং জীবনমান উন্নত, মাঝারি কাজের সুযোগ আছে।

৫। মাদ্রিদ, স্পেন : অবসর সময় কাটানোর দারুণ স্থান এবং সবাই বন্ধুত্বপূর্ণ।

৬। ব্যাংকক, থাইল্যান্ড : নিরাপত্তার শঙ্কা থাকলেও প্রবাসীরা নিজ দেশেই আছেন এমন অনুভব করেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# মায়ের ডায়েরি

জাকিয়া শিমু

আমাদের বাড়ির অদূরের ফিলিপ্স পার্ক-এ, একেলা বসে আছি। মা হসপিটালের হিমঘরে, সেও অবশ্য একা-ই।

শরৎ কাল। মাথার উপর আকাশটাকে সমুদ্রের মতো লাগছে। নীলাকাশের গায়ে ঈষৎ জমাট-ছোপছোপ সাদা মেঘেরজাল, ঢেউয়ের ডগার ফসফরাসের ফেনার মতো যেন ভেসে যায়। অচেনা পাখির বহর আকাশ ছুঁয়ে ধীরলয়ে ছুটে চলেছে। গাছেরতলা, ঝরাপাতায় নকশীআঁকা চাদরে মুড়ে আছে। পার্কের পাশ ঘেঁষে শিয়ালের চোখের মতো চকচকে কালো জলের লেক। লেকেরপাড় ধরে বহুদূর হেঁটে যাওয়া-পথ।

ম্যাপলস-এর ট্রানেলের বৈকালি আলো-ছায়াপথে মা আর আমি প্রায়দিন বহুদূর পথ হেঁটে চলে যাই। আমাদের পায়ের নিচে চাপা পড়ে শুকনো মুচমুচে কমলা রঙের ঝরাপাতা, নববধূর হাতের কাঁকনের মতো ঝমঝম শব্দে ভেঙ্গে পড়ে। বালিহাঁস হাওয়ায় ভেসে এসে ঝুপকরে লেকের জলেরতলে ডুবসাঁতার খেলায় মেতে ওঠে। ঝরাপাতা আলগোছে আমাদের মাথার উপর ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে। এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে মায়ের বেশ আগ্রহ। মায়ের চোখদুটো খুশিতে ছোট্ট খুকীদের মতো ঝলমলিয়ে ওঠে। মায়ের কাঁছ থেকে হয়তো অভ্যাসটা আমাকেও পেয়ে বসেছে। গত প্রায় দু'দিন এ-পার্কেই আমার বেশিরভাগ সময় বয়ে গেল।

আমার মা খুব অভিমানী কিন্তু বোকা ধরনের মানুষ। সৃষ্টিকর্তা বোকাদের বিষয়বুদ্ধি কম দেন কিন্তু সে ঘাটতি পূরণ করেন রূপ দিয়ে। মা অসম্ভব রূপবতী। রূপের সাথে গুণের মিশেলে যার জন্ম তার ভবিষ্যৎ নাকি ভয়ঙ্কর হয়। সৃষ্টিকর্তা তাকে বিশেষ শক্তি দিয়ে ধরায় প্রেরণ করে। ভাগ্যগুণে সে হয় রাজরানি, নয়তো চাকরানি। এসব কথা আমার নানার বয়ানে শোনা। নানা'র কাঁছে আমি আমার ছোটবেলা পার করেছি এসেছি। নানা আমার বুদ্ধি দেখে চমকে উঠতেন। তাঁর বেজায় খুশি হওয়ার কথা কিন্তু তিনি আতঙ্কিত হতেন। নানিকে বলতেনঃ মুরগি যখন বাচ্চা ফুটাতে ডিমে তা দেয়, তখন খুব কৌশলী এবং বুদ্ধিমানরা পারে আলগোছে পালকের ভেতর থেকে ডিম সরিয়ে আনতে। তোমার নাতনী সেই গোছের বুদ্ধিমতী। এমন ক্ষণজন্মা মানুষের জন্ম অহরহ হয় না'। এরপর দু'হাত তুলে সৃষ্টিকর্তার কাঁছে দোয়া করতেন। আমি যেন রাজরানি হই। আমার তখন নানা'র এমন ভারভারতি কথার ভাবার্থ বুঝার বয়স হয় নাই, তারপরও আমি নানার সাথে দু'হাত তুলে রাজরানি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হতাম। নানা, আমার রূপবতী মায়ের জন্যেও দোয়া করতেন। তার বুদ্ধিসুদ্ধি যাতে সামান্য হলেও বৃদ্ধি করা হয়। সে দোয়া অবশ্য তিনি বেঁচে থাকতে প্রায় প্রতিদিন করতেন। কিন্তু আমার মায়ের জ্ঞান বুদ্ধির খুব একটা নড়চড় এই মধ্য-বয়সে এসেও হয়নি।

মায়ের নির্বুদ্ধিতার বহুগল্প আমার ঝুড়িতে আছে ! তিনি নিজের গল্প বলতেন আর আফসোস করতেন। এবং আফসোস অব্যাহত রাখতে প্রতিদিন কিছু না কিছু ঘটাতেন। মায়ের বিয়ের গল্পটা, তার একটি। তিনি বহুবার বিভিন্ন ছলচাতুরে এগল্প আমার কানে দিয়েছেন। আমার ধারণা, আমাকে ভবিষ্যতে যাতে তাঁর পথ মাড়াতে না হয়, সেজন্য সে এগল্পটা বারংবার বলতেন। আমার মায়ের বাড়ি হিজলতলা গাঁয়ে। এ গাঁয়ের নাম নিয়ে বিভিন্ন লোকগাঁথা রয়েছে। বিষয়টা আমাকে খুব আন্দোলিত করে। মায়ের গল্পের সাথে তাঁর গাঁয়ের গল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নানার কাঁছ থেকে শোনা গাঁয়ের গল্পটা অনেকটা এরকমঃ এগাঁয়ে বহুকাল আগে অসংখ্য হিজল গাছ ছিল। কে, কখন, কী উদ্দেশ্যে এসব এগাঁয়ে রোপণ করে তার ইতিহাস অবশ্য জানা যায় না। এটা অবশ্য একটা রহস্যও বটে!

হিজল গাছ সাধারণত ডহরডাঙ্গায়, অনাবাদি জায়গাজমিতে অনাদরে বেড়ে ওঠে। তেমন উপকারী নয় বলে গৃহস্থের মূলবাড়ির ত্রিসীমানায় এ গাছ খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু এ গাঁয়ের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

ধারণা করা হয়- কারো কাঁছ থেকে হয়তো ছড়িয়ে ছিলো হিজল গাছ, সৌভাগ্যের প্রতীক। সেই থেকে লোকজন যত্ন করে বাড়ির উঠোনে, আবাদি-অনাবাদি জমিতে, মাঠে-ঘাটে যে যেখানে জায়গা পেয়েছে সারি সারি হিজল গাছ রোপণ করেছে। গাঁয়ের সর্বত্র হিজলগাছের ছড়াছড়ি। ক্রমান্বয়ে গ্রামটা ঢেকে যায় হিজলগাছের ছায়ে।

বহুকাল আগের সে ঘটনা। তখন দেশে রাজপ্রথা চালু ছিল। তো সেসময় কোন এক রাজ্যের- রাজা, হাতির বহর নিয়ে এগাঁয়ের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন পাশের রাজ্যে। বিশ্রাম নেয়ার সময় হলে রাজা তার বাহিনীকে এগাঁয়ে যাত্রা বিরতির আদেশ করেন। তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস। তপ্ত দাবদাহে পুড়ে মাঠঘাট শুকনো পাতার মতো ঝরঝরে কড়কড়ে হয়ে আছে। পুরো আকাশ ফাঁকা, কোথাও একখণ্ড মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। সে সুযোগে সূর্য তেতিয়ে উঠেছে। ক্লান্ত হাতি-বহর হিজলগাছের ছায়ায় আয়েশ করে চার পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্রাম নেয়। রাজা এবং তার সঙ্গীসাথীদের জন্য তাবু টানানো হয়। রাজার ইচ্ছে দিনশেষের রাতটা এখানে কাটানোর। বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ মাস। হিজলফুল ফোটার মৌসুম। গাছের ডাল হতে অসংখ্য পুষ্পদণ্ডের লম্বাঝার ঝুলে আছে বাঁদুরঝোলা হয়ে। পুষ্পদণ্ডে গোলাপি রঙের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তারার মতো অসংখ্য ফুল মালার মতো হয়ে ঝুলে আছে। শেষরাতে ফুল ফোটে এবং সূর্য উঠতে টুপটাপ ঝরতে শুরু করে। একটু বেলা গড়াতে গাছতলা গোলাপি চাদরে ঢেকে যায়। মৃদু কিন্তু মনমাতানো সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ভোরবেলা রাজার ঘুম ভাঙ্গে। চোখ মেলে রাজা তাজ্জব বনে যান। ফুলের সৌন্দর্যে যারপরানে তিনি মুগ্ধ। নিজে হেঁটে পুরোএলাকা ঘুরে দেখেন। সৌন্দর্যে বিমুহিত হয়ে তিনি এগাঁয়ের নাম বদল করে, নয়া নাম রাখেন- হিজলতলা। রাজার ইচ্ছেয় কর্ম। সেই থেকে এগাঁয়ের নাম হিজলতলা।

এতদিন পরে এসে সেগাঁয়ের চেহারাসুরত অবশ্য অনেকটাই বদলে গেছে। তারপরও আমার মায়ের বাড়ির সীমানা ঘেঁষা বহর-ডাঙ্গায়,গুটিকয় হিজলগাছ হয়তো গাঁয়ের নাম বাঁচাতে এখনো কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে। মা ভোরসকালে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন, কোঁচরভর্তি ফুল কুড়ান। হালকা গোলাপি রঙের অগনতি হিজলফুল,ডোবারজলে আকাশের বুকে নক্ষত্রের আদলে ভেসে বেড়ায়। অবর্ণনীয় সে দৃশ্য। মা ডুবারজলে দুপা গুঁজে মনজঠরে লুকানো স্বপ্নদের সুতায় ভরে মালায় গাঁথেন। গুনগুনিয়ে গান ধরেন। একটু বেলা উঠলে মায়ের শাহিনভাই, সেপথে হাইস্কুলে পড়তে যায়। মাকে দেখে স্মৃতহাস্যে মায়ের কাঁছে এগিয়ে আসেন। মা,চটজলদি শাহিনভাইয়ের হাতে হিজলফুলের- মালা গুঁজে দিয়ে একদৌড়ে ছুটে পালান। এরপর মা প্রাইমারী,হাইস্কুল পেরিয়ে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হন। শাহিনভাই শহরে উঁচু ক্লাশে পড়তে চলে যান। মায়ের সাথে গোপনে চিঠিপত্রের চালাচালি অবশ্য অব্যাহত থাকে।

এদিকে মায়ের সৌন্দর্যের বর্ণন, ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের গ্রামগুলোতে। পাশের গাঁয়ে আমার দাদাবাড়ি। বাবা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেন, একজন রূপসীকন্যার খোঁজে। লোক মারফত খবর পান পাশের গাঁয়ে আগুনজ্বলা এক মেয়ে আছে। মা-কে একনজর দেখামাত্র বাবার মনে ধরে যায়। বাবা যে রূপের পূজারী। মায়ের সম্মতিতে সেইরাতেই তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মা অবলীলায় শাহিনভাইয়ের সাথে হাজারো স্মৃতি-প্রতিশ্রুতি, দুইজোড়া বিশ্বস্ত হাত, কাছাকাছি অনুভূতির দুটি মন এসবকিছুকে নিমিষে জলাঞ্জলি দিয়ে দেন। বাবা মাস-দুয়েক মায়ের সাথে কাটিয়ে, আমেরিকা ফেরত আসেন। এরপর আমার জন্ম হয়। আমি আর মা, নানা'র কাঁছে থাকি। বাবা মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় দেশে এসে আমাদের দেখে যান। আমার যখন বয়স পাঁচ, নানা, পৃথিবী ছেড়ে অন্যআলোয়ে চলে যান। আমরা একটা কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে যাই। বাধ্য হয়ে অবশেষে বাবা আমাদের আমেরিকা নিয়ে আসেন।

মায়ের সাথে বাবার বনিবনার বিষয়টা অস্পষ্ট, অনেকটা ভরা মাঘমাসের কুয়াশার মতো,অথই আঁধার। আমার কাঁছে তো বটেই আমার মনে হয় তাদের নিজেদের কাঁছেও তা পরিষ্কার নয়। তবে দুজনের মনের মাঝের অসীম দূরত্বটা আমি আঁচ করতে পারি। বাবা মাকে যখন অকাজে অপমান করেন, তার চোখে তখন ভাসে অন্যপুরুষের ছবি- শাহিনভাই। গত দুদিন আগেও আমি মায়ের টলমল চোখে সে ভুলের আক্ষেপ দেখেছি। মা-কে আমি বহুবার গোপনে জিজ্ঞেস করেছি, কেনো সে শাহিনভাইকে ছেড়ে বাবাকে বিয়ে করেছিল। মা, সঠিক কোন হেতু দাঁড় করাতে পারেন না। আদতে সেটা মায়ের বোকামির খেসারত ছাড়া অন্যকিছু না। অন্যদিকে বাবার আছে ব্যত্যয় সৌন্দর্য-পূজারী দু'খানা শকুনে- চোখ! রূপের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে বাবা ভালোবাসেন কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য ধারণ করার ক্ষমতা আসলে তার নেই। যে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মাকে একদিনের নোটিশে বিয়ে করেছিলেন সেই একই স্বরূপের খোঁজে মাকে ছেড়ে শম্পাখালাসহ আরও অনেকের পেছনে ছুটে চলেছেন।

বাবাকে আমি মনে মনে নপুংসুক বলি। অন্তত গত দুদিনে বহুবার নিজমনে এমন নোংরা শব্দটা আওরে'ছি। নপুংসকের প্রেমাকাঙ্ক্ষা থাকে আসমান সমান কিন্তু হৃদয় থাকে শূন্য। এদের কাউকে আপন করে ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। ভেতর জগতের পুরোটাই থাকে, নিঃস্ব-নিরাশ্রয়। আপন ভালোবাসার আশ্রয় রেখে বাইর-দুয়ারে প্রেম খুঁজে ফেরে। বাবা যখন শম্পাখালার সাথে কথা বলেন আমি একদৃষ্টিতে তার লোলুপ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। ফিসফিসিয়ে বলি- নপুংসুক। মা ছাড়া অন্য যেকোন নারীর সাথে বাবা খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন। আমার মা, সে লোভাতুর-দৃষ্টি পড়তে পারেন না, তা কিন্তু নয়। সেটুকু ক্ষমতা অবশ্য সৃষ্টিকর্তা তাকে দিয়েছেন। মায়ের নিঃসঙ্গ চোখজোড়ায় তখন অপমানের অভিচ্ছায়া পরিপুষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মা যখন বাবার কাঁছ থেকে চরম অপমানিত হন তখন ছোট্টশিশুর মতো আমার কাঁছ ঘেঁষে চুপচাপ বসে থাকেন। আমি মায়ের কাঁছে গল্প শুনতে আবদার করি। আমি জানি এসময়ে মাকে তাঁর দেশের কথা মনে করিয়ে দিলে, অপমানের ধাক্কাটা অন্যদিকে সরে যেয়ে একটু হলেও স্বস্তি পাবেন।

মার নিজের দেশের প্রতি বড্ডো টান। দেশের গল্প বেশ উৎসাহ নিয়ে করেন। কতো গল্প- আড়ই বিলের গল্প, ইছামতীপাড়ের গল্প, হিজলতলা গাঁয়ের কথা ,আরও কতোশত গল্প যে মায়ের ভেতর জমে আছে। সেসব গল্পে আদ্যপ্রান্ত জুড়ে থাকেন, মায়ের শাহিন ভাই। মা যখন মনঃকষ্টে ভুগেন, শাহিনভাই যেন মলম হয়ে মায়ের মনে প্রশান্তি ছড়ান। মা, শাহিনভাইয়ের গল্প বলেন, আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মায়ের মুখখানা দেখি। ক্রমশ বাবার অবহেলার কালোমেঘের ছায়া মায়ের চোখ থেকে ছুটে পালায়। মা সেই পুরনোদিনের সময়গুলোতে ফিরে যান।

মায়ের বাড়ি থেকে অনেকখানি দূরে, বিখ্যাত আড়ই বিল। বর্ষাদিনে সেই বিলের জলেরছাদে লালচে-কমলের মেলা বসে। বিলটাকে আকাশ মনে হয়। যেন আকাশের পরে শতসহস্র লালচে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মায়ের খুব পছন্দের ফুল কমল। কিন্তু মায়ের পানিতে বড্ড ভয়। তাছাড়া কমলের পাতার ওপর জলঢোঁড়া হেঁটে বেড়ায়। জলঢোঁড়া'য় মানুষের ক্ষতি করে না। শাহীনভাই মাকে বুঝিয়েও সাপের ভয় কাটাতে পারেন না। মায়ের আড়ই বিলে যাওয়া হয় না বটে কিন্তু কমল ফুলের পিয়াস তাকে জেঁকে বসে। শেষমেশ শাহিনভাই ভোরসকালে সালতি বেঁয়ে একাই চলে যান, আড়ই বিলে। সূর্য জাগার আগে সদ্যফোটা কমল তুলে নেন, তাতে ফুলগুলো বেশ তরতাজা থাকে। মায়ের হাতে কয়েকগুচ্ছ কমল তুলে দিয়ে নিরবে বাড়ির পথে পা বাড়ান। মায়ের চোখের কোণে সেই খুশির অশ্রু আজও চিকচিক করে। আমি বহুবার এ-গল্প মায়ের মুখে শুনেছি তারপরও আগ্রহ নিয়ে মায়ের দিকে মনোযোগ দিই। মাকে একদণ্ড শান্তি দিতে আমি বারংবার শুনি মায়ের হারিয়ে ফেলা গল্পের ঝুড়ির গল্পগুলো। গল্প শেষে মা দূর আকাশে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন ।

মায়ের হিজলতলা গাঁয়ে পৌষ- সংক্রান্তির মেলা বসে। বেশ নামডাক এ মেলার, বহুলোকের জমায়েত হয়। মায়ের তখন অল্প বয়েস বড়োজোর সাত কিংবা আট হবে। মা শাহিনভাইয়ের সাথে মেলায় সারাদিন ঘুরঘুর করেন। তাঁর কাছে মেলার প্রধান আকর্ষণ চড়কগাছ। চড়কগাছ যখন উপর হতে নিচ দিকে নেমে আসে- মায়ের তখন অসাধারণ এক অনুভূতি হয়। যে- বোধ বলেকয়ে বুঝাবার নয়। নিজেকে খোলা আকাশে ঘুরেফেরা মুক্ত বিহঙ্গ মনে হয়। মা দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে আকাশে উড়ে বেড়ান। মেলায় লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থেকে বায়োস্কোপ দেখেন। বায়োস্কপে ভিন্ন জগত দেখায়। সেসব নিয়ে মায়ের মনে হাজারো অজানা কথা ঘুরে ফেরে। শাহিনভাই বিশেষ ধৈর্য নিয়ে সেসব নিছক ভাবনার পাশ থেকে মাকে বের করে আনেন। কালোর মতো নীল রঙটাও মায়ের খুব পছন্দ। নীল রেশমি চুড়ি দুহাতে ভরে তবেই মা শান্ত হন। নানির নির্দেশ সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে হবে। শাহিনভাই বাড়ি ফেরার তাড়া করেন। মায়ের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। মা মেলার ভিড় দুহাতে ঠেলে সামনে এগিয়ে ঠিকঠিক খুঁজে বের করেন কুমোরদের দোকানগুলো। মাটির বাহারি জিনিসপত্রে ঠাঁসা সেসব দোকান থেকে তুলে নেন- ট্যাপা পুতুল। একটা নয় দু' দুটো ভিন্ন গড়নের ট্যাপাপুতুল তার চাই। শেষে ভরসন্ধা মাথায় করে মা বাড়ির পথ ধরতেন।

বড় হয়ে অবশ্য মায়ের আর সেভাবে মেলায় যাওয়া হয় না। শাহিনভাই শহরে পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া মায়ের বাড়ির নিয়মকানুন ছিলো গাঁয়ের আর দশটা বাড়ি থেকে খানিকটা ভিন্ন গোছের। বাড়ির বৌ-ঝিরা মেলা বান্নি এড়িয়ে চলতে বাধ্য হত। কিন্তু এদিনটি শাহিন ভাই ভুলতেন না। পৌষ সংক্রান্তির মেলার দিন তিনি ঠিকই হিজলতলা গাঁয়ে ফিরতেন। ভরসন্ধ্যাবেলায় নীল রেশমি চুড়ি, ট্যাপা পুতুল নিয়ে মায়ের বাড়ি আসতেন। মা সেসব স্মৃতিঘেঁটে আজও পুলকিত হন।

ইংরেজী নববর্ষ পালনে সেসময়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# আর্জেন্টিনা কোচের মুখে বাংলাদেশের নাম

পরিচয় ডেস্ক: সেই দিয়েগো ম্যারাডোনার যুগ থেকেই বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় দল আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির কারণে আলবিসেস্তেদের সমর্থন আরও বেড়েছে এ দেশে। কাতার বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মানুষের আর্জেন্টিনা প্রীতির খবর বিশ্বে সাড়া ফেলেছে। এমনকি আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনিও জেনে গেছেন, বাংলাদেশ নামে একটি দেশ আছে। যে দেশের ফুটবলপ্রেমীরা ম্যারাডোনা, মেসি ও আর্জেন্টিনাকে পাগলের মতো ভালোবাসে।

শনিবার ৩ ডিসেম্বর রাউন্ড অব সিক্সটিনে আর্জেন্টিনা মোকাবিলা করবে অস্ট্রেলিয়ার। ম্যাচের আগে প্রেস কনফারেন্সে প্রসঙ্গ উঠলো বাংলাদেশকে নিয়েও। ৪৫ মিনিট সংবাদ সম্মেলনের শেষ মুহূর্ত। আর্জেন্টিনার সাংবাদিক করোল দিয়েগো শেষ প্রশ্ন করলেন। ডি স্পোর্টস রেডিওতে কর্মরত এই সাংবাদিক সারা বিশ্বে আর্জেন্টিনার সমর্থন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন এবং এই সমর্থন আর্জেন্টিনার খেলায় কতটুকু অনুপ্রেরণা যোগায় তা কোচ স্ক্যালোনির কাছে জানতে চান।

আর্জেন্টাইন কোচ জানালেন, তিনি বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব বোধ করেন। স্কালোনি বলেন, 'এসব জেনে তো খুবই ভালো লাগে। আমার মনে হয়, প্রথমে ডিয়েগো (ম্যারাডোনা), পরে মেসির কারণে আর্জেন্টিনার ফুটবলের সমর্থক বেড়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশ আমাদের এভাবে সমর্থন দেয় এটা আমাদের গর্বিত করেছে। এত এত ভালোবাসার জন্য তোমাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বাংলাদেশের আর্জেন্টিনা সমর্থকদের পাশাপাশি কাতারের স্টেডিয়ামগুলোও আর্জেন্টাইন সমর্থনে পরিপূর্ণ। এই বিষয়টি দারুণ লাগে আর্জেন্টিনার কোচের কাছে, 'সমর্থকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিগত তিন ম্যাচের স্টেডিয়ামেই ৮০-৯০ শতাংশ দর্শক সমর্থন আমরা পেয়েছি। আশা করি আগামীকালের ম্যাচেও তাই হবে।'

এর আগে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন ফুটবল পেজ থেকে বাংলাদেশি দর্শকদের উল্লাস করার ছবি প্রকাশ করা হয়।

আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল 'সিলেকশন আর্জেন্টিনা' থেকে বাংলাদেশি সমর্থকদের তিনটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'আমাদের দলকে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। তারা (বাংলাদেশি) আমাদের মতোই পাগলাটে।'

তিনটি ছবির একটি হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল মাঠে হাজারো সমর্থকদের আর্জেন্টিনা-পোল্যান্ড ম্যাচ দেখার দৃশ্য। অন্যটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের ছবি। তৃতীয়টি শতশত আর্জেন্টিনা সমর্থকের মধ্যে এক ক্ষুধে ভক্তের উচ্ছ্বাস প্রকাশের ছবি।

সিলেকশন আর্জেন্টিনার টুইটে স্থান পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন অনেক বাংলাদেশি সমর্থক।

একজন লিখেছেন, 'ধন্যবাদ আর্জেন্টিনা। তোমাদের জন্য আমাদের ভালোবাসা কখনো শেষ হবে না। ২০১১ সালের মতো আবারও এই দেশে আসো।' সেই মন্তব্যের জবাবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল লিখেছে, 'আমরা তোমাদের সমর্থন চাই।' একজন আর্জেন্টিনার জার্সি পরে নিজের ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি।' আর্জেন্টাইনরাও বাংলাদেশিদের ভালোবাসায় মুগ্ধ।

# মুন্সীগঞ্জে আর্জেন্টিনার আনন্দ মিছিলে ব্রাজিলের সমর্থকরা

মুন্সীগঞ্জ : ফুটবল বিশ্বকাপে আজ পোল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে আর্জেন্টিনা। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে মাঠে নামবে মেসি ও ডি মারিয়ারা। এদিকে প্রথম রাউন্ডের শেষ খেলাকে ঘিরে উন্মাদনা মুন্সীগঞ্জে ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে। প্রিয় দলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে আর্জেন্টিনা সমর্থকরা। আর্জেন্টিনা সমর্থকদের আনন্দ মিছিলে ব্রাজিলের সমর্থকদের অংশ নিতে দেখা গেছে। মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের আর্জেন্টিনা সমর্থকদের আয়োজনে দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে জেলা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের আয়োজনে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। জেলা শহরের কাচারি-সুপার মার্কেট ও দর্পনা সিনেমা হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি। এতে অংশ নেয় কয়েক শতাধিক আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সমর্থকরা। এ সময় মোটরসাইকেল ও ট্রাকেও অংশ নেয় সমর্থকরা। ছোট পতাকার পাশাপাশি ৫০ মিটার পতাকা উড়িয়ে, আর্জেন্টিনা, মেসিসহ নানা স্লোগান দেয় তারা। আয়োজকদের একজন আশরাফুল হাসান রাজু বলেন, রাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ তাই বিকেলে জেলার সব আর্জেন্টিনা সমর্থকরা একত্রিত হয়ে মেসি-ডি মারিয়াদের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে। এটা মেসির শেষ বিশ্বকাপ। আমাদের প্রত্যাশা মেসির হাতে তার শেষ বিশ্বকাপটি উঠুক। তাহলেই দীর্ঘদিনের বিশ্বকাপের পাওয়ার অপেক্ষা ঘুচবে আর্জেন্টিনার সব সমর্থকদের।

আরেক সমর্থক রফিকুল ইসলাম বলেন, আজ ডু অর ডাই ম্যাচ, খেলা হবে কাতারে। আমরা চাই আর্জেন্টিনা জিতুক। অনেক দূরে খেলা হলেও মনে হয় তারা আমাদের কাছের মানুষ। রাত জেগে খেলা দেখি। চাই মেসির হাতে এবারের বিশ্বকাপ উঠুক।

এদিকে ব্রাজিলের সমর্থক মুস্তাকিম বলেন, আমরা ব্রাজিলের সমর্থক হলে মেসির খেলা ভালো লাগে। আমরা চাই আজকের খেলায় আর্জেন্টিনা জিতুক। শোভাযাত্রাটি বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দিকে জেলা শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

# ব্রাজিলকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েও বিদায় ক্যামেরুনের

জয় বা হার নয়, ব্রাজিলের জন্য এই ম্যাচ ছিল নিজেদের বেঞ্চ শক্তি বাজিয়ে দেখার। আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় কিছু খেলোয়াড়ের জন্য দরকার ছিল বিশ্রামও। সব মিলিয়ে শুরুর একাদশে রীতিমতো 'পাইকারি পরিবর্তনে'র পথে হেটেছেন তিতে। আগের ম্যাচ থেকে বদল আনেন ৯টি। ৩৯ বছর বয়সী দানি আলভেজকে নেতৃত্ব দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেন ৬ দশকের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী আক্রমণভাগ। তবে তারুণ্যনির্ভর দলটি ক্যামেরুনের দেয়াল ভাঙতে পারেনি। উল্টো ৯১ মিনিটে গোল হজম করে ১-০ ব্যবধানে হেরে গেছে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এই প্রথম কোনো আফ্রিকান দলের কাছে হারল ব্রাজিল। এই হারের পরও অবশ্য 'জি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোয় উঠেছে ব্রাজিল। আর প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে ক্যামেরুন। সোমবার নকআউট পর্বের ম্যাচটিতে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। লুসাইল স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে নেইমার-রিচার্লিসনবিহীন আক্রমণভাগের দায়িত্বে ছিলেন রদ্রিগো, আন্তনি, গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিরা। ১৯৫৮ বিশ্বকাপের পর এটিই ব্রাজিলের সর্বকনিষ্ঠ আক্রমণভাগ। ২২.৯ বছর গড়ের আক্রমণভাগ নিয়ে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে ব্রাজিল। দ্বিতীয় মিনিটেই গোলের সুযোগ তৈরি করেন রদ্রিগো। বাইলাইনের কাছে গিয়ে বল পাঠিয়েছিলেন পেছন দিকে।

# যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে সতর্ক নেদারল্যান্ডস: ডাচ-মার্কিন লড়াই দিয়ে শুরু হচ্ছে নকআউট পর্ব

ডাচ-মার্কিন লড়াই দিয়ে শুরু হচ্ছে নকআউট পর্ব। আর যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে সতর্ক নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞ কোচ লুইস ভ্যান গাল। শেষ ষোলো রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডস-যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি হচ্ছে আজ। দোহার খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৯টায়। সেনেগালকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করে নেদারল্যান্ডস। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ইকুয়েডরের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে ডাচরা। শেষ ম্যাচে স্বাগতিক কাতারকে ২-০ গোলে হারিয়ে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে যায় তিনবারের ফাইনালিস্ট নেদারল্যান্ডস। 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ দল যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে ওয়েলস এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে। তৃতীয় ম্যাচে ইরানকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট পায়। শক্তি-সামর্থ্যে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে নেদারল্যান্ডস।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে দুই দলের ৫ দেখায় চারবারই জয় পেয়েছে ডাচরা। সবশেষ ২০১৫ সালে একটি ম্যাচ হেরেছিল ওরেঞ্জরা। আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটিতে নেদারল্যান্ডসকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ডাচ কোচ লুই ভ্যান গালের ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবিলা কঠিন হবে। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। দলটি (অস্ট্রেলিয়া) আমাদের ২০১৪ বিশ্বকাপে ভুগিয়েছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে এমন দলগুলো কঠিন হয়।' ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপের গ্রুপপর্বে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। সেই ম্যাচে ৩-২ গোলে হারলেও ডাচদের ভুগিয়েছিল সকারুরা। ভ্যান গাল বলেন, '(যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলোর) তাদের খেলার ধরন দুর্দান্ত হয়। বল দখলে আধিপত্য দেখায় তারা।' বিশ্বকাপে তিনবার ফাইনাল খেলেছে নেদারল্যান্ডস। বিপরীতে বিশ্বকাপ ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অর্জন সেমিফাইনাল। তাও আবার ১৯৩০ সালে। মার্কিনদের বিপক্ষে তারকাবহুল দল নেদারল্যান্ডসের পক্ষে বাজি ধরছেন অধিকাংশ। তবে শেষ ষোলোর লড়াইকে সহজভাবে নিচ্ছেন না ডাচ তারকা মেফিস ডিপাই। তিনি বলেন, 'অনেক মানুষ এটাকে খুব সহজ ভাবে নিচ্ছে। এটা কঠিন ধাপ। আমরা গ্রুপপর্বে উত্তীর্ণ হয়েছি। নকআউট স্টেজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনো ভুল করা যাবে না।' গ্রুপপর্বের তিন ম্যাচে শুধু কাতারের বিপক্ষে আধিপত্য দেখাতে পারে নেদারল্যান্ডস। সেনেগালকে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর ম্যাচেও ডাচদের দাপট ছিল না। কিংবা ইকুয়েডরের সঙ্গে ড্র করা ম্যাচেও শাসিত হয়েছে ওরেঞ্জরা। সে ম্যাচে ইকুয়েডর ১৫টি শট নেয়। বিপরীতে নেদারল্যান্ডস মাত্র ২টি শট নিতে পেরেছিল। ডাচ মিডফিল্ডার মার্টিন ডি রুনের মতে, আধিপত্য না দেখাতে পারলেও গ্রুপপর্বে কোনো ম্যাচ না হারা ইতিবাচক বিষয়। তিনি বলেন, 'কোনো ভালো ম্যাচ না খেলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেও আমার সংকোচবোধ থাকবে না। ইতিবাচক বিষয় হলো (গ্রুপপর্বে) আমরা কোনো ম্যাচ হারিনি। এটা আমাদের সফল হওয়ার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।' যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ভালো করার প্রত্যয় জানিয়ে ডি রুন বলেন, 'আমরা ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছি। অবশ্যই যেকোনো প্রতিপক্ষকে ৫-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই আমরা। তবে এটি সহজ নয়। শনিবার (যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ) দিয়ে জয়যাত্রা শুরু হতে পারে।' যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণভাগের সেরা তারকা ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক।

# নাটকীয় জয়ে শেষ ষোলোয় দক্ষিণ কোরিয়া, হারলেও নক আউট পর্বে রোনালদোর পর্তুগাল

রুদ্ধশ্বাস জয়ের পরও উৎকণ্ঠায় ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। চোখ ছিল অপর ম্যাচ উরুগুয়ে ও ঘানার দিকে। সেই ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজার পরই উল্লাসে ফেটে পড়ে কোরিয়া শিবির।

২ ডিসেম্বর শুক্রবার এইচ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে পর্তুগালকে ২-১ গোলে হারিয়ে ১২ বছর পর বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে উঠে গেছে দক্ষিণ কোরিয়া। অন্যদিকে ঘানাকে ২-০ গোলে হারিয়েও অশ্রুসিক্ত বিদায় নিয়েছে গত আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা লাতিন আমেরিকার দল উরুগুয়ে। তবে হারলেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নক আউট পর্বে উঠে গেছে রোনালদোর পর্তুগাল।

এইচ গ্রুপে তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে পর্তুগাল। দক্ষিণ কোরিয়া ও উরুগুয়ের তিন ম্যাচে একটি করে জয়, ড্র ও হারে সমান ৪ পয়েন্ট। তবে গ্রুপ পর্বে বেশি গোল করার সুবাদে শেষ ষোলোয় নাম লেখায় দক্ষিণ কোরিয়া।

তিন ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া গোল করেছে চারটি। সেখানে প্রথম দুই ম্যাচে গোলহীন থাকা উরুগুয়ে শেষ ম্যাচে ঘানার বিরুদ্ধে করে মাত্র দুই গোল। ফলে দুই দলের পয়েন্ট সমান হলেও শেষ হাসি হাসে কোরিয়ান শিবির। অন্যদিকে গ্রুপ পর্ব অশ্রুসিক্ত বিদায় নেয় লুইস সুয়ারেজরা। তিন পয়েন্ট পাওয়া

ঘানাও নেয় বিদায়। অথচ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে জয় পেলেই কোন হিসাব ছাড়াই শেষ ষোলোতে যেত আফ্রিকার দেশটি।

এডুকেশন স্টেডিয়ামে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ৫ মিনিটেই লিড নেয় পর্তুগাল। দিয়োগো দালোতের কাট-ব্যাকে ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে শটে গোলটি করেন রিকার্দো হর্তা। বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ম্যাচেই গোল করলেন ২৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

১৭ মিনিটে কোরিয়ার কিম জিন-সু কাছ থেকে জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। ২৭ মিনিটে সমতায় ফেরে কোরিয়া। কর্নার ক্লিয়ার করতে পারেনি পর্তুগাল। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পিঠের ওপরে পড়ে পাওয়া বল কাছ থেকে জালে পাঠান ডিফেন্ডার কিম ইয়ং-খুয়ান। দুই মিনিট পর গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি রোনালদো। তার প্রচেষ্টা এগিয়ে এসে রুখে দেন কিম সিউং-জু। ৪২ মিনিটে আরেকটি সুযোগ হারান রোনালদো।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোলের জন্য মরিয়া ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। কারণ শেষ ষোলোতে যেতে জয়ের বিকল্প ছিল না তাদের। ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হয় সমতায়। অতিরিক্ত সময়ে চমক দেখায় কোরিয়া। হাং হি-চানের গোলে রুদ্ধশ্বাস জয় পায় দলটি।

# বেলজিয়ামের বিদায় মরক্কোর ইতিহাস

সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলেছিল মরক্কো। মাঝে পেরিয়ে গেছে তিন যুগ। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল আফ্রিকার দেশটি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কানাডাকে ২-১ গোলে হারিয়ে গত আসরের তৃতীয় বেলজিয়ামকে পেছনে ফেলে কাতার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে মরক্কো। আর ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ২৪ বছর পর বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিল বেলজিয়াম। 'এফ' গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে মরক্কো ও ক্রোয়েশিয়া।

বেলজিয়ামের পতন : ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে সেমিফাইনালিস্ট ছিল তারা। পরে তৃতীয় হয়ে শেষ করেছিল গত আসর। রাশিয়া বিশ্বকাপে তৃতীয় হওয়ার আগে ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল দলটি। কিন্তু সর্বশেষ ১৯৯৮ ফ্রান্স বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল বেলজিয়াম। গতকাল আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে নামার আগেই নিজেদের পথটা কঠিন করে তোলে বেলজিয়াম।

# চোখের জলে সুয়ারেজ-কাভানিদের বিদায়

ক্যারিয়ারের একেবারে পড়ন্ত বেলায় চলে এসেছেন লুইস সুয়ারেজ ও এডিনসন কাভানি। ক্লাব ফুটবলে নিজেদের সোনালি সময় পেরিয়ে এসেছেন দুজনেই। ইতোমধ্যে ইউরোপিয়ান ফুটবলের পাঠ চুকিয়ে শৈশবের ক্লাব নাসিওনালে ফিরে গেছেন সুয়ারেজ। একই পথে হাঁটছেন কাভানিও। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে তেমন সুবিধা করতে না পারায় নতুন ক্লাব খুঁজছেন। তেমন ফর্মে না থাকলেও অভিজ্ঞ এই দুই ফরোয়ার্ডকে বিশ্বকাপ দলে রেখেছিলেন উরুগুয়ে কোচ দিয়েগো অ্যালোসো। বিশ্বকাপ জয়ে তাদের কেউ ফেভারিট না মানলেও ফেদে ভালভার্দে ও ডারউইন নুনেজদের নিয়ে গড়া তারুণ্যনির্ভর উরুগুয়ে দলটা আশা জাগানিয়া ছিল। তাই অন্তত নকআউট পর্বে যাওয়া সুয়ারেজ-কাভানিদের জন্য তেমন বিলাসী স্বপ্ন ছিল না। তবে আগের দুই ম্যাচে ম্যাড়ম্যাড়ে পারফরম্যান্সের পর নিজেদের শেষ ম্যাচে এসে ঝলক দেখালেও বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের।

শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) রাতে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ঘানার জালে দুবার বল জড়িয়ে নকআউটের দিকেই এগোচ্ছিল উরুগুয়ে। তবে অন্য ম্যাচে পর্তুগালকে ২-১ গোলে হারিয়ে সব সমীকরণ ওলট-পালট করে দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দারুণ এক জয় তুলে নিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোদের বিপক্ষে শেষ হাসি হাসে তারা। আর এতেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় উরুগুয়ের। ম্যাচে হারলেও গ্রুপ 'এইচ' এর চ্যাম্পিয়ন হয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে যাচ্ছে পর্তুগাল। আর উরুগুয়ের সমান চার পয়েন্ট ও গোল ব্যবধান সমান থাকলেও ফেয়ার প্লে-র সুবাদে পরের রাউন্ডে যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া।

# কোস্টারিকাকে হারিয়েও জার্মানির বিদায়, দ্বিতীয় পর্বে জাপান ও স্পেন

৪-২ গোলে কোস্টারিকাকে হারিয়েও টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিলো জার্মানি। অন্য ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে জাপান ২-১ গোলে স্পেনকে হারিয়ে ই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নক আউট পর্বে স্থান করে নেয়। হারের ফলে স্পেনেরও জার্মানির সমান ৪ পয়েন্ট হয়ে যায়। তবে গোল ব্যবধানে স্পেন দ্বিতীয় পর্বে ওঠে।

ই গ্রুপের দুটি খেলাই ছিল উত্তেজনা ও নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। স্পেন ও জার্মানি প্রথমার্ধে এক গোল করে এগিয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব হিসাব পাল্টে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে জাপান স্পেনকে আর কোস্টারিকা জার্মানিকে দুটি করে গোল দিলে খেলা নাটকীয় মোড় নেয়। মিনিটে মিনিটে খেলার হিসাব পাল্টাতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত স্পেন সমতা ফেরাতে না পারলে ২-১ গোলে জাপানের কাছে পরাজিত হয়। এটা ছিল জাপানের দ্বিতীয় বড় জয়। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে তারা জার্মানিকে হারায়। শেষ ম্যাচে জার্মানিকে ভিন্ন রূপে দেখা গেছে। খেলার প্রথম মিনিট থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলা শুরু করে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা। একের পর এক আক্রমণ করে। ১০ মিনিটে গোলও পেয়ে যায়। এর পর থেকে আক্রমণ করে খেলতে থাকে। কয়েকটি সুযোগও পায়, তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি জার্মানরা।

খেলার ৪২ মিনিটে সহজ সুযোগ মিস না করলে প্রথমার্ধে সমতা আনতে পারতো কোস্টারিকা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে গোল করে দারুন ভাবে খেলায় ফেরে তারা। দুদলই আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করে খেলতে থাকে।

তবে এরই মধ্যে দুটি গোল খেয়ে বসে স্পেন, যা গ্রুপের সমীকরণ বদলে দেয়। এছাড়াও ৭০ মিনিটে কোস্টারিকা আরেকটি গোল করলে নক আউট পর্বেযাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যায় জার্মানদের। যদিও এক মিনিট মধ্যেই গোল দিয়ে সমতায় ফেরে তারা। বাকি সময়ে আরও দুটি গোল করে আশা জাগায় জার্মানি। তবে খেলার বাকি সময়ে স্পেন জাপানের কাছে হেরে গেলে রাশিয়া বিশ্বকাপের মত নক আউট পর্ব থেকেই বিদায় নেয় জার্মানি।

# 'বিপর্যয়, বিব্রতকর, অপমানজনক'- জার্মান গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া

স্লিজেদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হলো জার্মানির। পরপর দুই আসরের গ্রুপপর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে দলটির ভক্ত-সমর্থকরা। মুলার-নয়্যারদের প্রতি খুব একটা দরদ দেখায়নি জার্মান গণমাধ্যমও। জার্মানি এমন এক দল যারা সাধারণত সহজে ভেঙে পড়ে না। গত আসরে গ্রুপপর্বে বাদ পড়া দলটি এবার স্বরূপে ফিরবে বলেই বিশ্বাস ছিল সবার। ফ্রান্স, স্পেন, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার সঙ্গে আসরের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে কাতারে যায় কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের দল। কিন্তু জাপানের কাছে হার আর স্পেনের সঙ্গে ড্রতে কপাল পুড়েছে জার্মানির। শেষ ম্যাচে কোস্টারিকাকে হারিয়েও তাই নকআউট পর্বে যাওয়া হয়নি তাদের। যদিও তাদের এভাবে ছিটকে যাওয়ার পেছনে জাপানের বিতর্কিত গোলকে দায়ী করা হচ্ছে। স্পেনের বিপক্ষে জাপানের ওই গোল বাতিল হলে জার্মানির সম্ভাবনা থাকতো বলে দাবি করছেন অনেকেই।

১৯৬৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্টের শট গোললাইন অতিক্রম করার আগেই রেফারি গোলের বাঁশি বাজিয়ে ফেলেন। জার্মানি হেরে যায়। সেদিকে ইঙ্গিত করে জার্মানির প্রভাবশালী পত্রিকা 'বিল্ড' হেডলাইন করেছে 'ভায়েই ওয়েলম্বলি' মানে 'ওয়েম্বলির মতো'। বিল্ড শিরোনামে আরও লিখেছে, 'হতবিহ্বল অপমানজনক'।

ফ্রাঙ্কফুর্টের বিখ্যাত সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কফুর্টার আলগামাইনে জাইটন (ফাজ) বলেছে, 'চার বছর আগে প্রথম রাউন্ডের সেই ঐতিহাসিক বিদায়ের পর জার্মানির ফুটবলের আবার অধঃপতন। ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই সবকিছু নিম্নমুখী। বিশ্বসেরাদের কাতারে পৌঁছানো যেন জার্মানদের জন্য এক অলীক স্বপ্ন।' হামবুর্গ ও ড্রেসডেন মরর্নিং পোস্টের শিরোনাম ছিল 'ক্যাটাস্ট্রফ' মানে 'বিপর্যয়'। ডাই ভেল্ট বলেছে, 'জার্মানি এখন আর টুর্নামেন্টের দল নয়। ব্যর্থতার অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা জরুরি।' জার্মানির কোচ হ্যান্সি ফ্লিক জানিয়েছেন, এখনই চাকরি ছাড়ছেন না তিনি। তার উদ্দেশ্যে 'দ্য বাভারিয়ান ফুটবল ওয়ার্কস' বলেছে, 'ফ্লিকের যদি কোনো সম্মান

# ব্যাংকমালিক হয়ে আমানত লুণ্ঠনের যত কায়দাকানুন

কল্লোল মোস্তফা

ব্যাংক কেলেঙ্কারি বলতে একসময় প্রধানত রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক থেকে ঋণের নামে অর্থ আত্মসাৎকেই বোঝানো হতো। এ ক্ষেত্রে কখনো নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণপত্র (এলসি) খুলে, কখনো ভুয়া আমদানি-রপ্তানির হিসাব দেখিয়ে, ব্যাংকের পরিচালক বা ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ঋণের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এসব জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদের সহায়ক ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সোনালী ব্যাংকের হল-মার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি, জনতা ব্যাংকে বিসমিল্লাহ গ্রুপ, অ্যাননটেক্স ও ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋণ অনিয়ম ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য কতগুলো ব্যাংক কেলেঙ্কারি, যেগুলো ঘটেছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংককে কেন্দ্র করে।

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক ছাড়াও গত এক দশকে বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বহু ঋণ কেলেঙ্কারি ঘটেছে, যেগুলো ব্যাংক কেলেঙ্কারির ভিন্ন একটা ধরনকে নির্দেশ করে। আর তা হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে এরপর নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে সেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা জনগণের আমানত লোপাট করা।

ব্যাংক আর দশটা প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মতো নয়। একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে মোটামুটি ৪০০ কোটি টাকা পেইড-আপ ক্যাপিটাল লাগে। যাঁরা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা এই টাকা বিনিয়োগ করেন। এরপর এই ব্যাংকে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ আমানত রাখেন। ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যাংকের পরিচালকেরা এই হাজার হাজার কোটি টাকার আমানত নিয়ন্ত্রণ করেন, কোথায় বিনিয়োগ করবেন, কাকে ঋণ দেবেন তার সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাংক উদ্যোক্তা হয়ে হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠনের জন্য প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা কাজে লাগিয়ে ব্যাংকের লাইসেন্স নেওয়া হয়, তারপর ব্যাংকে জমা পড়া জনগণের আমানত ঋণের নামে লুটপাট করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ব্যাংক পরিচালক তাঁর মোট শেয়ারের ৫০ শতাংশের বেশি ঋণ নিজ ব্যাংক থেকে নিতে পারেন না। স্বনামে নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার এই 'অসুবিধা' দূর করতে তাঁরা একদিকে বেনামে আত্মীয়-পরিজনের মাধ্যমে কিংবা কাগুজে কোম্পানি খুলে নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, অন্যদিকে পারস্পরিক যোগসাজশে ও সমঝোতার মাধ্যমে অন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ লুণ্ঠন করেন।

সংবাদমাধ্যমে আসা এ রকম কিছু ঘটনার উদাহরণ দেখা যাক। মোট ৩৯ জন ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও ১২টি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে ২০১৩ সালে যাত্রা করে ফারমার্স ব্যাংক। খোদ মালিকপক্ষের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ৪০০ কোটি টাকা নিয়ে কার্যক্রমে আসা ব্যাংকটি খুব দ্রুতই ২৮৩ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে পড়ে। আমানতের চেয়ে ঋণ বেশি হওয়ায় ফারমার্স ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা ফেরত প্রদান বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে নানা অনিয়ম করে দেওয়া ঋণও আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২০০৯ সালে সরকার পরিবর্তনের পরপর ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের (এনবিএল) কর্তৃত্ব চলে যায় সিকদার গ্রুপের হাতে। ওই সময় থেকে সিকদার পরিবারের সম্পদ বাড়তে থাকে আর খারাপ হতে থাকে ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থা। ব্যাংকের কার্যক্রমে পরিচালনা পরিষদের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও বেনামি ঋণের কারণে ২০১৪ সালে ন্যাশনাল ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি।

২০০৯ সালে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ৩৮৮ কোটি টাকা, মার্চ ২০২০

নাগাদ যা বেড়ে হয় ২ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা। আবার যথাযথভাবে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত না করার কারণে খেলাপি ঋণের এই চিত্রও প্রকৃত চিত্র নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যাংকটির বিতরণ করা ঋণের অনেকগুলোই নামে-বেনামে সিকদার পরিবার ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে।

ব্যাংকের মালিকানা দখলের মাধ্যমে কীভাবে ঋণের নামে জনগণের আমানতের অর্থ লুণ্ঠন করা হয়, তার একটি বড় দৃষ্টান্ত হতে পারে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এস আলম গ্রুপের হাতে ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা আসার মাত্র ১৫ মাসের মাথায়ই তীব্র আর্থিক সংকটে পড়ে যায় ব্যাংকটি। সর্বশেষ পরিস্থিতি হলো, ভুয়া ঠিকানা ও কাগুজে কোম্পানি ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক থেকে চলতি বছরেই প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা বের করে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিটের সূত্র ধরে নিউএজ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংক থেকে এভাবে নানা উপায়ে বিভিন্ন কোম্পানির নামে মোট ৩০ হাজার কোটি ঋণ হিসেবে বের করে নিয়েছে।

শুধু ব্যাংক নয়, ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা দখল করেও বিপুল ঋণ নিয়ে আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময় সবচেয়ে আলোচিত হলো পি কে হালদার কর্তৃক চারটি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানড় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে বিপুল অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়ে আত্মসাৎ করা।

২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানান, দেশের ৫৫টি ব্যাংকের পরিচালকেরা একে অন্যের ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, যা সেসময় ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ২১ শতাংশ। লক্ষণীয় হলো, পরিচালকদের নিজ ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৬১৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। কিন্তু মুশকিল হলো, ঋণ অনুমোদন থেকে শুরু করে ঋণ পুনর্গঠন বা অবলোপনের কর্তৃত্ব ব্যাংক পরিচালকদের হাতে থাকার কারণে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ঠিক কত অংশ আসলে খেলাপি, কত অঙ্কের ঋণ পুনর্গঠন করা হয় কিংবা অবলোপন করা হয়, তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংকে একের পর এক জালিয়াতি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটার পরও নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি প্রতিষ্ঠার বদলে উল্টো ব্যাংকমালিকদের হাতে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের সুযোগ অবারিত করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আইনি ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে। ২০১৮ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করে একই পরিবার থেকে চারজনকে টানা ৯ বছর বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালক থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর আগে কোনো বেসরকারি ব্যাংকে এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ দুজন পরিচালক হতে পারতেন। আর তিন বছর করে দুই মেয়াদে ছয় বছর পরিচালক থাকার পর তিন বছর বিরতি দিয়ে আবারও পরিচালক হওয়ার সুযোগ ছিল।

মালিকপক্ষের লুটপাটে বিপর্যস্ত বেসরকারি ফারমার্স (বর্তমানে পদ্মা) ব্যাংককে ২০১৮ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# বৈশ্বিক সংকটের অভ্যন্তরীণ সমাধান

সালেহউদ্দিন আহমেদ

বর্তমানে অর্থনীতির যে চ্যালেঞ্জ, তা কেবল বাংলাদেশেই নয়; পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা দিচ্ছে। প্রতিটি দেশ তাদের মতো করে মোকাবিলা করছে। কিন্তু এই দোহাই দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিদ্যমান বাস্তবতায় আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মতো কাটিয়ে উঠতে হবে।

যেমন, শুধু বাংলাদেশে নয়; বিশ্বজুড়েই কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, রপ্তানি বাণিজ্য ও রেমিট্যান্সেও সুখবর পাওয়া যাচ্ছে না। এর মূল কারণ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কভিড ১৯-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়। এর বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ ও বেশ কিছু সমস্যা আগে থেকেই ছিল। এসব সমস্যা মোকাবিলায় আমরা কার্যকর ভূমিকা দেখতে পাইনি। সমস্যা নিরসনে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে এখনও দেখছি না।

এরই মধ্যে আইএমএফ মিশন আসার পর তারা আর্থিক খাতে নানা সমস্যা তুলে ধরেছে। বেশ কিছু শর্তও দিয়েছে। কিন্তু দেশের গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকাররা বারবার এসব সমস্যার কথা আগে থেকেই কি বলে আসেননি? সরকার এগুলো জানে; স্বীকারও করে। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আইএমএফ মোটাদাগে যেসব সমস্যার কথা বলেছে তা হলো- ব্যাংক খাতে সংস্কার, খেলাপি ঋণ, দুর্নীতি, মুদ্রা পাচার, সুদের হার, মুদ্রা বিনিময় হার ইত্যাদি। যুক্তিসংগতভাবে এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।

বস্তুত গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এসব সমস্যার কারণ খুঁজে বের করতে পারলে সমাধানও পাওয়া যাবে। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগ রয়েছে। যেমন মুদ্রা বিনিময়মূল্যের সঙ্গে রেমিট্যান্স সম্পর্কিত। রপ্তানি বাণিজ্য কমে গেছে, আমদানি বেড়ে গেছে। আমদানি কী কারণে বেড়েছে, কী কী বেড়েছে, তা বের করতে হবে। এর একটি কারণ অর্থ পাচার- মনে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়, এখানে এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো, বিডার (বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) ভূমিকা আছে; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়েরও ভূমিকা আছে। মানি লন্ডারিং রোধে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা আছে। সবাই মিলে যদি সমন্বিত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে সমস্যার সমাধান কঠিন হবে।

ভুলে যাওয়া চলবে না, বৈশ্বিক সংকটের তুলনায় আমাদের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ বেশি। অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের সমাধান যদি আমরা করতে পারি, আমারা নিজস্ব শক্তি যদি অর্জন করতে পারি, তাহলে বাইরে থেকে দাতা সংস্থা কী বলবে, কী শর্ত দেবে- সেটি খুব বিরাট ব্যাপার নয়। আইএমএফ হয়তো আরও শর্ত দেবে। কৃষি থেকে ভর্তুকি তুলে নিতে বলবে। কিন্তু সেগুলো বোঝাপড়ার ব্যাপার, দরকষাকষির ব্যাপার, সেই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। যে কেউই বলবে- কৃষি খাত, গ্যাস, জ্বালানি, খাদ্য আমদানি এগুলোর ওপর সরকারের প্রণোদনা বন্ধ করলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে আইএমএফ তা উঠিয়ে দিতে বললেই যে মানতে হবে- এ রকম কথা নেই।

কথা হচ্ছে, সংস্কার ও সুশাসন আমাদের নিজস্ব তাগিদেই প্রয়োজন। বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের নীতি যেগুলো নেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি, তাতে অনেক ভুল ছিল। আট-দশ বছর ধরে শুধু আমরা প্রবৃদ্ধি ভালো হয়েছে বলি। ভালো কথা। আমরা শুধু প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে

সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, আয় বৈষম্য ও সম্পদের বৈষম্য- এগুলোর প্রতিফলন রয়েছে সমাজে। এখন তো মানুষের অসুবিধা হচ্ছে; কারণ আয় কমে গেছে। অনেকেরই তো নির্ধারিত আয়। আমাদের মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতিতে কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। বাণিজ্যনীতিতেও কিছু সমস্যা আছে। এগুলো নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

দরকার পুরোনো কৌশল, পুরোনো নীতি এবং এগুলো পর্যালোচনা করে নতুন করে ভাবা। একই সরলরেখায় সামনের দিকে আমরা যাব, তা আর হবে না। এটি সরলরেখা না হয়ে নিচের দিকে নেমে আসতে পারে। এখন ওপরের দিকে উঠতে হবে। ওপরে উঠলে আবার হয়তো নিচের দিকে নামার চ্যালেঞ্জ থাকবে। অতএব, যেটাকে আমরা ননন-লিনিয়ার বলি, সে রকম পথে যেতে হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খুব দ্রুত আমাদের যা দরকার তা হলো, আমাদের কিছু নীতি পর্যালোচনা ও সংস্কার করতে হবে। আমাদের রাজস্বনীতি- সরকার রাজস্ব কীভাবে বাড়াবে তা নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। কর আদায় বাড়ানো দরকার। সরকারের অর্থ কোথায় ব্যয় হবে; বড় প্রকল্প না অন্যান্য প্রকল্পে; সেগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রয়োজন। আবার দেখা যায়, পাঁচ বছরের প্রকল্প ১৫ বছরে শেষ হচ্ছে। এভাবে অর্থের অপচয় হচ্ছে।

ভর্তুকি বলি বা প্রণোদনা, সেটি কোথায় দেওয়া হচ্ছে? বড় বড় শিল্পে? রপ্তানি খাতে? কিন্তু ছোট ছোট শিল্পে প্রণোদনা দেওয়ার কী হলো? ছোট ব্যবসায়ীদের কীভাবে ঋণ দেওয়া হবে, তাঁদের কীভাবে ঋণ বেশি দেওয়া যাবে; এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা খুব বেশি হয় না। এখন এগুলো চিন্তা করার সময় এসেছে। আমাদের ব্যাংক খাতে বেশ কিছু সংস্কার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। অনেক বেসরকারি ব্যাংক পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে ঋণ প্রদানে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি বাড়ছে। এ নিয়ে ভাবতেই হবে। আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির যে বিভিন্ন খাত, সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা- এগুলোর কাঠামো সুসংহত ও সক্রিয় করতে হবে।

সবচেয়ে জরুরি আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানো। সরকারি প্রতিষ্ঠান যে তথ্যগুলো দেয়, সেগুলো বিলম্বিত। যেমন মূল্যস্ফীতির তথ্য, জিডিপির তথ্য দেরিতে আসে। ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তিকর তথ্যও দেয়। যেমন আইএমএফ বলছে, তোমাদের রিজার্ভের তথ্য ঠিক নয়। অতএব, তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ এবং জানানোর ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জরুরি।

সংস্কার ও সুশাসন ছাড়া ব্যাংক খাত, পুঁজিবাজার, আর্থিক সংস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে যাবে। অর্থনৈতিক সংকটের সময় জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা পাওয়া মুশকিল হবে। জনগণকে শুধু বলা হবে- কৃচ্ছ্র সাধন করো। জনগণ তো এমনিতেই কষ্ট করে। যখন জনগণ জানবে, শুধু তাদেরই কষ্ট করতে হচ্ছে, অন্যেরা অনিয়ম ও আয়েশে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, তখন তারা কষ্ট করতে চাইবে কেন? যদি তারা জানে যে, গৃহীত নীতি ও কর্মপরিকল্পনার পেছনে দেশের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের মঙ্গল রয়েছে, তখন তারা নিজে থেকেই সাময়িক কষ্ট মেনে নেবে। জনগণের কল্যাণ ও তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বদলে তাদের অন্ধকারে রেখে আর্থিক খাতে সার্বিক শৃঙ্খলা ও অগ্রগতি আসবে না। ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। সমকাল এর সৌজন্যে

# ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২

## আমেরিকার সময় সূচী

| এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | জি | এইচ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাতার<br>ইকুয়েডর<br>সেনেগাল<br>নেদারল্যান্ডস | ইংল্যান্ড<br>ইরান<br>যুক্তরাষ্ট্র<br>ওয়েলস | পোল্যান্ড<br>মেক্সিকো<br>আর্জেন্টিনা<br>সৌদি আরব | ফ্রান্স<br>অস্ট্রেলিয়া<br>ডেনমার্ক<br>তিউনেশিয়া | স্পেন<br>কোস্টারিকা<br>জার্মানি<br>জাপান | কানাডা<br>বেলজিয়াম<br>মরক্কো<br>ক্রোয়েশিয়া | সার্বিয়া<br>সুইজারল্যান্ড<br>ক্যামেরুন<br>ব্রাজিল | পর্তুগাল<br>ঘানা<br>উরুগুয়ে<br>দক্ষিণ কোরিয়া |

| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২০-১১-২২ | কাতার-ইকুয়েডর | সকাল ১১ টা |
| ২১-১১-২২ | ইংল্যান্ড-ইরান | সকাল ৮ টা |
| ২১-১১-২২ | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | সকাল ১১টা |
| ২১-১১-২২ | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস | দুপুর ২টা |
| ২২-১১-২২ | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | ভোর ৫টা |
| ২২-১১-২২ | ডেনমার্ক-তিউনেশিয়া | সকাল ৮টা |
| ২২-১১-২২ | মেক্সিকো-পোল্যান্ড | সকাল ১১টা |
| ২২-১১-২২ | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া | দুপুর ২টা |
| ২৩-১১-২২ | মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | ভোর ৫টা |
| ২৩-১১-২২ | জার্মানি-জাপান | সকাল ৮টা |
| ২৩-১১-২২ | স্পেন-কোস্টারিকা | সকাল ১১টা |
| ২৩-১১-২২ | বেলজিয়াম-কানাডা | দুপুর ২টা |
| ২৪-১১-২২ | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | ভোর ৫টা |
| ২৪-১১-২২ | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | সকাল ৮টা |
| ২৪-১১-২২ | পর্তুগাল-ঘানা | সকাল ১১টা |
| ২৪-১১-২২ | ব্রাজিল-সার্বিয়া | দুপুর ২টা |
| ২৫-১১-২২ | ওয়েলস-ইরান | ভোর ৫টা |
| ২৫-১১-২২ | কাতার-সেনেগাল | সকাল ৮টা |
| ২৫-১১-২২ | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | সকাল ১১টা |
| ২৫-১১-২২ | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | দুপুর ২টা |
| ২৬-১১-২২ | তিউনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়া | ভোর ৫টা |
| ২৬-১১-২২ | পোল্যান্ড-সৌদি আরব | সকাল ৮টা |
| ২৬-১১-২২ | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | সকাল ১১টা |
| ২৬-১১-২২ | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | দুপুর ২টা |

| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২৭-১১-২২ | কোস্টারিকা-জাপান | ভোর ৫টা |
| ২৭-১১-২২ | বেলজিয়াম-মরক্কো | সকাল ৮টা |
| ২৭-১১-২২ | কোয়েশিয়া-কানাডা | সকাল ১১টা |
| ২৭-১১-২২ | স্পেন-জার্মানি | দুপুর ২টা |
| ২৮-১১-২২ | ক্যামেরুন-সার্বিয়া | ভোর ৫টা |
| ২৮-১১-২২ | দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা | সকাল ৮টা |
| ২৮-১১-২২ | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | সকাল ১১টা |
| ২৮-১১-২২ | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | দুপুর ২টা |
| ২৯-২২-২২ | ইকুয়েডর-সেনেগাল | সকাল ১০টা |
| ২৯-১১-২২ | কাতার-নেদারল্যান্ডস | সকাল ১০টা |
| ২৯-১১-২২ | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | দুপুর ২টা |
| ২৯-১১-২২ | ওয়েলস-ইংল্যান্ড | দুপুর ২টা |
| ৩০-১১-২২ | তিউনেশিয়া-ফ্রান্স | সকাল ১০টা |
| ৩০-১১-২২ | অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক | সকাল ১০টা |
| ৩০-১১-২২ | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | দুপুর ২টা |
| ৩০-১১-২২ | সৌদি আরব-মেক্সিকো | দুপুর ২টা |
| ০১-১২-২২ | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | সকাল ১০টা |
| ০১-১২-২২ | কানাডা-মরক্কো | সকাল ১০টা |
| ০১-১২-২২ | জাপান-স্পেন | দুপুর ২টা |
| ০১-১২-২২ | কোস্টারিকা-জার্মানি | দুপুর ২টা |
| ০২-১২-২২ | দ.কোরিয়া-পর্তুগাল | সকাল ১০টা |
| ০২-১২-২২ | ঘানা-উরুগুয়ে | সকাল ১০টা |
| ০২-১২-২২ | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | দুপুর ২টা |
| ০২-১২-২২ | ব্রাজিল-ক্যামেরুন | দুপুর ২টা |

### দ্বিতীয় রাউন্ড

০৩-১২-২২ গ্রুফ এ বিজয়ী-গ্রু বি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ সি বিজয়ী-গ্রুপ ডি রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৪-১২-২০২২ গ্রুফ ডি বিজয়ী-গ্রুপ সি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ বি বিজয়ী-গ্রুপ এ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৫-১২-২০২২ গ্রুপ ই বিজয়ী-গ্রুপ এফ রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুপ জি বিজয়ী-গ্রুপ এইচ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৬-১২-২০২২ গ্রুফ এফ বিজয়ী-ই রানার্সআপ-সকাল ১০টা
গ্রুফ এইচ বিজয়ী-গ্রুপ জি রানার্সআপ-দুপুর ২টা

### কোয়ার্টার ফাইনাল

১২-০৯-২০২২ কোয়াটার ফাইনাল-১ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-২ দুপুর ২টা

১২-১০-২০২২ কোয়ার্টার ফাইনাল-৩ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-৪ দুপুর ২টা

### সেমিফাইনাল

১২-১৩-২০২২ সেমিফাইনাল-১ দুপুর ২টা
১২-১৪-২০২২ সেমিফাইনাল-২ দপুর ২টা

### তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

১২-১৭-২০২২ সেমি (১) পরাজিত -সেমি (২) সকাল ১০টা

### ফাইনাল

১২-১৮-২০২২ সেমিফাইনাল ১ বিজয়ী-সেমিফাইনাল ২ বিজয়ী সকাল ১০টা

# পুঁটিদের ধর, বোয়ালদের ছাড়

জসিম উদ্দিন

বিরোধী দলের আন্দোলন কর্মসূচির জোয়ারের মধ্যে সংবাদপত্রে আরো কয়েকটি খবর নজর কেড়েছে। এগুলো এক কলাম, দুই কলাম কিংবা খুব ছোট জায়গা পেলেও সরকার পরিচালনার বৈষম্যপূর্ণ নীতিকে উৎকটভাবে প্রকাশ করেছে। এক দিকে সরকারি কোষাগারের দরজা খুলে লুটপাট করা হচ্ছে- অন্য দিকে পেশিশক্তি ব্যবহার করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থকড়িও লুটে নেয়ার সহজ সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। সমাজের একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামান্য কয় পয়সা ঋণ দিয়ে তাদের আবার খেলাপি দেখিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে। রাষ্ট্র নিজে থেকে এই নিপীড়নের দায়িত্ব নিয়েছে। সব নিয়ম-কানুনকে এমনভাবে সাজিয়েছে, এখানে সরকারের কাছের লোকেরা গাছেরটাও খাবে, তলারটাও কুড়াবে। দুর্বল খেটে খাওয়াদের জন্য জীবন বাঁচানোর সামান্য সুযোগও বন্ধ করে দেয়া হবে।

এই রাঘাববোয়ালদের লুটপাটে বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টা সরকারের তিন মেয়াদে দেখা যায়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ কিংবা কিছু প্রতিষ্ঠান অবস্থার বলি হওয়া ছাড়া সরকারঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ জন্য সাজা পাননি। লুটে নেয়া অর্থ কোনো সরকারি কোষাগারে ফেরানো হয়নি। অর্থনীতি যখন একেবারে খাদের কিনারে নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, এবার হয়তো লুটপাটকারীরা জাতিকে কিছুটা করুণা করবে; অন্যায়ভাবে অর্থ হাতিয়ে নেয়া থেকে বিরত হবে; কিংবা সরকারও কিছুটা এবার এদিকে নজর দেবে; দুর্নীতিবাজদের তহবিল তছরুপ থেকে বিরত রাখবে। আবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ থেকে ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে যে সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে তার স্বার্থে অন্তত কিছুটা সতর্ক হবে। দেখা গেল, শেষ মুহূর্তে ব্যাংক থেকে আরো বেশি হারে অর্থ বের করে নেয়া হয়েছে। একটি পত্রিকার খবর মতে, বিগত মাস 'ভয়ঙ্কর নভেম্বর'। এ মাসে তিনটি ব্যাংক থেকে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ হিসেবে বের হয়ে গেছে। এখানে একটি বিশেষ লক্ষণ 'হরিলুটের' সম্পর্ক রয়েছে। সময় শেষ হলে সেটি আর পাওয়া যাবে না, এ ধরনের একটি চিন্তা থেকে যা পারছে হাতিয়ে নিচ্ছে লুটেরা শ্রেণী। এ দান শেষ দান, যা পারো হাপুশ হুপুশ খেয়ে নাও।

বিস্ময়কর বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয়া ব্যক্তিদের সম্ভবত ঋণখেলাপিও বলা যাবে না। কারণ খেলাপি ঋণ ফেরত পাওয়ার বড় ধরনের গ্যারান্টি ক্লজ থাকে। কিস্তি পরিশোধে সময় মতো ব্যর্থ হলেও একটা সময়ের মধ্যে সে তা পরিশোধের ক্ষমতা রাখে; কিন্তু এবার যেভাবে ব্যাংকের ভল্ট থেকে অর্থ বেরিয়ে গেছে তা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি সম্ভবত ৯০ শতাংশ- তারও বেশি ক্ষেত্রে নেই। কারণ এসব ঋণের বিপরীতে স্থাবর-অস্থাবর কিংবা কোনো সম্পদ বন্ধক রাখা হয়নি। এমনকি বেশির ভাগ গ্রহীতার কোনো সলিড ঠিকানা নেই। ঋণগ্রহীতাকে নামে কেউ চিনে না। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। বহু প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্বই নেই। ঋণের নামে কত টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে সেটিও জানার সুযোগ ছিল না মানুষের। সংবাদমাধ্যম এ ধরনের খবর প্রকাশ করতে ভয় পায়। সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ লোকদের নাম প্রকাশ হয়ে গেলে সংবাদ প্রতিষ্ঠান বিপদ পড়বে। তাই সবাই চুপচাপ। সাহস করে কেউ এ চেষ্টা চালিয়েছেন তাও দেখা যায়নি। যারা কিছুটা ফাঁস করতে চেয়েছিলেন, তারা দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তবে হাতিয়ে নেয়া অর্থের অঙ্কটি বিভিন্ন সূত্র থেকে এখন প্রকাশ পাচ্ছে। এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। সরকারের হিসাবে এখন এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। ১০ বছরের ব্যবধানে এটি ছয় গুণের বেশি বেড়েছে। আইএমএফের হিসাবে তা তিন লাখ কোটি টাকা। একজন অর্থনৈতিক বিশ্লেষক অন্যদের রেফারেন্স দিয়ে বলছেন, তা অন্তত পক্ষে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকা হবে।

সরকারের কাজ হচ্ছে, তদারকি সংস্থা ঠিকভাবে কাজ না করলে সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাতে সরকারি কোষাগার কিংবা জনগণের গচ্ছিত অর্থ তছরুপ হয়ে না যায়। একজন পি কে হালদারের মামলা যদি আমরা একটু খতিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব- সরকারের কাজটি ছিল ঠিক তার উল্টো। রেগুলেটরি বডিগুলো অকার্যকর হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তাই করা হয়েছে। ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা নিয়ে কিভাবে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া যাবে সে জন্য কোথায় কোথায় কিভাবে সহযোগিতা করতে হবে, কাভার দিতে হবে- তার সবটাই যেন সরকার করেছে। হালদার সাহেব স্থলপথে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গেছেন। তার পালানো সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিধিনিষেধ কার্যকর করতে এগিয়ে এলো আমাদের তদারকি সংস্থা, আদালত, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রায় এক দশক ধরে তিনি যখন প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কাবু করে চুরি করেছিলেন কেউ কোনো আওয়াজ করেনি। এ ধরনের কত হালদার দেদার টাকা নিয়ে সন্তর্পণে দেশ থেকে ভেগে গেছে, তার হিসাব নেই। তবে দেশেও রয়েছে অনেকে এখনো শির উঁচু করে। তারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

অথচ এই দেশে সামান্য ক'টি টাকার জন্য দরিদ্র কৃষককে বন্দী করা হয়েছে। পত্রিকার খবর মতে, ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ না করায় পাবনার ১২ কৃষককে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। একই অভিযোগে ওই এলাকার আরো ২৫টি কৃষক পরিবার যেকোনো সময় ধরে নিয়ে যাওয়ার আতঙ্কের মধ্যে আছে। এরা ঋণখেলাপি নন। তাদের অনেকে ঋণ পরিশোধ করেছেন। সামান্য কিছু বাকি রয়েছে। মূল সমস্যাটি হলো ঋণের সুদ নিয়ে। ব্যাংকের দাবি- মূল টাকার সাথে ১৫ শতাংশ সুদও পরিশোধ করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করতে বিলম্ব হয়নি। তা তামিল করার জন্য পুলিশেরও কোনো জড়তা নেই। ব্যাংক কর্তৃপক্ষও এ নিয়ে একপায়ে খাড়া। কোনো ছাড় নেই। এই হচ্ছে আমাদের দেশের সরকারের নৈতিক অবস্থান। এরা আমাদের দেশের পুঁটিরা যাদের ধরা হচ্ছে গুরুতর কোনো অপরাধ ছাড়াই।

এরা এমনই দরিদ্র আর অসহায় শ্রেণীর, যারা থানা পুলিশ ও আদালতের নাগাল পাওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। এ সঙ্কট কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে; তাও তাদের জানা নেই। ওই কৃষকরা মোট ১৬ লাখ টাকা নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন- ভয়ঙ্কর নভেম্বরে যারা ৯ হাজার কোটি টাকা উঠিয়ে নিয়েছে তাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও মালিকানা- এগুলো যাচাই করা হয়েছিল কি? প্রকাশিত বিবরণে এটিও বোঝা গেল- ভিন্ন ভিন্ন নামে ঋণ নেয়া হলেও পুরো ঋণই এক ব্যক্তি নিয়ে থাকতে পারেন এর আড়ালে। তারপরও সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা কারো কোনো নড়াচড়া নেই। সবাই শীত নিদ্রায় রয়েছে। এরা আমাদের দেশের বোয়ালেরা। সরকারি কোষাগারের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার জন্য সবাই মিলে তাদের পথ মসৃণ করে দিচ্ছে। কোনো আইনকানুন প্রযোজ্য তাদের জন্য হচ্ছে না।

কৃষকের জন্য এক টাকাও মাফ নেই। দুষ্কৃতিকারীদের জন্য সদর দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। যে সময়ে ঋণের নামে মহালুটপাট হয়েছে ওই সময়ে এ দেশে অতি সামান্য একটি শ্রেণী ধনী হয়ে গেছে। সে কারণে আমরা অতি ধনী বৃদ্ধির তালিকায় বিশ্বে প্রথম স্থান ও ধনী বৃদ্ধির তালিকায় তৃতীয় হয়েছি। একই সময় মুদ্রাপাচারেও আমরা বিশ্বের একেবারে প্রথম কাতারে।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। কারো হিসাবে সেটি ৭০ হাজার কোটি টাকা বার্ষিক। এক বছর দেখা গিয়েছিল, সর্বোচ্চ এক লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান থেকে এসব খবর জানা যাচ্ছে। টাকার অঙ্কে কিছুটা হেরফের আছে; কিন্তু এসব লুটপাট যে বাস্তবে হয়েছে সেটি নিশ্চিত করে বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারছে অর্থনৈতিক চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে।

মুদ্রাপাচার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুট হওয়ার ধারবাহিকতায় নব্য ধনিক শ্রেণীর উত্থান ঘটলেও এ দুটোর মাঝে কোনো গভীর সম্পর্ক রয়েছে কি না তা নিয়ে দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা কোনো ধরনের গবেষণাই করেননি। এ দেশে রয়েছে বহু থিংকট্যাংক, তারাও এ ব্যাপারে কোনো ধরনের আগ্রহ বোধ করেননি। সবাই মিলে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্নীতিবাজ চক্র উৎসাহিত হয়েছে; তাদের অপকর্মকে বেগবান করেছে। তবে এ দেশের সুশীল গোষ্ঠীর প্রতি দরিদ্র মানুষের এই অভিযোগ থেকেই যাবে- কেন তারা গুরুতর অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা সামনে আনেননি?

বাংলাদেশে উঁচুহারে দুর্নীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও

# বাংলাদেশ-ইইউ রাজনৈতিক সংলাপ ও ভবিষ্যৎ

নিক পাওয়েল

বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সম্পর্ক প্রায় ৫০ বছরের। ১৯৭৩ সালে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়, তখন থেকেই উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়। তবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ-ইইউ রাজনৈতিক সংলাপের আয়োজন হয় গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। এ সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এখন থেকে নিয়মিত প্রতি বছর এ সংলাপের আয়োজন করা হবে। সে ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের এ সংলাপটি এক বছর ঢাকায় হবে, পরের বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদরদপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে। আশা করা যাচ্ছে, এ সংলাপ যেমন কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, তেমনি বৈদেশিক ও নিরাপত্তানীতি সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করবে। প্রথমবারের এ সংলাপে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের বিষয়টি ইউরোপীয় ইউনিয়ন গুরুত্বের সঙ্গেই দেখছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অস্ত্র বাদে আর সব এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) স্কিমের সুবিধাভোগী হিসেবে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে যে উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে, সেটি প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটবে, সে জন্য দেশটি ২০২৯ সালের পরও ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তা চেয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য একটি সুন্দর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছে। বস্তুত এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারই প্রতিফলন ঘটবে। এ জন্য প্রয়োজন ন্যায্য মজুরি ও গার্মেন্টস কমপ্লায়েন্স তথা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কারখানার পরিবেশ সন্তোষজনক অবস্থায় রাখা। বিশেষ করে নিরাপদ ও সবুজ কারখানা গড়তে বিনিয়োগ করা।

বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওই সংলাপে দেশটির পক্ষ থেকে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ইউরোপিয়ান এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের উপপরিচালক এনরিক মোরা। এ সংলাপে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়, যেখানে গণতন্ত্র, মৌলিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও সবার মানবাধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এবং ইইউর এই রাজনৈতিক সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমানে উভয়ের দিক থেকে যে অগ্রাধিকার তথা বাণিজ্য, অভিবাসন, সুশাসন, মানবিক উদ্যোগ এবং উন্নয়ন সহযোগিতা চলছে তার বাইরেও সম্পর্কের আরও বিস্তৃতি ঘটানো। সে লক্ষ্যে এ সংলাপে উভয় পক্ষই জলবায়ু পদক্ষেপ, ডিজিটাল রূপান্তর, কানেকটিভিটি ও নিরাপত্তা বিষয়ে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে একমত। বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা সংলাপে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও উগ্রবাদী সহিংসতা প্রতিরোধে তাঁদের মত বিনিময় করেছেন। সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা বিষয়ে বাংলাদেশ পুনরায় তার অবস্থান নিশ্চিত করেছে। মানবাধিকার ও মানবিক সমাজ গঠন নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা যে জরুরি- উভয় পক্ষই এ ব্যাপারে তাদের যৌথ অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এই সংলাপে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রতিরোধে জোরালো সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের আলোচনায় অভিবাসী চোরাচালান, মানব পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের মতো অপরাধের বিষয়ও বাদ পড়েনি। অভিবাসী বিষয়ক একটি সংলাপ ইতোমধ্যে চলমান, যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হয় এমনভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক চলাচল বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ কর্মসূচির সূচনা করেছে। বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যেভাবে উদারতার পরিচয় দিয়েছে, সে জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুনরায় সাধুবাদ জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে, সে জন্য ইইউকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও চলমান শরণার্থী সংকটে সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় ইইউ বাংলাদেশকে সহায়তা করছে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আরও পদক্ষেপ জরুরি, যাতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ, তাৎপর্যপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন হয়।

এ সংলাপে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রেখে এবং জাতিসংঘ সনদ অনুসারে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হয়েছে। এ যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে সংকট তৈরি হয়েছে এবং যুদ্ধে যে জীবনের ক্ষয় হয়েছে, সে জন্য উভয় পক্ষই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশ্বের ছয়জন বিশেষ নেতা যাঁরা খাদ্য, জ্বালানি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ-এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কাজ করছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশ জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে অন্যতম সেরা অবদান রাখা দেশ। দেশটি বর্তমানে জাতিসংঘ পিস বিল্ডিং কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে। উভয় পক্ষ দ্বন্দ্ব অবসান, মানবিক সহায়তা ও সংঘাত-পরবর্তী পর্যায়ে নারীর ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পদক্ষেপের জন্য এবং বিশেষ করে জলবায়ু সম্মেলন কপ২৭-এ যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্য বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশেষ প্রশংসা করেছে। বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ সামান্য পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের শিকার, সেসব দেশের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে কপ২৭-এ লস ও ড্যামেজ ফান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে ইইউ।

তবে দুই পক্ষের মধ্যে এখনও অনেক অভিন্ন বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই রাজনৈতিক সংলাপ ও প্রস্তাবিত অংশীদারিত্ব সহযোগিতা চুক্তির মধ্যে সেসব বিষয় সামনে আসতে পারে। জাতিসংঘ ও এর অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বোঝাপড়া প্রয়োজন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ উভয়েই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ব্যবসায়িক পরিবেশের স্থায়িত্ব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উভয় পক্ষই অধিকতর নিরাপদ, সবুজ ও স্থিতিশীল বিশ্ব গড়তে বদ্ধপরিকর এবং এ লক্ষ্যে কাজ করতে সম্মত।

নিক পাওয়েল: ইইউ রিপোর্টারের রাজনৈতিক সম্পাদক; ইইউ রিপোর্টার থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

*Law Offices of*

# KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

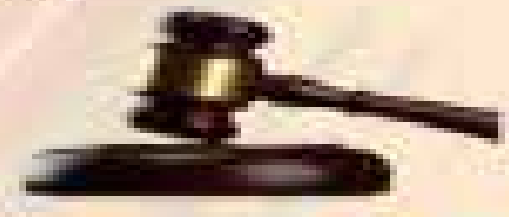

**Kwangsoo Kim, Esq**
Attorney at Law

## Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

**Eng. Mohammad A. Khalek**
**Cell: 917-667-7324**
Email: m.Khalek28@yahoo.com

**Law Office of Kim & Associates P.C**
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

# নিউ ইয়র্কে শতবার্ষিকী উদযাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জিজ্ঞাসা

ড. মোস্তফা সারওয়ার

যশোর বোর্ডে মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় স্থান ও উচ্চ মাধ্যমিকে সকল বিভাগে প্রথম স্থান লাভের পর ১৯৬৭ সালে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলাম বাংলাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ আমার সকল সাফল্যের মূলে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান শিক্ষকদের অসাধারণ জ্ঞান, নিষ্ঠা ও মানুষ গড়ার নিদারুণ আকুতি, অনুরাগ এবং অভিনিবেশ। আমার অন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের।

আমার আজীবন পথচলার মাঝে দশটি বছরের দীর্ঘ বিরতির এক সম্মোহনী সরাইখানা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে হয়েছিল আমার যাত্রাবিরতি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটি ডিগ্রি লাভের পর প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেছি প্রায় সাড়ে তিন বছর। নির্বাচিত হয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেটের ফাউন্ডিং সদস্য। ছিলাম সলিমুল্লাহ হলের সহকারী হাউজ টিউটর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি রোমন্থনে মনে পড়ে, পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও আমরা জড়িয়ে পড়তাম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে। আমাদের অবসরের সময় কাটত সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি এবং সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা ও আড্ডায়। পুঁজিবাদী দৈত্যের এক বিশাল যন্ত্রের হৃদয়হীন স্ক্রু অথবা নাট না বানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ তখন ছিল হৃদয়বৃত্তির মাধুরী মিশিয়ে জীবিকার দক্ষ কারিগর এবং সমাজ ও প্রকৃতির হিতৈষী হিসেবে ছাত্রদের গড়ে তোলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে ছিল বিশাল বিশাল জারুল, কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ গাছের সমারোহ। ফুলার রোড, নীলক্ষেত, রেসকোর্স হতে কার্জন হল এবং হাই কোর্ট পর্যন্ত পথে পথে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানের রাস্তার দু-পাশে ছিল দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষরাজি। রাস্তাগুলো থাকত ছায়ায় ঘেরা। এমনই মোহনীয় পরিবেশবান্ধব পারিপার্শ্বিকতায় আমরা জ্ঞানের দীক্ষায় সময় কাটিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনার সময়টা ছিল বাংলার ইতিহাসের অন্যতম ঘটনাবহুল ক্রান্তিকাল। ১৯৬৯ সালের স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক এগারো দফার গণঅভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁসির মঞ্চ থেকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে ছিনিয়ে আনা, ছদ্মবেশী সামরিক একনায়ক আইয়ুবের এক দশকের স্বৈরশাসনের অবসানে সামরিক বাহিনীপ্রধান ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখল, ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সংযুক্ত পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ; একের পর এক ঘটেছিল যুগান্তকারী ঘটনা। গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অবিস্মরণীয়। বস্তুতপক্ষে এসব আন্দোলনের পুরোধা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এসব যুগান্তকারী ঘটনার মাঝখানেই পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স ও অন্যান্য সাবসিডিয়ারি বিষয়ে আমাদের পড়াশোনা চলছিল। অন্যান্য বিভাগেও জ্ঞানের সাধনার কোনো বিরতি ছিল না। আয়োজনজনিত সমস্যার কারণে পরীক্ষাগুলো অবশ্য পিছিয়ে গিয়েছিল।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক এবং পৃথিবীজোড়া সুনামধারী ছাত্রদের সমারোহে ধন্য হয়েছে। একসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা তৈরি, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের নামকরণ করা হয়েছে 'বোসন'ড়সত্যেন বোসের নামে। বোস-আইনস্টাইন থিওরি ও কনডেনসেটের ওপর গবেষণাকারীদের গত কয়েক বছরে দু-বার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি-কণা 'ঈশ্বর কণা'-এর নাম হলো হিগস-বোসন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কত হাজার হাজার পদার্থবিজ্ঞানের পুস্তকেওবোসন্থ-এর উল্লেখ রয়েছে তার কূল-কিনারা করা যাবে না।

এই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ছাত্র ছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমজীবী কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই হলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার 'মুজিবনগর সরকার'-এর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্যতম অ্যালামনাই। বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উদ্ভাবিত সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপের নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। আরেকজন খ্যাতনামা অ্যালামনাই ফজলুর রহমান খান পৃথিবীর অন্যতম সুউচ্চ-ভবন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার (বর্তমানে উইলিস টাওয়ার)-এর নকশা প্রণয়ন করেন। তাকে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলীদের মধ্যে অন্যতম বলা হয়। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ আরসি মজুমদার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অ্যালামনাই। আমি নাম বলে শেষ করতে পারব না।

আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কতিপয় কুলাঙ্গারও রয়েছে। বাংলার নব্য মীরজাফর খন্দকার মোশতাকও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই ছিল। লক্ষ লক্ষ সম্মানিত অ্যালামনাইদের মধ্যে দু-একটি বিষাক্ত ভুজঙ্গ থাকতেই পারে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিবর্তনের মিসিং লিংক নিওনডারথাল খন্দকার মোশতাক নামক অ্যালামনাইয়ের প্রতি রইল আমার নিদারুণ ঘৃণা।

আমাদের প্রাণপ্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদেরকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয় চার্লস হার্ডিঞ্জ-এর সাথে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন। ১৯১২ সালের ২৭ মে 'নাথান কমিশন' গঠন করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মাত্র বারোটি বিভাগ, তিনটি ফ্যাকাল্টি, তিনটি আবাসিক হল, ষাটজন শিক্ষক এবং আট শ সাতাত্তর জন শিক্ষার্থী নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ এক শ বছর পর চুরাশিটি বিভাগ, তেরটি ফ্যাকাল্টি, উনিশটি আবাসিক হল, চারটি হোস্টেল, দু-হাজারের বেশি শিক্ষক এবং ছেচল্লিশ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ব্যুরো, গবেষণা কেন্দ্র, ইন্সটিটিউট এবং অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ।

দালানকোঠা, শিক্ষক-ছাত্রের সমারোহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশাল আকার ধারণ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জ্ঞান ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান কি আশানুরূপ থাকছে? এর উত্তর পাওয়ার আগে প্রথমেই জানা দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১) জ্ঞানের সৃজন অর্থাৎ পৎবধঃরহম শহড়ষিবফমব, ২) দক্ষ মানবসম্পদের বিকাশ এবং ৩) সহৃদয় চরিত্রবান মানুষ তৈরি।

এক এক করে পর্যালোচনা করব কতকগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে। আপনাদের কাছ থেকেই উত্তর খুঁজে পাবো আশাকরি। বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কতটুকু? এর প্রমাণ হলো পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির জার্নালে ছাপানো গবেষণাপত্র। এর জন্য রয়েছে ঝঔজ (ঝপরসধমড় ঔড়ঁৎহধষ জধহশ) স্কিমাগো জার্নাল র‍্যাংক নামে অন্যতম মাপকাঠি। প্রশ্ন হলো, প্রথম শ্রেণির জার্নালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের ছাপানো গবেষণাপত্রের সংখ্যা কত? কতটি আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ফল? চুরাশিটি বিভাগ, ষাটটি ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র, দু-হাজারের বেশি শিক্ষকের অবদান নিদারুণ লজ্জার বিষয়।

দক্ষ মানবসম্পদ বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কতটুকু? প্রশ্ন হলো, দেশের বৃহৎ ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কতজন বিদেশি নাগরিককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন এই দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে? ২০১৯ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিদেশি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# শেখ হাসিনার জন্য পেট পোড়ে

গোলাম মাওলা রনি

শেখ হাসিনার জন্য কেন আমার পেট পোড়ে তা ভালোভাবে বলার জন্য আপনাদের কাছে কিছু ঐতিহাসিক গুপ্তকাহিনী বলা আবশ্যক। ঘটনাগুলোর আমি চাক্ষুষ সাক্ষী এবং ২০০৯-১০ সালে আমি সেসব ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বুঝেছিলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল এই কারণে যে, আওয়ামী লীগের বর্তমান দুরবস্থার শুরুটা দেখার পর আমি সিনিয়র-জুনিয়র অনেক নেতার সাথে কথা বলেছি। কিন্তু কারোর মেধা-মননশীলতা-শিক্ষা-দীক্ষা অথবা সৃজনশীলতা এমন পর্যায়ে ছিল না যার ফলে তারা দল-দেশ-জাতির পক্ষে দাঁড়িয়ে চক্রান্তকারীদের রুখে দেবেন। অথবা দলীয় প্রধানের নজরে এনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিস্থিতি সামাল দেবেন।

২০০৯ সালে আমার বয়স ও দলে আমার অবস্থান এমন পর্যায়ে ছিল না যা দিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি যেতে পারি অথবা অনায়াসে তার কাছে সব কথা বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমার মনে এমন ভয়ও ছিল যে, আমার কথায় প্রধানমন্ত্রী অপমানিত অথবা বিরক্তি বোধ করতে পারেন। কারণ, জ্ঞান হলো এমন এক ভয়াবহ হাতিয়ার যা ঊর্ধ্বতনের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে সমূহ বিপত্তি ঘটাতে পারে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করলেই কেবল জ্ঞান বিতরণ অর্থবহ ও নিরাপদ। অন্যথায়, এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে কেবল জ্ঞানী হওয়ার কারণে শাসকের নির্দেশে কবরে যেতে হয়েছে। পাগলা সম্রাট নিরোর নির্দেশে মহাজ্ঞানী সেনেকার আত্মহত্যা এবং সক্রেটিসের বিষপানের কাহিনী আমি খুব ভালো করে জানতাম। এই কারণে সীমা অতিক্রম করে সব কথা আগবাড়িয়ে বলতে যাইনি কখনো।

উল্লিখিত অবস্থায় আমার মধ্যে এক ধরনের বিষক্রিয়া পয়দা হয়ে গিয়েছিল যা কিনা হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় চমৎকার একটি বাক্য প্রকাশ করেছেন। রাজা বলেন- 'যত বেশি জানে- তত কম মানে'। সিনেমার সেই ঐতিহাসিক আপ্তবাক্যের প্রভাবে হয়তো আমার অভিব্যক্তিত্বে এক ধরনের অবাধ্যতা বা অযোগ্যতাকে তাচ্ছিল্য করার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত যা আমি নিজে টের না পেলেও অনেকে টের পেতেন এবং তারা গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নালিশ করতেন যে, রনি একটি বিশ্ব বেয়াদব, কাউকে সালাম দেয় না, যার তার সমালোচনা করে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকে নিয়ে যখন উল্লিখিত অভিযোগ করলেন তখন আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। কারণ কোনো মন্ত্রীর রুমে আমি তখন পর্যন্ত ঢুকিনি-এমনকি তাদের কারো সাথে কথাটি পর্যন্ত বলিনি। দূর থেকে যা দেখতাম তাতে মনে হতো মতিয়া চৌধুরী উপযুক্ত মন্ত্রী। কিন্তু অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমনি কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে আমার কোনো দিনই যোগ্য মনে হয়নি। ফলে সরকারের অনেক ব্যর্থতার জন্য আমি আমার লেখালেখি ও টকশোর আলোচনায় অযোগ্য মন্ত্রী-আমলাদের নাম উল্লেখ না করে সমালোচনা করতাম।

দলের প্রতি প্রবল ভালোবাসা শেখ হাসিনার প্রতি উঁচুমার্গের শ্রদ্ধাবোধ ও দেশপ্রেমের মোহে আমি আমার নিজের অবস্থান, স্থান-কাল-পাত্র প্রায়ই ভুলে যেতাম এবং হুটহাট এটা-ওটা বলে কিংবা লিখে প্রায়ই বড় বড় ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতাম। কয়েকটি ছোট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনি যদি আওয়ামী লীগের বড় নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, বর্তমানের সবচেয়ে বড় তিনটি সমস্যার কথা বলুন যা কিনা আওয়ামী লীগের পতন অনিবার্য করে তুলেছে। আমি নিশ্চিত ১০০ জনকে প্রশ্ন করলে ১০০ রকম উত্তর পাবেন। অর্থাৎ কোনো সমস্যার বিষয়ে দলটির মধ্যে ঐকমত্য নেই অথবা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তাদের সম্মিলিত উদ্যোগ না থাকার কারণে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন। ফলে রোম যখন পুড়ছে তারা তখন শিশুর মতো হাসছেন অথবা নাচন-কুর্দনে সময় ব্যয় করছেন। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি নিজ থেকে তিনটি প্রধান সমস্যার কথা বলেন এবং সেই সমস্যা কবে ও কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি নিশ্চিত যে, আপনার কপালে শতভাগ হতাশা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

আমার মতে, আওয়ামী লীগের প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আইন মন্ত্রণালয় দিয়ে। তারপর ধর্ম মন্ত্রণালয়। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বনাম সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতবিরোধ। আমি যদি এই তিনটি সমস্যা নিয়ে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি তবে আপনারা খুব সহজেই বুঝবেন- কেন শেখ হাসিনার জন্য আমার পেট পোড়ে।

আলোচনার শুরুতেই আইন মন্ত্রণালয়ের কথা বলি। আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল সাহেবের কাছে একদিন গেলাম একটি ফাইলের বিষয়ে জানতে। গলাচিপা উপজেলায় এক সময়ে সিভিল আদালত ছিল তা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তদবিরে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া জেলার সরকারি উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার নির্বাচনী এলাকার উকিলদের যেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে ব্যাপারেও প্রতিমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছিলাম। তিনি এক কথায় জবাব দিলেন, দুলালের কাছে যাও- ওসব করে। আমি মন্ত্রীর রুম থেকে বের হয়ে দুলালের খোঁজ করলাম। জানতে পারলাম, তিনি একজন উপসচিব। আমি তার কামরায় গিয়ে দেখলাম, রীতিমতো বাজার বসেছে। এমপি, সচিব, যুগ্মসচিব অনেকেই আসা-যাওয়া করছেন। টেলিভিশনের কল্যাণে আমার মুখচ্ছবি পরিচিত ছিল। কাজেই দুলাল সাহেব দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং স্যার সম্বোধন করলেন।

আমি যখন দুলাল সাহেবের কামরায় বসলাম তখন রাজশাহীর তানোড়-গোদাগাড়ি এলাকার এমপি ওমর ফারুখ এলেন। দুলাল সাহেব তাকে তুমি বলে সম্বোধন করলেন। আমি একটু আশ্চর্য হলাম দেখে ফারুখ সাহেব বললেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে দুলাল ভাই আমার সিনিয়র ছিলেন। তিনি দুলাল সাহেবকে লক্ষ করে বললেন, রনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে মাস্টার্স করেছে। সুতরাং তাকেও তুমি বলতে পারেন। দুলাল সাহেব দয়া করে আমাকে তুমি বললেন না বটে- তবে স্যার বলা বন্ধ করলেন এবং সেদিন থেকে আমাদের মধ্যে ভারী ভাব হয়ে গেল। একদিন কথা প্রসঙ্গে জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর গ্রেফতার সম্পর্কে এমন তথ্য দিলেন যা শুনে আমার ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হলো।

দুলাল সাহেব অতিমাত্রায় আওয়ামীপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু মেধাবী ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক লেনদেনে সৎ ছিলেন; কিন্তু কাজকর্মে ও চিন্তায় সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন না। আমাদের আদালত প্রাঙ্গণের আজকের দুরবস্থা, সংবিধানের কয়েকটি সংশোধনী, উচ্চ আদালত বিশেষত প্রধান বিচারপতি সিনহার সাথে আওয়ামী লীগ তথা প্রধানমন্ত্রীর টানাপড়েন, অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং বিচারক নিয়োগ-বদলি নিয়ে যা কিছু হয়েছে তার সব কিছুর নেতৃত্বে একজন নিম্নমানের মেধাসম্পন্ন ও ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যম পদবির কর্মকর্তার কারণে এতবড় একটি মন্ত্রণালয়ে আওয়ামী লীগের জন্য যে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে তা কিয়ামতের আগে পরিষ্কার হবে বলে মনে হয় না।

আইনের পর ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কিছু বলব। আজকের ইসলামী ব্যাংক কেলেঙ্কারি, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের দুরবস্থা, ইবনে সিনার মরণাপন্ন অবস্থা, জাকাত বোর্ডের সর্বনাশ, আলেম-ওলামাদের মধ্যে বিভক্তি, ধর্মপ্রাণ ইসলামপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব ও শত্রুতা, জামায়াতের সাথে সরকারের অহিনকুল সম্পর্ক ইত্যাদি হাজারও সমস্যার মূলে যে লোকটি একক কর্তৃত্ব নিয়ে সব কিছু করেছেন তার সাথে সেই ২০০৯ সালেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয় বহুবিধ কারণে। তিনিও আইন মন্ত্রণালয়ের দুলাল সাহেবের মতো জুডিশিয়ারি ক্যাডারের লোক ছিলেন এবং স্বভাব ছিল আধাপাগলা প্রকৃতির। যেদিন তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেলেন সেদিন সন্ধ্যায় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহজাহান মিয়ার চেম্বারে তার সাথে আমার পরিচয় হলো। প্রথম সাক্ষাতে তার সাথে আমার খাতির হয়ে গেল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ও ঢাকা কলেজে আমার সিনিয়র ছিলেন। তথাপি সর্বদা আমার সাথে সরকারি প্রটোকল বজায় রাখতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি শামীম মোহাম্মদ আফজল প্রথম সাক্ষাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি হওয়া যায়। আমি বললাম, আপনি শেখর, গোলাপ মিয়া ও মাহবুবউল আলম হানিফ ভাইয়ের সাথে সবার আগে সম্পর্ক করুন। তারপর নিয়মিত গণভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান এবং দেখবেন কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

## আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

# বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

**Jackson Heights Office:**
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

**Buffalo Office**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

**Brooklyn Office:**
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**CALL US TODAY:**
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

# বিএনপি কেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করতে চায় না

আমীন আল রশীদ

সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ বলছে,জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। অর্থাৎ সমাবেশ ও শোভাযাত্রা করার অধিকার দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কিন্তু সেটি শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে।

শুধু এই বিধানটি নয়, সব সাংবিধানিক অধিকারই এরকম শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ স্বাধীনতা কখনো নিঃশর্ত বা অ্যাবসলিউট হয় না। কেননা তাতে নৈরাজ্য হয়। যেমন: বাকস্বাধীনতার প্রসঙ্গেও সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইলো। তার মানে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে কেউ কথা বললে সংবিধান তাকে সুরক্ষা দেবে না। কারণ তার বাকস্বাধীনতাটি শর্তসাপেক্ষ।

মুশকিল হলো, জনসভা বা সমাবেশ ও মিছিল কিংবা শোভাযাত্রার ক্ষেত্রে যে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের কথা বলা হয়েছে, সেটি সব সরকারের আমলেই দেখা গেছে তাদের বিরোধী মতের দলগুলোর জন্য একরকম এবং সরকারি দলের জন্য অন্যরকম। অর্থাৎ সংবিধানের এই যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের প্রসঙ্গটি বিরোধী মতের দল ও সংগঠনের বেলায় যতটা সক্রিয় থাকে, সরকারি দলের বা সরকারের অনুগত দল ও সংগঠনের বেলায় ততটা সক্রিয় থাকে না। যে কারণে দেখা যায়, বিরোধী দলগুলো যখনই কোথাও সমাবেশ করতে চায়, তাদের পছন্দের জায়গায় খুব সহজে অনুমতি মেলে না। আবার সরকারি দল ও সরকারের অনুগত ও সমর্থনপুষ্ট দল বা সংগঠনের শোভাযাত্রায় পুলিশ যে ভূমিকা রাখে, বিরোধী দল ও মতের মিছিল ও শোভাযাত্রায় পুলিশের ভূমিকা সেরকম নয়। অর্থাৎ সংবিধানের বিধানটি দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার সেটি প্রয়োগ করে নিজের সুবিধা অনুযায়ী। দেশে যে একটি সুস্থ, সহনশীল ও সৌহার্দপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, তার পেছনে মূল কারণ সংবিধান ও আইনকে নিজের সুবিধা মতো প্রয়োগের এই প্রবণতা।

এই কথাগুলোর বলার কারণ আগামী ১০ ডিসেম্বর রাজধানীতে বিএনপির সমাবেশের ভেন্যু নিয়ে জটিলতা। তারা চাচ্ছে বিভাগীয় শহরে তাদের সমাবেশের সমাপনী কর্মসূচিটা নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় করবে। কিন্তু সরকার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেই অনুমতি দিচ্ছে না।

আমাদের সরকার, সরকারি দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একাকার হয়ে যাওয়ায় রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলোকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না। দেশে যে সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, তার পেছনে এটিও একটি কারণ। অর্থাৎ সরকারে যে দলই থাকুক না কেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যে আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবে,সেটি এখনও প্রত্যাশার ভেতরে রয়ে গেছে। রয়ে গেছে বলেই সরকারি দল যা চাইবে সেটিই সরকারের চাওয়া এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেই চাওয়ার বাইরে কতটুকু যেতে পারে,সেটি বিরাট প্রশ্ন।

বিএনপির এই সমাবেশকে ঘিরে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসছে। যেমন:

১. বিএনপি কেন নয়াপল্টনেই সমাবেশ করতে চায়?

২. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রাজধানীর ভেতরে এবং একটি ঐতিহাসিক স্থান ও বিরাট মাঠ হওয়ার পরেও তারা কেন সেখানে যেতে চায় না?

৩. আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি শেষ পর্যন্ত নয়াপল্টনে সমাবেশের অনুমতি না দেয় তখন বিএনপি কী করবে? নয়াপল্টনেই সমাবেশ করবে? তখন কী পরিস্থিতি হবে? বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়াপল্টনেই ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা অন্য কোথাও সমাবেশের কথা ভাবছি না। সমাবেশ পল্টনেই করব।

৪. বিএনপি যেহেতু আগেও নয়াপল্টনে সমাবেশ করেছে, ফলে ১০ ডিসেম্বর এখানে তাদের সমাবেশের অনুমতি দিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা সরকারের অসুবিধা কোথায়? রাস্তায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হবে? গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আটকে সমাবেশ কিংবা মিছিল করার ঘটনা নতুন নয়। ক্ষমতাসীন দলও এটা করে। তাহলে বিএনপি যদি ১০ তারিখ তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করতে চায় তাতে অসুবিধা কী?

৫. আগামী ১০ ডিসেম্বর বিএনপি যদি সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণা করে, তাহলে সেই দাবির সপক্ষে তারা কি জনমত গড়ে তুলতে পারবে বা তারা কি সত্যিই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারবে কিংবা নির্বাচন নিয়ে তাদের প্রধান যে দাবি নির্দলীয় সরকারড় সেই বিধান ফিরিয়ে আনতে সংবিধান সংশোধনে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? যদি না পারে তাহলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী?

৬. বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ভাষ্য মতে যদি সত্যিই আগামী ১০ তারিখ সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরু হয়, তাদের বিএনপির শরিক এবং সরকারবিরোধী অন্যান্য দলগুলোর ভূমিকা কী হবে? তারা সরকারি দল এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর চট করে দেওয়া কঠিন। তবে বিএনপি কেন নয়াপল্টনেই সমাবেশ করতে চায় তার কিছু ব্যাখ্যা দলের তরফে দেওয়া হয়েছে, যেমন:

১. বিএনপি নেতা সেলিমা রহমান বলেছেন,আমাদের তো কোনোদিনই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দেয় না। আমরা সব সময় পার্টি অফিসের সামনেই সমাবেশ করি, এটা না দেওয়ার কিছু নেই। সেলিমা রহমান জানান, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করতে চান। প্রশ্ন হলো, সুবিধাটা কী? নয়াপল্টন এলাকাকে তারা নিরাপদ মনে করছে? এখানে দলের কার্যালয় বলে তারা পুরো সমাবেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে এবং দলের নেতারা কার্যালয়ের ভেতরে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে পারবেন, এই সুবিধার জন্য?

২. বিএনপি বলছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় সব সময় ছাত্রলীগের সরব উপস্থিতি থাকে। বিএনপি নেতা-কর্মীরা সেখানে নানাভাবে বাধা পেতে পারেন। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কয়েকটি নতুন স্থাপনা তৈরি হয়েছে। ফলে সমাবেশের স্থানও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

৩. বিভাগীয় শহরগুলোতে এতদিন বিএনপির যে সমাবেশ হয়েছে, সেখানে সরকার পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে গণপরিবহন বন্ধ করে সমাবেশ ব্যাহত করার চেষ্টা করলেও আওয়ামী লীগ পুরো শক্তি নিয়ে মাঠ দখল করেনি। কিন্তু ঢাকায় সেই ছাড় তারা দেবে না। বরং ঢাকার সমাবেশে যাতে খুব বেশি মানুষ জড়ো হতে না পারেন এবং সমাবেশটি যাতে সফল না হয়, সরকার ও সরকারি দলের তরফে সেই চেষ্টা থাকবে। কারণ আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ঢাকা। সুতরাং বিভাগীয় পর্যায়ের সমাবেশের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, সরকার সেটি ভেঙে দিতে চাইবে।

৪. বিএনপি এই মুহূর্তে সংঘর্ষে জড়াতে চায় না। আবার ঢাকার সমাবেশ সফল করার ব্যাপারেও তারা চাপে আছে। কেননা এখান থেকেই তারা সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবি আদায়ের ঘোষণা দিতে চায়। সুতরাং এই সমাবেশ ব্যর্থ করে দিতে সরকার ও সরকারি দল কঠোর অবস্থানে থাকবে। ফলে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের আশেপাশে সমাবেশ করতে পারলে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধা হবে।

শেষ পর্যন্ত বিএনপির এই সমাবেশ নয়াপল্টনে নাকি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হবে, সেটি এখনই বলা মুশকিল। কারণ, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। তবে জনমনে যে প্রশ্নটি আছে তা হলো, যেহেতু এই সমাবেশে সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবি জানাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে, ফলে এরকম একটা নো রিটার্ন পয়েন্টে যাওয়ার পরে আর সেখান থেকে ফেরা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# চীনের পরাশক্তি স্বপ্নে পশ্চিমা বাগড়া

রামজি বারুদ

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে ১৬ নভেম্বর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সংক্ষিপ্ত ভাববিনিময়ের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সেখানে শি জিনপিং যেন জাস্টিন ট্রুডোকে কূটনীতির বয়ান দিচ্ছেন। এই ভাববিনিময়ের বিষয়কে অনেকে চীনের সঙ্গে পশ্চিমা সম্পর্কের সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করছেন। জাস্টিন ট্রুডোকে চীনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আপনার দিক থেকে যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে আমরা পরস্পর সম্মান প্রদর্শনমূলক মনোভাবের জায়গা থেকে আলোচনা করতে পারি। তা না হলে সম্পর্ক অনিশ্চিত গন্তব্যে প্রবাহিত হতে পারে। এই অদ্ভুত আলোচনা শেষে জাস্টিন ট্রুডোকে রেখেই শি জিনপিং প্রথম হাঁটতে থাকেন। তাতে জাস্টিন ট্রুডো যেন কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট ও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার এই মুহূর্তটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। যখন পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো চীনকে শোষণ করা শুরু করেছিল, সে সময় চীনের অর্থনীতির আকার ছিল বিশ্বের পুরো অর্থনীতির এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৪৯ সালে যখন জাতীয়তাবাদীরা শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পর চীনকে স্বাধীন করতে সক্ষম হন, তখন চীনের জিডিপি বৈশ্বিক অর্থনীতির ৪ শতাংশ ছিল। ১৮৩৯ সালের প্রথম আফিম যুদ্ধ ও চীনের স্বাধীনতার মধ্যকার ১০০ বছরের এই সময়ের পর হাজারো চীনাকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে হত্যা করা হয়, যেখানে বিদ্রোহীরা ছিল। একই সঙ্গে দুর্ভিক্ষের কারণেও অনেকে নিহত হয়। ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত তথাকথিত বক্সার বিদ্রোহ হয়। এর মাধ্যমে চীনা জনগণ স্বাধীনতা ও তাদের ভূমির সার্বভৌমত্বের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল। বক্সারদের হাতে অনেক বিদেশি নিহত হয়। কিন্তু এই বক্সার বিদ্রোহের ফল ছিল ব্যাপক ধ্বংসাত্মক। কারণ বক্সার বিদ্রোহী ও চীনের সামরিক বাহিনীকে পশ্চিমা মিত্ররা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে। সেখানে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যরা।

সে সময় মৃত্যুর সংখ্যা এত ব্যাপক ছিল যে ধারণা করা হয়, এক লাখের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আরও ভয়ানক ব্যাপার, এ ঘটনার দায় চীনের ঘাড়েই পড়ে। কারণ চীন এর আগে দুটি আফিম যুদ্ধসহ নানা অঘটন ঘটিয়েছিল।

১৯৪৯ সালে চীনের স্বাধীনতার মাধ্যমে বিশ্বে দেশটির অতীত শৌর্য-বীর্য কিংবা এশিয়ার ক্ষমতাধর হিসেবেও ফিরে আসার বিষয়টি সেভাবে জানান দেয়নি। পুনরায় চীনের গড়ার প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ধীরগতির। এ জন্য তাদের ব্যাপক মূল্য চুকাতে হয়েছে। এমনকি এটি ছিল ভয়ানক পথ। ট্রায়াল অ্যান্ড এরর, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চীনকে এগোতে হয়েছে। সাত দশক পর আমরা দেখছি চীন বৈশ্বিক বিষয়াদির কেন্দ্রে হাজির হয়েছে। এটা কারও জন্য যেমন ভালো খবর, আবার অনেকের জন্য ভয়ংকরও বটে। ২২ অক্টোবর প্রকাশিত ২০২২ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল নথিতে চীনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, যে কিনা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বদল করতে চায়। সে জন্য দেশটির অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক ও প্রাযুক্তিক ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ অবস্থানে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ পশ্চিমারা চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার হিসেবে শতবর্ষ আগের অবস্থার মতো নিরূপণ করতে চায়। পশ্চিমারা চীনের এই পুনরুত্থানকে সমস্যা হিসেবেই দেখছে। এটি শুধু তার মানবাধিকার রেকর্ডের জন্যই নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দেশটির ক্রমবর্ধমান অংশীদারির কারণেও। ২০২১ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চীনের অংশ ছিল ১৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ। কেবল অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, বরং চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিও মাথাব্যথার কারণ।

চীনের এই দুই শক্তির কারণে শিগগিরই দেশটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যেমন রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে যাচ্ছে, তেমনি বিশ্বব্যাপী তার প্রভাবেরও বেশি দেরি নেই। এসবের পরও বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, এক সময় চীন ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ এবং গ্লোবাল সাউথ-এর প্রভাব বিভক্ত ছিল। চীন যেহেতু পশ্চিমাদের মতো নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে চাইছে, সেহেতু পশ্চিমা সরকারগুলো বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে দেখছে না।

অনেক বছর ধরে পশ্চিমা শক্তি চীনের মানবাধিকারের রেকর্ড নিয়ে ভন্ডামি করছে। তারা হস্তক্ষেপ করার জন্য মূলত সেখানে নৈতিকতার স্খলন দেখাতে চাইছে। মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমাদের জন্য সুবিধাজনক অস্ত্র, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন দেশে হস্তক্ষেপ করে। চীনের দিক থেকে আট জাতির মৈত্র, অর্থাৎ বক্সার বিদ্রোহের সময় যারা সোচ্চার ছিল, তারা একই ধুয়া তুলে এখনও সোচ্চার। সে জন্য দেখা যাচ্ছে, তাইওয়ানের বিষয় সামনে এনে এবং চীনের উইঘুর ও অন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্বের কথা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

চীনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মানবাধিকারের বিষয়টি যেভাবে পশ্চিমারা সামনে আনছে, কিন্তু বাস্তবতা কী? আমাদের মনে আছে, ২০০৩ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব ইরাকে যে আক্রমণ করেছিল, তখনও তারা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের বুলি আওড়েছিল। ইরাক ছিল বিচ্ছিন্ন এবং আরব দেশগুলোর মধ্যে এক পাশে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তারা মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করে। আজকের চীন যেহেতু পরাশক্তি হয়ে উঠছে; তারা যেহেতু বৈশ্বিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, সে জন্য দেশটির সামরিক শক্তি ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিমাদের সমস্যায় ফেলতে পারে। এ লক্ষ্যেই তারা চীনের ক্ষমতা খর্ব করতে চাইছে।

বস্তুত চীনের উত্থান এবং চীন যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে- মার্কিন যুক্তরাষ্টের আচরণে তা স্পষ্ট। তারা যে চীনকে স্বীকার করে নিচ্ছে- সেটিও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মতবিনিময়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁদের এই সাক্ষাতের আগে ১৫ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়াতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনের এই উত্থানের কথা স্বীকার করে নেন। বাইডেন বলেছিলেন,আমরা জোরেশোরে প্রতিযোগিতা করছি বটে, তবে আমি দ্বন্দ্বে জড়াতে আগ্রহী নই। আমি দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়েই প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখব।

জি২০ সম্মেলনে জাস্টিন ট্রুডোর প্রতি শি জিনপিংয়ের আচরণ চীনের তথাকথিত নেকড়ে কূটনীতি হিসেবে দেখা হতে পারে। তবে সেখানে শি যে ভাষা ও ব্যবহার দেখিয়েছেন, তার মাধ্যমে বস্তুত চীন কেবল বৈশ্বিক গুরুত্ব নয়; বরং পরাশক্তি হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করেছে।

রামজি বারুদ :সাংবাদিক ও প্যালেস্টাইন ক্রনিকলের সম্পাদক; কাউন্টার পাঞ্চ থেকে ভাষান্তরিত

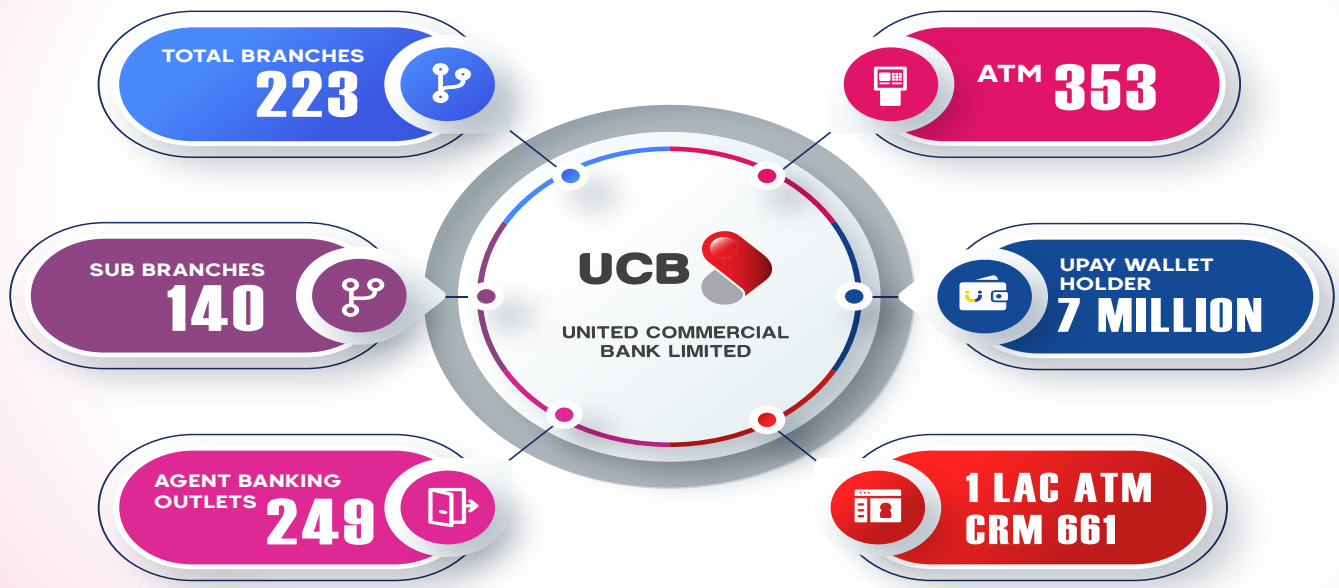

sunman express
global money transfer
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
Fast, Secure & Reliable Remittance
আরো একধাপ
এগিয়ে
UCB
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP. partnership with UNITED COMMERCIAL BANK PLC
TOTAL BRANCHES 223
ATM 353
SUB BRANCHES 140
UCB
UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
UPAY WALLET HOLDER 7 MILLION
AGENT BANKING OUTLETS 249
1 LAC ATM CRM 661
3% Incentive UCBL Cash
Pickup transaction (2.5%+.50Extra)
NO FEES
Mobile Wallet
Cash Pickup
Bank Deposit
bKash
উপায়
Remittance Partner
Agrani Bank Limited
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Committed to Serve the Nation
Uttara Bank Limited
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
SBAC Bank Limited
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
Al-Arafah Islami Bank Limited
shariah based always
Southeast Bank Limited
a bank with vision
SIBL
Social Islami Bank Limited
UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
UCB
Sunman Global Express Corp.
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
HEAD OFFICE
3714 73rd Street (Suite-201),
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224
JACKSON HEIGHTS BRANCH
37-17 74th Street (1st FL)
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-565-5052
JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Phone: 718-297-3443
ASTORIA BRANCH
29-24 36 Avenue
L.I.C, NY- 11106
Phone: 718-729-0600
www.sunmanexpress.com

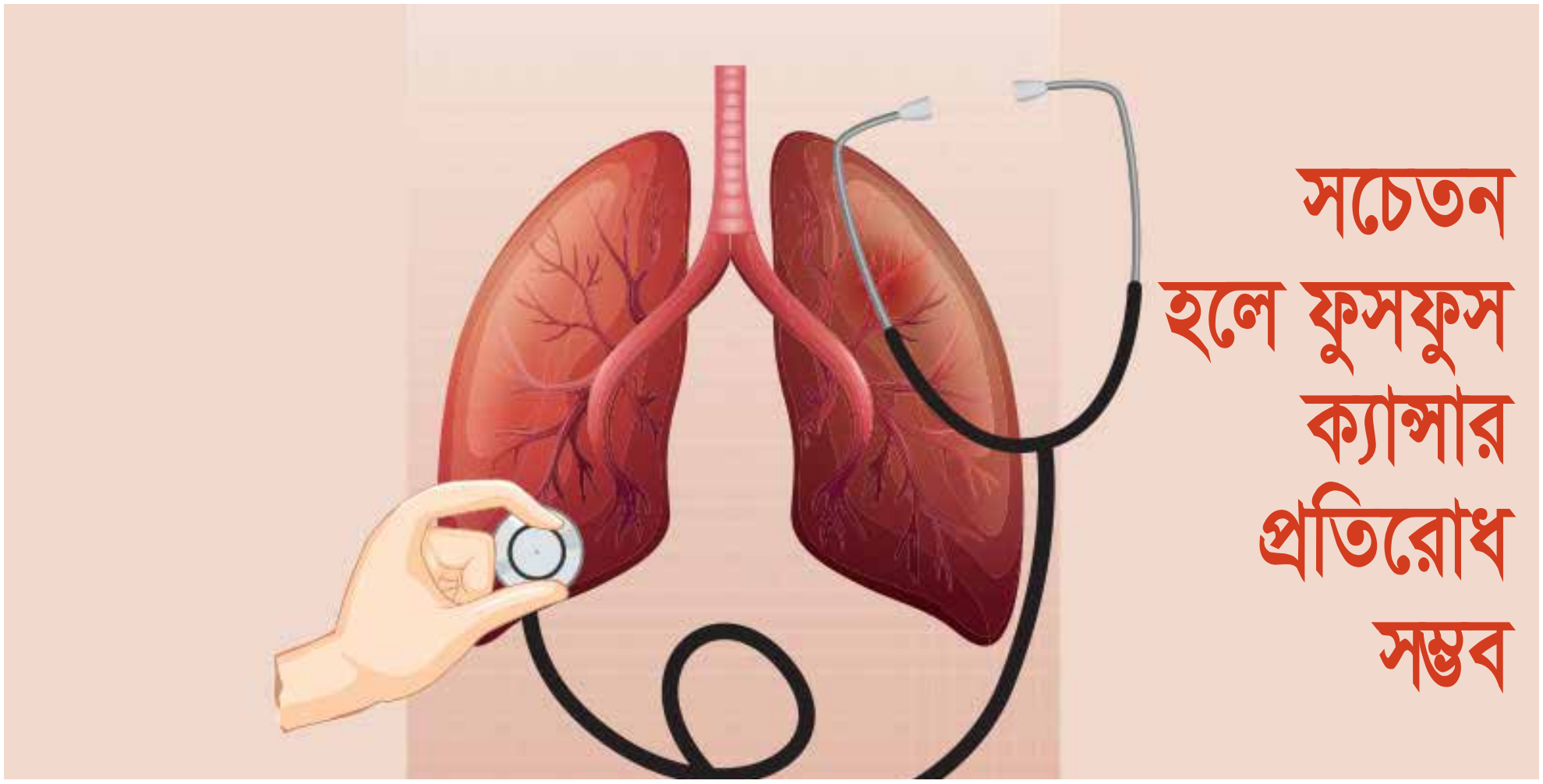

# সচেতন হলে ফুসফুস ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব

ফুসফুস ক্যান্সার পুরুষ-মহিলা সবার জন্য এক আতঙ্কের নাম, কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা বেড়ে যায়। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে এ বছর ২ লাখ ৩৬ হাজার মানুষের ফুসফুসের ক্যান্সার শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার জনের বেশি মারা গেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে ২০২০ সালে ১২ হাজারের বেশি মানুষ ফুসফুস ক্যান্সারে মারা গেছেন। যদিও দেশে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি না থাকায় আক্রান্ত ও মৃতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। দেশে শনাক্ত রোগীদের অধিকাংশই অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছার পরই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, যখন রোগের জটিলতা বেড়ে যায়। এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে ক্যান্সার ফুসফুস থেকে দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুসফুস ক্যান্সারের রোগী বেশি কেন?

সুনির্দিষ্টভাবে মূল কারণ চিহ্নিত না হলেও এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তামাক গ্রহণই ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্তের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ দায়ী। বিশেষ করে ধূমপান, নিজে করলে তো বটেই এমনকি পরোক্ষ ধূমপায়ীও সমানভাবে এ ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন।

অ্যাসবেস্টস জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকলে; বিভিন্ন ধাতব পদার্থের মাত্রা বাতাসে বেশি থাকলে; বাতাসে রেডন গ্যাসের উপস্থিতি থাকলে;

বংশানুক্রমিকভাবেও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণগুলো কী হতে পারে

প্রথম দিকে হালকা কাশি, আস্তে আস্তে তা বেড়ে যাবে কাশির সঙ্গে রক্ত আসতে পারে। বুকে ব্যথা করা। শ্বাসকষ্ট হওয়া যা বেড়ে গিয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতে পারে। খাওয়ায় অরুচি, শরীর ভেঙে পড়া, ওজন কমে যাওয়া এগুলোও প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।

প্রথমে দিকে মাথাব্যথা, খিঁচুনিও দেখা দিতে পারে। অনেক সময় রোগী হাড়ের ব্যথা কিংবা জন্ডিস নিয়ে আসতে পারে এগুলো যথাক্রমে হাড়ে বা লিভারে ছড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ।

ফুসফুসের ক্যান্সার শনাক্তের প্রক্রিয়া

কফ পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা দেখা যায়। সাধারণ বুকের এক্স-রে থেকে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া সিটি স্ক্যান কিংবা পেট সিটি স্ক্যানের মতো বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে ক্যান্সারের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। প্রয়োজনে বিশেষ পরীক্ষা ব্রঙ্কোস্কোপি করার বিধান আছে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগটি কী ধরনের তা বোঝার জন্য ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানে সুই ঢুকিয়ে কোষ সংগ্রহ করা হয়। এরপর প্রাথমিকভাবে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা হয়। সূক্ষ্মভাবে কোষ শনাক্তের জন্য সেটির ইমিউনোহিসটোকেমিস্ট্রি করা হয়ে থাকে।

রোগ শনাক্তকরণের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কী?

অন্য সব ক্যান্সারের মতো ফুসফুস ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য শনাক্তের পর রোগটি কোন স্তরে আছে তা নির্ণয় করতে হয়। এর ভিত্তিতেই পুরো চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হয়। মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে, বিশেষ ধরনের কোষ ছাড়া, প্রায় সব ক্ষেত্রে সার্জারি বা অপারেশনের মাধ্যমে রোগ থেকে সমাধান পাওয়া সহজ। অন্যথায় অন্যান্য চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হয়। যেভাবে আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় রোগীকে নিয়ে চিন্তা করি তা হলোড়সার্জারির মাধ্যমে রোগাক্রান্ত অংশ কেটে ফেলা বা প্রয়োজনে আরো একটু বেশি অংশও ফেলে দেয়া হয়। এছাড়া রোগ ছড়িয়ে পড়লে কিংবা সার্জারি করার পরও কেমোথেরাপি বা বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয়। টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপির মতো আধুনিক চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেও করা হচ্ছে। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন (আরএফএ) করা যায়। উন্নত বিশ্বে এরই মধ্যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রোটন থেরাপি চিকিৎসা চর্চা শুরু হয়েছে। যখন রোগী অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় চলে যায় তখন জীবনমান ধরে রাখার জন্য মেট্রোনমিক থেরাপি বা প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়।

দেশে ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থার সক্ষমতা

রোগীরা প্রাথমিক অবস্থায় এলে সার্জারির মাধ্যমে নিরাময়ের জন্য আমাদের চিকিৎসক আছেন, যারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন ধাপ ও ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতাও আছে। এসব ওষুধের ৯০ শতাংশই দেশে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মূল সংকট দেখা দেয় যখন রেডিওথেরাপির প্রয়োজন হয় তখন।

# হৃদরোগে ভুগছেন কি না বুঝে নিন ৫ লক্ষণে

বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ হলো অনিয়মিত জীবনযাত্রা। আবার করোনায় আক্রান্তদের বেশিরভাগই সুস্থ হওয়ার পর ভুগছেন লং কোভিডে। এক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায় ভুগছেন তারা। তবে হৃদরোগের লক্ষণ কমবেশি সবাই সাধারণ ভেবে এড়িয়ে যান। যা হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এজন্য সবারই জেনে রাখা উচিত ঠিক কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন যে আপনার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে ও দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া জরুরি-

অনিয়মিত হার্টবিট : হঠাৎ করেই হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার ঘটনা কিন্তু মোটেও স্বাভাবিক নয়। পালস রেট ৬০-১০০ এর মধ্যে থাকাটা স্বাভাবিক।

তবে এর কমবেশি হলেই বুঝবেন আপনার হৃদযন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রায়ই এ সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

দুর্বলতা : বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হিসেবে শরীরে প্রকাশ পায় দুর্বলতা। তবে বিশ্রামে থাকার পরও যদি ক্লান্ত লাগে তাহলে কিন্তু বিষয়টি মোটেও সুবিধার নয়।

আসলে সারাদেহে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তকে পাম্প করে পৌঁছে দেয় হার্ট। তাই হার্ট দুর্বল হয়ে গেলে কিন্তু রক্ত ঠিকমতো সারা দেহে পৌঁছায় না। ফলে শরীরে দেখা দেয় দুর্বলতা ও ক্লান্তি।

বুকে ব্যথা : প্রায়ই বুকে ব্যথার লক্ষণকে বেশিরভাগ মানুষই অ্যাসিডিটি ভেবে ভুল করেন। তবে বুকে ব্যথার সমস্যা নিয়ে হেলাফেলা করা ঠিক নয়। কারণ এটি হতে পারে হৃদরোগের অন্যতম কারণ। প্রায়ই বুকে ব্যথা হলে অবহেলা করবেন না।

শ্বাসকষ্ট : হার্টে কোনো সমস্যা থাকলে শ্বাসকষ্টে ভোগেন রোগী। আসলে হার্ট ঠিকমতো কাজ না করলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তাই এই লক্ষণ দেখলেও অবহেলা করবেন না।

# থাইরয়েড ক্যানসারের যে লক্ষণ অবহেলা করলেই বিপদ!

থাইরয়েড হলো একটি প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থি। থাইরয়েড গলার দু'পাশে থাকে। এই গ্রন্থির কাজ হলো শরীরের কিছু অত্যাবশ্যকীয় হরমোন (থাইরয়েড হরমোন) উৎপাদন করা।

শরীরের জন্য এ থাইরয়েড হরমোনের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। নির্দিষ্ট মাত্রার থেকে কম বা বেশি হরমোন উৎপাদিত হলেই শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে।

থাইরয়েড ক্যাননসারের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থিতে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ঘটে। এক্ষেত্রে প্রথমদিকে তেমন কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায় না।

তবে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়তেই শরীরে নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেমন- ঘাড়ে ফোলাভাব, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন, গিলতে অসুবিধা ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের থাইরয়েড ক্যানসার আছে। বেশিরভাগ ধরনই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যদিও থাইরয়েড ক্যানসারের কিছু ধরন খুব মারাত্মক হতে পারে। বেশিরভাগ থাইরয়েড ক্যানসার চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করা যায়।

থাইরয়েড ক্যানসারের লক্ষণ কী কী? বেশিরভাগ থাইরয়েড ক্যারনসারের রোগের প্রথম দিকে কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ সৃষ্টি করে না। থাইরয়েড ক্যানসার বাড়তেই যা যা দেখা দেয়:

একটি পিণ্ড (নোডুল) যা আপনার ঘাড়ের ত্বকের মাধ্যমে অনুভব করা যায়, গলাবন্ধ ভাব, ফিটিং শার্ট কলার খুব টাইট হয়ে যাচ্ছে এমন, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ও কর্কশতা, গিলতে অসুবিধা, ঘাড়ে ফোলা লিম্ফ নোড ও ঘাড়ে ও গলায় ব্যথা

কখন ডাক্তার দেখাবেন? এসব লক্ষণ বা উপসর্গ অনুভব করলে অবহেলা করবেন না। দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করান। সূত্র: মায়ো ক্লিনিক

# ডায়াবেটিস হয়েছে কি না বুঝে নিন চোখ দেখেই

বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দরক্তের শর্করার মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার সমস্যাকে ডায়াবেটিস বলা হয়। এই রোগ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

চোখেরও ক্ষতি করে এই রোগ। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডায়াবেটিস অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড কিডনি ডিজিজেস দ্বারা পরিচালিত এক মার্কিন সমীক্ষা অনুসারে, ডায়াবেটিস চোখের মারাত্মক ক্ষতি করে।

যা দুর্বল দৃষ্টি থেকে একসময় অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। এ কারণে প্রথম থেকেই ডায়াবেটিস রোগীর চোখের যত্ন নেওয়া আবশ্যক। ফলে অন্ধত্ববরণের ঝুঁকি কমবে। ডায়াবেটিসের কারণে চোখে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হয়।

সময়মতো ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি শনাক্ত ও চিকিৎসা করা না হলে ডায়াবেটিস রোগীর মারাত্মক বিপদ হতে পারে। এজন্য অবশ্যই নিয়মিত চোখ স্ক্রিনিং করাতে হবে।

এ বিষয়ে ভারতের শার্প সাইট আই হাসপাতালের সিনিয়র রেটিনা কনসালট্যান্ট ডা. সিদ্ধার্থ সাইন জানান, 'প্রায়ই অস্পষ্ট দৃষ্টি বা ঝাপসা দেখার সমস্যা ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে।'

'ক্রমাগত এই সমস্যা বাড়তে থাকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে আমাদের চোখের লেন্স শরীরের বিভিন্ন টিস্যুর মতোই প্রচুর পরিমাণে তরল টেনে নেয়। যা আমাদের ফোকাস করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।'

তিনি আরও জানান, ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের রেটিনায় নতুন রক্তনালী তৈরি হতে পারে। যদি নতুন রক্তনালিগুলো চোখের বাইরে তরলের স্বাভাবিক প্রবাহে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে চোখের গোলায় চাপ তৈরি হতে পারে।

ফলে গ্লুকোমার কারণে অপটিক নার্ভের ক্ষতি হয়। কারণ রক্তে অত্যধিক চিনির কারণে ক্ষুদ্র রক্তনালিগুলো বাধাগ্রস্ত হয় ও রেটিনা তার রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এছাড়া কিছু উপসর্গ যেমন- চোখের সামনে ভাসমান কালো দাগ দেখা বা অন্ধকারে কোনো রং চোখে ভেসে ওঠা ইত্যাদি লক্ষণ মোটেও সুবিধার নয়। এটি হতে পারে ডায়াবেটিসের লক্ষণ।

এ ধরনের পরিবর্তনগুলো যদি চিকিত্সা ছাড়াই চলতে থাকে তাহলে রোগীর স্থায়ী অন্ধত্ব ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

মার্কিন সমীক্ষা অনুসারে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও চোখ সুস্থ রাখার সেরা উপায় হলো-

১. নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল পরিমাপ করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা
২. ধূমপান ত্যাগ করা ও
৩. বছরে অন্তত একবার হলেও চোখ পরীক্ষা করা। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

# হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় গাজর, যেভাবে খাবেন

শীতে গাজর খাওয়ার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। শীতকালীন সবজি হিসেবে গাজর সহজলভ্য। কাঁচা এমনকি রান্না করেও সবজিটি খাওয়া যায়। হাজারো পুষ্টিগুণে ভরপুর গাজরে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ক্যালসিয়ামসহ প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ।

এসব পুষ্টিকর উপাদান ওজন কমানো, হজমের সমস্যা সমাধান, চোখ ও ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে। গাজর বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। জানেন কি? বিটা ক্যারোটিন দেহে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়। যা শরীরের খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়। ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, রক্তে থাকা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে গাজর। এটি এথেরোস্ক্লেরোসিসের (একটি ব্যাধি) বিকাশ রোধেও সহায়তা করতে পারে।

# ব্লাড গ্রুপ অনুযায়ী ডায়েটে কোন কোন খাবার রাখবেন

প্রত্যেকেরই রক্তের গ্রুপ আছে। ব্যক্তিভেদে রক্তের ধরন মূলত ৮টি- ও পজেটিভ, ও নেগেটিভ, এ পজেটিভ, এ নেগেটিভ, বি পজেটিভ, বি নেগেটিভ, এবি পজেটিভ ও এবি নেগেটিভ। জানলে অবাক হবেন, রক্তের গ্রুপের উপর ভিত্তি করে ডায়েট স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে এর সত্যতা কতটুকু?

প্রাকৃতিক চিকিত্সক ড. পিটার ডি'আডামোর 'ইট রাইট ফর ইওর টাইপ' নামক বইটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি পাঠকদের রক্তের প্রকারের ডায়েটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

এ ধরনের ডায়েটের পেছনে ধারণা হলো, প্রত্যেকটি খাবার যা খাওয়া হয়, তা রক্তের গ্রুপের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়া করে।

তাই আপনি যদি আপনার রক্তের গ্রুপের জন্য যেসব খাবার প্রযোজ্য সেগুলো খান, তাহলে সেগুলো আরও কার্যকরভাবে হজম হবে ও শরীরে মিলবে সবটুকু পুষ্টিগুণ।

রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী কোন কোন খাবার খাবেন?

টাইপ এ : টাইপ এ ব্লাড গ্রুপের মানুষদের মাংসজাত দ্রব্য খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। তবে ফল, শাকসবজি, মটরশুটি, শিম ও গোটা শস্য তাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ এ টাইপ রক্তের 'সংবেদনশীল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা' থাকে।

টাইপ বি : সবুজ শাকসবজি, ডিম ও নির্দিষ্ট মাংস খেতে পারে। তবে কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার খান।

# হাঁসের মাংস ভুনা

হাঁসের মাংস খেতে কমবেশি সবাই পছন্দ করেন। বিশেষ করে হাঁস ভুনা খেতে খুবই সুস্বাদু। তবে অনেকেই হাঁসের মাংস রাঁধতে গিয়ে ঝক্কি পোহান।

তারা চাইলে রেসিপি অনুসরণ করে সহজেই রান্না করতে পারেন বিশেষ এই পদ। গরম ভাতের সঙ্গে হাঁস ভুনা খাওয়ার মজাই আলাদা। জেনে নিন রেসিপি-

উপকরণ : হাঁসের মাংস ১টি, পেঁয়াজ বেরেস্তা ২ কাপ, আদা বাটা ও রসুন বাটা ৫ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ৩ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ২ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া ৩ চা চামচ, জিরার গুঁড়া দেড় চা চামচ, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা পরিমাণমতো, লবণ ৩ টেবিল চা পরিমাণমতো, কাঠবাদাম, পেস্ট আধা কাপ, তেল ও ঘি ২ কাপ, দুধ আধা কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, কিসমিস বাটা আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ১০টি ও ও পেঁয়াজ কুঁচি ৮ কাপ।

পদ্ধতি: প্রথমেই হাঁসের মাংস ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর তেল ও ঘি গরম করে তাতে দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন।

আধা চা চামচ চিনি মিশিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে একেক করে এবার সব মসলা দিয়ে দিন। ভালো করে কষাতে হবে।

হাড়িতে তেল ভেসে এলে বাদাম পেস্ট দিয়ে ধুয়ে রাখা প্রায় ২ কেজি মাংস দিয়ে অনবরত নেড়ে নিন। এতেই স্বাদ বেড়ে যাবে তিনগুণ।

এরপর ঢেকে দিতে হবে। ১০ মিনিট পরপর নেড়ে দিতে হবে। এরপর বেরেস্তা ও কিসমিস পেস্ট দিয়ে নাড়তে হবে। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ কম থাকবে।

এই রান্নায় কোনো পানি ব্যবহার করা লাগবে না। ঢাকনা তুলে তরল দুধ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও ১০ মিনিট জ্বাল দিন।

সবশেষে ঘি গরম করে মাংসের উপর ঢেলে দিন। কাঁচা মরিচ ও বেরেস্তা দিয়ে সাজিয়ে রুটি, পোলাও বা সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার মুখে লেগে থাকা হাঁসের মাংস ভুনা।

# লাউ-শিম-টমেটো দিয়ে চিংড়ি মাছ

লাউ চিংড়ি খেতে পছন্দ করেন না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এটি জনপ্রিয় একটি রেসিপি। স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী এই খাবার। তবে লাউয়ের সঙ্গে যদি শিম ও টমোটো মিশিয়ে দেন, তাহলে এর স্বাদ লেগে থাকবে মুখে। জেনে নিন কীভাবে রান্না করবেন সুস্বাদু এই রেসপি:

উপকরণ: লাউ ১টি (মাঝারি সাইজের), চিংড়ি মাছ ১৫০ গ্রাম (ছোটো সাইজের), হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চা চামচ, শুকনো মরিচ ২-৩টি, পেঁয়াজ কুচি ১টি,তেল পরিমাণমতো, তেজপাতা ২-৩টি, লবণ স্বাদমতো, শিম ৫-৬টি ও টমেটো ২টি।

পদ্ধতি : প্রথমে চিংড়ি মাছগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এরপর লবণ ও হলুদ মাখিয়ে মাছগুলো ১০-১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন।

এরপর লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটি পাত্রে রাখুন। এবার চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করে ফোড়ন ও শুকনো মরিচ দিয়ে হালকা নেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন।

পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে গেলে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। মাছ ভাজা ভাজা হলে কেটে রাখা লাউ ও শিম কড়াইতে দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন।

লাউ ও শিম সেদ্ধ হয়ে গেলে দিয়ে দিন টমেটো। এরপর স্বাদমতো লবণ দিয়ে অল্প আঁচে কড়াই উপর ঢাকা লাগিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। ঝোল মাখো মাখো হলে এলে নামিয়ে নিন। এরপর পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে লাউ-শিম-টমেটো চিংড়ি মাছের তরকারি।


জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# পালং শাক দিয়ে চিংড়ি

বাজারে এখন পালং শাক বেশ সহজলভ্য। এর স্বাদে মুগ্ধ ছোট-বড় সবাই। পালং শাক স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী। ওজন কমাতেও বেশ উপকারী এই সবজি।

সাধারণত পালং শাক ভাজিই বেশি খাওয়া হয় সবার। তবে চাইলে এর স্বাদ দ্বিগুণ বাড়াতে মেশাতে পারেন চিংড়ি মাছ। পালং শাক দিয়ে চিংড়ির এই পদ একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে সব সময়। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ : চিংড়ি এক কাপ, পালং শাক প্রয়োজনমতো, তেল পরিমাণমতো, সরিষার তেল ১ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল চামচ , কাঁচা মরিচ ৩টি, লবণ স্বাদমতো ও ধনেপাতা এক কাপ।

পদ্ধতি : প্রথমে হলুদ দিয়ে চিংড়ি মাছ মাখিয়ে ভেজে নিন। এরপর প্যানে তেল গরম করে একে একে রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ ভেজে নিন। তারপর মিশিয়ে দিন পালং শাক। সামান্য লবণ দিতে ভুলবেন না। কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করুন। তারপর শাক সেদ্ধ হলে চিংড়ি মিশিয়ে ভাজা ভাজা করুন।

নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে পরিবেশন করুন মজাদার পালং চিংড়ি। গরম ভাতের সঙ্গে পালং চিংড়ি বেশ মানিয়ে যায়।

# চিকেন রেজালা

প্রায় প্রতিদিনই মুরগির মাংসের বাহারি পদ কমবেশি সবাই খান। মুরগির মাংসের সুস্বাদু এক পদ হলো রেজালা। আর রেজালা মানেই সাদা গ্রেভিতে মজানো নরম তুলতুলে মাংস। যেমন সুন্দর গন্ধ, তেমনই সুস্বাদু রেজালা। খুব সহজে ঘরেই রাঁধতে পারেন এই পদ। জেনে নিন চিকেন রেজালার রেসিপি-

উপকরণ : মুরগি ১টি (বড় টুকরো করা), পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, আদা-রসুন বাটা ২ টেবিলল চামচ, আস্ত কাজুবাদাম ১০-১২টি, পোস্ত বাটা ২ টেবিল চামচ, টকদই ১ কাপ, দারুচিনি ২ টেবিল চামচ, ছোট এলাচ ৪-৫টি, লবঙ্গ ৪-৫টি, আস্ত গোলমরিচ ৮-১০টি, তেজপাতা ১টি, শুকনো মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ১ টেবিল চামচ. কেওড়া জল ১ চা চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, ঘি ২ টেবিল চামচ ও তেল ২ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি : প্রথমে কাজুবাদাম ও পোস্ত মিহি করে বেটে নিন। এবার একটা বড় বাটিতে চিকেন পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন বাটা, দই, লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন ঘণ্টাখানেক।

এরপর প্যানে ঘি ও তেল গরম করে দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ ও তেজপাতা দিয়ে ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বের হলে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে ২০ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করুন।

এরপর ঢাকনা তুলে কাজু, পোস্ত বাটা, ধনে গুঁড়া, শাহি মরিচ গুঁড়া ও সামান্য চিনি দিয়ে ভালো করে চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে নিন মাঝারি আঁচে রাঁধুন ২০ মিনিট। এরপর ঢাকনা খুলে আঁচ বাড়িয়ে রাঁধুন ঝোল ঘন না হওয়া পর্যন্ত।

সবশেষে কেওড়া জল ছড়িয়ে চুলার আঁচ বন্ধ করে ঢেকে রাখুন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু চিকেন রেজালা। রুটি বা পরোটার সঙ্গে দারুন মানিয়ে যায় এই চিকেন রেজালা।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

## পুঁটিদের ধর, বোয়ালদের ছাড়

২০ পৃষ্ঠার পর

আইএমএফ কিছু সঙ্কেত দিয়ে গেছে। যেমন তারা সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার সুযোগে অনেকটাই উদোম করে আমাদের আর্থিক অব্যবস্থাপনার চিত্রটি দেখিয়ে দিয়েছে। তারা যে সংস্কার প্রস্তাব রেখেছে, তাতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সমবায় ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে যে অরাজকতা চলছে, তা স্পষ্ট করা হয়েছে। জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ হাতিয়ে নেয়া ছাড়াও আরো কিভাবে একটি শ্রেণী বিপুল লুটপাটের সুযোগ পেয়েছে এই সরকারের সময়ে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেশের অবকাঠামো খাত। এই সরকারের পুরো মেয়াদজুড়ে এ খাতে বড় বড় প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এগুলোতে প্রথমে বাড়তি ব্যয় ধরা হয়েছে। তারপর নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না করে সেই ব্যয় আবার বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের কোনো ধরনের কাজ না করে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

সড়ক নির্মাণে কিভাবে লুটপাট করা হয়েছে একটি উদাহরণ দিলে সহজে বোঝা যাবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা-মাওয়া চার লেনবিশিষ্ট সড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি এক কোটি ১৯ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে। ভারতে চার লেনের এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে (জমি অধিগ্রহণসহ) খরচ হয় ১১ থেকে ১৩ লাখ ডলার। চীনে এটি আরেকটু বেশি; ১৩ থেকে ১৬ লাখ ডলার। ইউরোপের দেশগুলোতে খরচ হয় ৩৫ লাখ ডলার। একটি সড়ক নির্মাণে আমাদের হুবহু ভারতের মতো ব্যয় হওয়ার কথা। চীনে কিছুটা বেশি হওয়ার কারণে তাদের শ্রমিক, উপকরণ ও জমির দাম বেশি। একই কারণে ইউরোপে সেটা বেশ খানিকটা বেশি। দেখা যাচ্ছে, আমরা সড়ক নির্মাণে ইউরোপের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেছি। উন্নয়ন বলতে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন বোঝাতে চায়। তিন মেয়াদে এ ধরনের মেগা প্রকল্পের ছড়াছড়ি। বিদ্যুতের কুইক রেন্টাল নিয়ে 'কুইক দুর্নীতির' বিষয়টি প্রবাদে পরিণত হয়েছে। একইভাবে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে পর্দা-বালিশকাণ্ড দেখেছি। খবর এসেছে- এ প্রকল্পটি ভারতে নির্মিত একই ধরনের কেন্দ্রের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি খরচে করা হচ্ছে। এই বাড়তি ব্যয় কার পকেটে গেছে? মুদ্রা পাচারের লাখ কোটি টাকা কোথা থেকে এসেছে আঁচ করতে অসুবিধা হয় না।

টিকে উন্নয়নের একটি অনন্য রোল মডেল বলতে হবে। কারণ এমন মডেল বিশ্ব ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়নি। কেউ ধারণাও করতে পারেনি। এখানে গরিব কৃষককে বলতে হবে পুঁটি। অপরাধ না করেও তারা বজ্রকঠিন আইনের গ্যাঁড়াকলে পড়ছে। ১০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হালদারেরা বোয়াল। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্র কোনো আইন প্রয়োগ করছে না। বরং দেশের সম্পদ লুটের পর তাদের পালিয়ে যাওয়ার জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে দরজা। নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

## শেখ হাসিনার জন্য পেট পোড়ে

২২ পৃষ্ঠার পর

গেছেন। আমি তাকে আরো বললাম, একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সখ্য হলে তা আপনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনাকে দিয়ে দেশ জাতির অনেক ক্ষতি হবে। সবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চান। জবাবে তিনি জামায়াত, ইসলামী ব্যাংক, জাকাত বোর্ড ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে যা বললেন ঠিক সেটিই আজ ২০২২ সালে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমি অতি সংক্ষেপে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সম্পর্কে কিছু বলে আজকের শিরোনামের চৌম্বক অংশ বর্ণনা করব। ২০০৯ সালে সংস্থাপন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেলেন এ এস এম আলী কবির যিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, চৌকস ও পুরো সিভিল সার্ভিসের মধ্যে জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। কিন্তু জনাব এইচ টি ইমামের কারণে তাকে ওএসডি করা হলো। ইকবাল মাহমুদ নতুন সংস্থাপন সচিব হলেন বটে; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কিছু প্রভাবশালী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কারণে তিনিও ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারলেন না। এলেন নতুন সচিব সোবাহান সাহেব, যিনি ব্যক্তিগতভাবে ভালো মানুষ; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তদবির ও এইচ টি ইমামের হুকুম এড়িয়ে চলার সামর্থ্য ছিল না। ফলে পুরো সিভিল সার্ভিসে নেমে এলো সীমাহীন অরাজকতা। অনিয়ম দানা বাঁধলো ও একের পর এক বিপর্যয় শুরু হলো। একইভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পরিকল্পনা কমিশন সেই ২০০৯ সাল থেকে কিভাবে পরস্পরবিরোধী কাজ করে শেখ হাসিনার জন্য বর্তমান পরিণতি ডেকে এনেছে তা বলতে গেলে বিরাট এক মহাভারত রচনা করতে হবে।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন বলব কেন আমার শেখ হাসিনার জন্য পেট পোড়ে। কারণ, আমি তাকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যেভাবে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন অনন্য। তার বিচারবোধ ছিল প্রখর। বিবেচনাবোধও ছিল প্রশংসনীয় এবং গণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা ও সহিষ্ণুতা ছিল উল্লেখ করার মতো। কৃতজ্ঞতাবোধ, বিনয়-ভদ্রতা ও আবহমান বাংলার মাতৃত্বের রূপ তার মধ্যে ছিল প্রশংসনীয় পর্যায়ে। শাসনকর্মে দক্ষতা ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার নিয়ন্ত্রণ করে জনগণের কল্যাণ সাধনের স্পৃহা তার মধ্যে ছিল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু কিছু মেধাহীন অতি উৎসাহী লোকজন, কিছু চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ এবং ধোঁকাবাজ কিভাবে শেখ হাসিনার সব সম্ভাবনাকে বর্তমান হালতে রূপান্তরিত করে ফেলল তা চিন্তা করলে মনটি ভীষণ বিষণ্ন হয়ে পড়ে এবং বারবার তার সেই হাসিটির কথা মনে এসে যায়, যার কারণে শুরু হয় পেট পোড়ানি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে হাসিটি আমার মনে আজো দাগ কাটছে সেটি আমি দেখেছিলাম ২০০৯ সালের কোনো এক প্রবল বর্ষণমুখর রাতে তারই সরকারি বাসভবনে। দক্ষিণ অঞ্চলে সে রাতে প্রবল ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হেনেছিল। পরিস্থিতি বর্ণনার জন্য আমি সোজা তার রুমে গেলাম। রাত তখন ১০টা। গিয়ে দেখি তিনি একান্তে তার খাস কামরায় বসে চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রার জনপ্রিয় উপস্থাপক জিল্লুরের সাথে কি যেন আলাপ করছেন। আমাকে দেখে তিনি হঠাৎ খুশি হয়ে গেলেন। বললেন, আরে এমপি সাহেব! আসো আসো বসো। তারপর হাসিমুখে কি যেন বলতে চাইলেন- কিন্তু বলতে পারলেন না। আরেকজন বয়স্ক এমপি ঢুকে এমন প্যাঁচাল শুরু করলেন যে, তার মেজাজ ও মুড নষ্ট হয়ে গেল। আমি তার রুম থেকে বের হয়ে এলাম এবং তার সেই হাসিমাখা মুখ, উষ্ণ অভ্যর্থনা ও না বলা কথাগুলোর কল্পিত চিত্রপট হৃদমাঝারে ধারণ করে নির্বাচনী এলাকার পথে রওনা দিলাম। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য ।নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

## ব্যাংকমালিক হয়ে আমানত লুণ্ঠনের যত কায়দাকানুন

১৮ পৃষ্ঠার পর

তহবিল থেকে ৭১৫ কোটি টাকা মূলধন জোগান দেওয়া হয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক বিশেষ আদেশ জারি করেড়এক ব্যাংকের কাছে অন্য কোনো ব্যাংকের ১০ শতাংশের বেশি মালিকানা না থাকা কিংবা একই সঙ্গে একাধিক ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে না থাকার যে বাধ্যবাধকতা ছিল ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুসারে, তা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ২০২২ সালের জানুয়ারিতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য পদ্মা ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনে লোকসানের তথ্য গোপন রাখার মতো ব্যতিক্রমী সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এ ছাড়া লুটপাটের শিকার বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে বেইল আউট করতে সরকার জনগণের অর্থ আরও বেশি পরিমাণে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। ২০১৮ সালের এপ্রিলে সরকারি সংস্থাগুলোর তহবিলের ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকে রাখার যে বিধান ছিল, সেটা পরিবর্তন করে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়, যার ফলে বেসরকারি ব্যাংকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর তহবিলের ২৫ শতাংশের বদলে ৫০ শতাংশ রাখার সুযোগ তৈরি হয়। শুধু তা-ই নয়, সব ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে বাধ্যতামূলক নগদ জমার হার (সিআরআর) রাখতে হয়, তা-ও ৬.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ কমিয়ে ৫.৫ শতাংশ করা হয়, যার ফলে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর হাতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা অবমুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সিআরআর-এর মতো মুদ্রানীতির গুরুত্বপূর্ণ এই হাতিয়ারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় একটি হোটেলে ব্যাংকমালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাদের দাবির মুখে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিপুল খেলাপি ঋণের সমস্যার সমাধান হিসেবে অনেক সময় এগুলোকে বেসরকারীকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, এখন বেসরকারি ব্যাংকের খোদ মালিকপক্ষ যে জনগণের আমানত খেয়ানত করছেন, তার নিদান কী হবে! আসলে যদি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকির কাজ যথাযথভাবে পালন করতে না পারে, যদি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ না করা ব্যবসায়ীরাই ঠিক করেন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন পদে কারা আসবেন, যদি ক্ষমতা-ঘনিষ্ঠ বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের লাগামহীন খেলাপি ঋণ ও ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা বহাল থাকে, যদি লুটপাটের শিকার সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে বেইল আউট করতে সরকার জনগণের অর্থ ঢালতে থাকে, ব্যাংক কেলেঙ্কারির মূল হোতাদের কারও বিচার ও শাস্তি না হয় তাহলে সরকারি-বেসরকারি কোনো ব্যাংকেই গ্রাহকের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। কল্লোল মোস্তফা লেখক ও প্রকৌশলী, সর্বজনকথা সাময়িকীর নির্বাহী সম্পাদক, প্রকাশিত গ্রন্থ: 'বাংলাদেশে উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি (২০২১)' ।ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# Immigrant Elder Home Care LLC.

# হোম কেয়ার

## ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

## $২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

**নিম্মি নাহার,** ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

## নিউ ইয়র্কে শতবার্ষিকী উদযাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জিজ্ঞাসা

২২ পৃষ্ঠার পর

ম্যানেজার, নির্বাহী ও প্রযুক্তিবিদরা ছয় বিলিয়ন ডলারের মতো অর্থসম্পদ বাংলাদেশ থেকে বাইরে পাঠিয়েছে। এটাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরবের বিষয় বলা যাবে না কোনোভাবেই।

আজকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতদের শতকরা কতজন সহৃদয় চরিত্রবান মানুষ হিসেবে পরিচিত? কতজন ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদী, চামচাগিরির মতো ঘৃণিত জীবনকে বেছে নিয়েছে? সভ্য দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে এথিকস পড়ানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা হচ্ছে না কেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

এককালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবীতে র‍্যাংকিং ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ড রিপোর্ট অনুযায়ী কেন নয় শ সাতাত্তর? এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং কেন দু শ তেষট্টিতে রয়েছে?

নিয়োগ ও প্রমোশনে দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদি, চামচাগিরির প্রভাব কতটা? সুষ্ঠু নিয়োগ ও প্রমোশন হচ্ছে না বলেই কি প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের আজ এই করুণ পরিণতি?

কারিকুলাম আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা রয়েছে কি? সুষ্ঠু সংস্কারের অপেক্ষায় থাকব।

আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে গর্বিত। পৃথিবীতে এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানকার আত্মত্যাগী ছাত্রদের অবদানে একটি ভাষা বিশ্বভাষার মর্যাদা পেয়েছে, একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগামী সৈনিকের ভূমিকা রেখেছে এবং স্বৈরতন্ত্রের পতনে রেখেছে নিদারুণ অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই হলো একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যা এইসব মহান অর্জনে মহিমান্বিত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশচুম্বী খরচ বহন করার মতো সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি এমন হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেখেছে মহান ভূমিকা। আমি গর্বিত।

তথাপি স্বাধীন বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন আত্ম-সমালোচনা এবং তার ভিত্তিতে আমূল সংস্কার।

(২৬ নভেম্বর, ২০২২। নিউইয়র্কে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ, ইনক-এর আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানের মূল বক্তা/কী-নোট স্পিকার ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিয়েন্সের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোস্তফা সারওয়ারের ভাষণকে ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচিত)

## বিএনপি কেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করতে চায় না

২৪ পৃষ্ঠার পর

যাবে না বলে তারা কি সমাবেশের পরেও অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে চায়? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন, এই সমাবেশে যোগ দিতে সারা দেশ থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা কি নির্বিঘ্নে ঢাকায় আসতে পারবেন? ৮ তারিখ থেকে কি সারা দেশ থেকে ঢাকামুখী গণপরিবহন চলবে নাকি ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে? আমীন আল রশীদ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন। দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে


Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

# কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
# KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

**We are Licensed by the IRS CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**ইনকাম ট্যাক্স**
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

**একাউন্টিং**
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

**NEW BUSINESS SETUP**
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

**ইমিগ্রেশন**
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Authorized IRS e-file Provider | Direct Deposit | Admitted to Practice before the IRS | ENROLLED AGENT

Members: NSA, NATP, Member of AICPA, naea, Notary Public

**Representation taxpayers IRS & State tax audit.**

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
**CPA & Enrolled Agent**

**Special Price for W2 File**

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
**MBA in Accounting**
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

**Office Hours:**
**Monday - Saturday**
**10 am - 9 pm**
**Sunday 7 pm**

**Phone: 718-205-6040**
**718-205-6010**
**Fax : 718-424-0313**

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

**37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights**

# ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

**সোনালী ব্যাংক লিমিটেড**
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

## আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মিথ্যা ঘোষণায় বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হয়েছে বললেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এ কারণে ১২১ টাকার ডলার ১১০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। আর আমদানি পর্যায়ে ডলারের দর এখন ১০৩-১০৪ টাকা। কয়েক মাস আগেও এটি অনেক বেশি ছিল। এখন ধীরে ধীরে ডলারের বাজার নিয়ন্ত্রণে আসছে।

গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) অর্থ পাচার নিয়ে প্রতিবেদনে বলেছে, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্য কমবেশি দেখিয়ে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ৭৫ হাজার কোটি টাকা এভাবে পাচার হয়।

রাজধানীর লেকশোর হোটেলে বিআইডিএসের এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। সভাপতিত্ব করেন বিনায়ক সেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) ভাইস চেয়ারম্যান সাদিক আহমেদ।

## রেকর্ড ১০০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্সের পথে ভারত

১২ পৃষ্ঠার পর

মতো উন্নত দেশে অধিক-দক্ষতাসম্পন্ন পদে বেশি সুযোগ পাচ্ছে। যা দেশটির রেমিট্যান্স প্রবাহ তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করছে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, ২০২১ সালে ভারতীয় কর্মীরা বিদেশে ৮৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করে। যা দেশটিকে শীর্ষ রেমিট্যান্স প্রাপক দেশে পরিণত করে। তবে এও বলছে, রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্সের মাইলফলকে পৌঁছানো সত্ত্বেও ২০২২ সালে দেশটির রেমিট্যান্স প্রবাহ হবে জিডিপির মাত্র ৩ শতাংশ।

চলতি বছরে রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির পরেই রয়েছে মেক্সিকো, চীন ও ফিলিপাইন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে ভারতের রেমিট্যান্স প্রবাহ আগামী বছর কমে আসতে পারে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

## ঘরে বসেই প্রবাসীরা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন

১২ পৃষ্ঠার পর

সার্কুলার অনুযায়ী, বিদেশি অর্থ লেনদেনকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশের মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে চুক্তি করতে হবে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা জমা হবে, যা প্রবাসীর মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে টাকায় জমা হবে। বিদেশে কর্মরত প্রবাসীরা যথাযথ ই-কেওয়াইসি পরিপালন করে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবেন। দেশের ব্যাংক মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের সেটেলমন্টে একাউন্ট সুবিধা দেবে। ব্যাংকের বিদেশে থাকা নস্ট্রো হিসাবে অর্থ জমার পর ওই অর্থের সমপরিমাণ টাকা সেটেলমেন্ট হিসাবে জমা হবে।

সংশ্লিষ্টদের মতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নীতিমালার আওতায় স্থানীয় বিকাশ, রকেট, এমক্যাশের মতো মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডাররা বিদেশ থেকে প্রবাসী আয় প্রত্যাবাসনের সুযোগ পাবে, যা অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী আয় প্রত্যাবাসন বন্ধ করতে সহায়তা করবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় দেশে আনার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানামুখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে হুন্ডি প্রবণতা অনেক কমে আসবে বলেও জানিয়েছেন তারা। করোনার সময় অবৈধ চ্যানেল বন্ধ থাকায় ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স অনেক বেশি এসেছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকেই ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমতে থাকে। সক্রিয় হতে থাকে অবৈধ মাধ্যমগুলো। বাড়তে থাকে হুন্ডিপ্রবণতা। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা পদক্ষেপের পরও হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ প্রেরণ থামছে না।

জানা গেছে, বিভিন্ন দেশে হুন্ডি কারবারিদের অপতৎপরতার কারণে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার (প্রবাসী আয়) একটা বড় অংশ দেশে আসছে না। এর পরিবর্তে দেশে আসছে স্থানীয় মুদ্রায় অর্থ পরিশোধ করে দেওয়ার সংকেত কিংবা মেসেজ সংবলিত নির্দেশনা। সেই নির্দেশনা মেনে হুন্ডি কারবারিদের স্থানীয় প্রতিনিধিরা প্রবাসীর স্বজনের কাছে সরাসরি কিংবা তার নিজস্ব মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে অর্থ পৌঁছে দিচ্ছে। মোবাইলে বিশেষ অ্যাপস ব্যবহার করে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল হুন্ডি।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কালবেলাকে বলেন, আমাদের লোকাল এমএফএস বিদেশি কোনো এমএফএসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে। বিদেশি ওই এমএফএসের ওই দেশে একটি অ্যাকাউন্ট থাকবে। সেই অ্যাকাউন্টে প্রবাসীদের ফরেন কারেন্সি ঢুকবে। ওই ফরেন কারেন্সি আমাদের এমএফএস অ্যাকাউন্টের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ঢুকবে। আর আমাদের স্থানীয় এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবাসীর সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে সমপরিমাণ টাকা। হুন্ডি বন্ধ করতেই এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, ২০১০ সালে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১১ সালের ৩১ মার্চ বেসরকারি খাতের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালুর মধ্য দিয়ে দেশে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে বিকাশ। মোবাইল ব্যাংকিং সেবার সিংহভাগই বিকাশের দখলে। এরপর 'নগদ'-এর অবস্থান। বর্তমানে দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৩টি এমএফএস প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ডাক বিভাগের সেবা নগদ এখনো বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পায়নি। তাই নগদ এখনই এই সেবায় যুক্ত হতে পারবে না।-সূত্র কালবেলা


**Sheikh Salim**
*Attorney At Law*

**Accidents- Personal Injury**

Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

**IMMIGRATION-** Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

**Real Estate & Business Law-**
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment



**Law Office of Mahfuzur Rahman**

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

**Appointment : 347-856-1736**
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com



**জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক**

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS

**J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.**

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

# GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

## জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

### Choudhury S. Hasan, M.D.

**Board Certified**

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

**All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia**

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

**Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667**

ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব-১

"ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবি হোক"

আগামী ১৮/১২/২০২২ তারিখে কলকাতায় (যাদবপুরের গরফায়) অনুষ্ঠিতব্য নাট্য উৎসবে **আমেরিকা প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত** রচিত নাটক সমুহ পরিবেশিত হবেঃ

**কলকাতার নাট্যদলের সদস্যদের পরিবেশনা-**

**(১). যাদবপুর দলমাদলঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।**

**(২). গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্য সংস্থাঃ কলংকিত-৭৫.**

**বাংলাদেশের নাট্যদলের সদস্যদের পরিবেশনা-**

**(৩). সারথী থিয়েটার, কুমিল্লাঃ ৭ই মার্চের ভাষন।**

**(৪). দেশ থিয়েটার, সিলেটঃ আমার বাড়ি টুঙ্গীপাড়া।**

**(৫). যুগবাণী থিয়েটার। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহঃ মুজিবনগর থেকে মুক্তিযুদ্ধ।**

**(৬). মুক্তমঞ্চ পরিষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাঃ মুজিব বাইয়া যাওরে।**

**(৭). বঙ্গবন্ধু থিয়েটার, ঢাকাঃ আমার নেতা শেখ মুজিব।**

**সামগ্রীক যোগাযোগ:**

(১). সন্জয় সাহা। কলকাতা। মোবাঃ +৯১-৭০৪৪৬৩৪৬৬৪. (২). বসন্ত বর্মন। কলকাতা। মোবাঃ ৮৩১৭৮২৩১৮২. (৩). কিশোর দত্ত। কলকাতা। মোবাঃ ৯৯৩২৬১৯১২৯. (৪). এজহারুল হক মিজান। বাংলাদেশ। মোবাঃ ০১৬১৭.৮০৮২৮২.

ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব পরিষদ

# মন্দার সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের বৃহত্তম ঋণ কেলেঙ্কারি

১৩ পৃষ্ঠার পর

করেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয় (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, ''এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে, যে ব্যাংক ঋণ দেয় তারা আছে, সরকার আছে তারা কীভাবে না দেখে পারে! তাদের কোনো পক্ষের সহযোগিতায় এটা হয়েছে। কেউ না কেউ লাভবান হয়ে এটা করতে দিয়েছে। এর আগেও হলমার্ক, জনতা ব্যাংকের ঘটনা আমরা দেখেছি, কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই যে টাকা নেয়া হচ্ছে এটা সাধারণ মানুষের টাকা। এভাবে চলতে থাকলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে না।''

আর অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বলেন, ''একটা লোকের হাতে সাত-আটটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে এটা কি বাংলাদেশের সরকার জানে না? সবই জানে। এস আলম গ্রুপের সাথে সরকারের একটি অংশের যোগসাজশ আছে। আর সেই কারণেই তারা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যেতে পেরেছে। আর ব্যাংকগুলো ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তাদের অর্থমন্ত্রীও কিছু বলতে পারে না।''

তার কথা, ''এদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা না বললে কিছু হয় না। তিনি চাইলে এগুলো বন্ধ করা সম্ভব। এই টাকাও ফেরত পাওয়া যাবে। তা না হলে অর্থনীতি আরো বড় ঝুঁকির মুখে পড়বে। দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।''

লুটপাটের টাকা কোথায় যায় : বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জানিয়েছে, গত অর্থ বছরে (২০২১-২২) শতকরা ২০ থেকে ২০০ ভাগ অতিরিক্ত আমদানি মূল্য দেখিয়ে অর্থ পাচারের ঘটনা তারা শনাক্ত করেছেন। এই ধরনের সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা গত অর্থ বছরে আট হাজার ৫৭১টি। এই লেনদেনের সংখ্যা তার আগের অর্থ বছরের চেয়ে ৬২.৩৩ শতাংশ বেশি। তখন এমন লেনদেন হয়েছে পাঁচ হাজার ২০৮টি।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এমন সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছিল তিন হাজার ৬৭৫টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তিন হাজার ৫৭৩টি। এতে স্পষ্ট যে, ব্যাংকিং চ্যানেলে অব্যাহতভাবে অর্থ পাচার বাড়ছে। গত অর্থ বছরে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি রপ্তানির আড়ালে গত অর্থ বছরে পাচার হওয়া অর্থের হিসাব না দিলেও ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে চার হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সোয়া চার লাখ কোটি টাকা।-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

# বাংলাদেশে ব্যাংকের অর্থ কেলেঙ্কারি
# সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমরা বসে নাটক দেখছি বলেছে হাইকোর্ট

ঢাকা: ব্যাংকে অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগের দিকে ইঙ্গিত করে হাইকোর্ট বলেছেন, সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমরা কি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো? এটা কি হয়? আদালত বলেন, এসব অর্থ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন যা করছে তাতে মনে হয়, আমরা নাটক দেখছি। হাততালি দেয়া ছাড়া আর কী করার আছে, না হয় বসে থাকতে হবে। গতকাল বেসিক ব্যাংকের অর্থপাচারের মামলার আসামি মোহাম্মদ আলীর জামিন প্রশ্নে জারি করা রুল শুনানিকালে বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ মন্তব্য করেন। আদালতে মোহাম্মদ আলীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এস এম আবুল হোসেন। দুদকের পক্ষে ছিলেন খুরশীদ আলম খান। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একেএম আমিন উদ্দিন মানিক।

শুনানির সময় আইনজীবী এস এম আবুল হোসেন বলেন, পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও দুদক এ মামলায় চার্জশিট দিচ্ছে না। তাই বিচারও শেষ হচ্ছে না। আমার মক্কেল একজন কেরানি হিসেবে কাজ করেছেন। এখানে তার অপরাধ কী দুদক সেটিও সুনির্দিষ্ট করতে পারেনি। মামলায় টাকা ও সম্পদের যে বিবরণ এসেছে সেখানে আমার মক্কেলের নিয়ন্ত্রণে কিছুই ছিল না। এখানে বিশ্বাস ভঙ্গেরও কিছু ছিল না। এ সময় তিনি বলেন, দুদক দৌড়ায় টাকার পেছনে। দুদক নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি আদালতকে আরও বলেন, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে অপরাধ কী সেটাই দুদক শনাক্ত করতে পারেনি। এ মামলায় এখনো ১০৪ জন আসামি ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ আমার মক্কেল ২০১৯ সাল থেকে কারাগারে আছেন।

এ সময় বেঞ্চের বিচারপতি বলেন, আমরা তো মনে হয় নাটক দেখছি। নাটক দেখে হাততালি ছাড়া আর তো কিছু দেয়ার নেই। হয় হাততালি দিতে হবে না হয় বসে থাকতে হবে। বিচারপতি বলেন, জজ, আইনজীবী আর যে লাখ লাখ চোখ চেয়ে আছে। কেউ কোনো কাজ করতে পারছেন না। কেন সবাই নীরব? সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো?

এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, দুদক ড্রামা (নাটক) করছে। আমার বলার কিছু ছিল না। পরে দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান আদালতে এসে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। পরে আদালত মঙ্গলবার দুদকের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার দিন ধার্য করেন।

এর আগে গতকাল সকালে বেসিক ব্যাংকের ২ হাজার ৭৭ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় আলামত চেয়ে মালয়েশিয়ায় অনুরোধ পাঠানোর তথ্য হাইকোর্টকে জানায় দুদক। হাইকোর্টে দাখিল করা প্রতিবেদনে দুদক জানায়, পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি (এমএলএআর)'র আওতায় মালয়েশিয়াকে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় দায়ের করা ৫৬ মামলার মধ্যে ১২ মামলার আসামি ব্যাংকটির সাবেক কর্মকর্তা মোহম্মদ আলীর জামিন শুনানিতে গত ৮ই নভেম্বর হালনাগাদ তথ্য চেয়েছিলেন হাইকোর্ট। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল প্রতিবেদন দাখিল করে দুদক।- মানবজমিন

# আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও লাগামহীনভাবে খেলাপি ঋণ বাড়ছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

হাজার ৯৩৬ কোটি।

এ হিসেবে দেশে ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ ঋণ বিতরণ করেছিল, এর মধ্যে ২২ দশমিক ৯৯ শতাংশ খেলাপি ছিল। ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও খেলাপি ঋণের বিপরীতে কোনো আয় দেখাতে পারে না। অথচ আমানতকারীকে নিয়মিত সুদ দিতে হয়। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যয়ও বাড়ছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ঋণের অধিকাংশই অনিয়মের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এমন লোকদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে, যারা পরবর্তী সময়ে টাকা আর পরিশোধ করছে না। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দিনে দিনে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ এসব ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। তাদের মতে, গত কয়েক বছরে আর্থিক খাতে নানা রকমের কেলেঙ্কারি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব খেলাপি ঋণের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে আমানতকারী তা ফেরত পাবেন না, এটা খুবই দুঃখজনক। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বলেন, 'আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাদের অবস্থা খারাপ, তাদের মূল সমস্যা সুশাসনের ঘাটতি। এটা এক দিনে হয়নি। অন্তত ৫ থেকে ৭ বছর ধরে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, পরিচালনা পর্ষদের চাপে ঋণ দেওয়া হয়েছে অথবা এ সময় এমডিরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেননি বা সাহস পাননি।

# বিদেশফেরত কর্মীদের এইচআইভি পরীক্ষা করতে হবে - স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

৯ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ) ডা: আশরাফী আহমদ, এনডিসি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রাজেন্দ্র পোখড়া, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা: আহমেদুল কবীর, লাইন ডাইরেক্টর ডা: খুরশীদ আলমসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। সূত্র : ইউএনবি

# ন্যায্য সমাজের পূর্বশর্ত উন্নত মানের গণতন্ত্র-রেহমান সোবহান

৯ পৃষ্ঠার পর

দেখতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ছাড়া কর কমিশন গঠন না করে রাজস্ব বোর্ডকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকে আলাদা করে স্বাধীন করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, মুদ্রা বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে ঋণের সুদের হারে সীমা তুলে দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আগামীতে ভালো সময় এলে তখন ঋণের সুদের হার তুলে দেওয়া যাবে। তিনি জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করছে না। তবে আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার বন্ধে এলসিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। গভর্নর বলেন, রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে হুন্ডি। ডলারের দাম যাই ধরা হোক, হুন্ডিওয়ালারা সব সময় ৫ থেকে ১০ টাকা বাড়িয়ে দেবে। এজন্য হুন্ডি নিয়ন্ত্রণ ও রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ করা হচ্ছে। এমএফএসের মাধ্যমে এখন রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

# CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

## Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

*Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting*
*(Business & Not for Profit)*

**JACKSON HEIGHT OFFICE:**
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

**BRONX OFFICE:**
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

# CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116



# York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372



# DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

## মায়ের ডায়েরি

১৫ পৃষ্ঠার পর

দেশে আজকালের মতো রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু এদিনে শাহিনভাই মাকে সেসময়ের আলোচিত আজাদ প্রডাক্টস-এর একটা ডায়েরি নববর্ষের উপহার হিসেবে দিতেন। মায়ের ডায়েরি লেখার অভ্যাস নেই কিন্তু শাহিনভাই নিয়মিত ডায়েরি লিখেন। মাকে উৎসাহ দিয়েও কাজ হয় না। মা অবশ্য দেশ ছেড়ে আসার সময় যত্ন করে সেসব ডায়েরি বয়ে নিয়ে আসেন। মায়ের খুব মন খারাপ হলে মা আমার পড়ার টেবিলে বসে গুটিগুটি অক্ষরে মন দিয়ে কীসব লিখেন। আমি লুকিয়ে মায়ের কাণ্ড দেখি। মা লিখতে লিখতে উদাস হোন, কখনো চোখের জল ওড়নার আঁচলে মুছেন। ডায়েরি লিখা শেষ হলে আমার ঘরের আলমেরিতে যত্ন করে তুলে রাখেন। মায়ের চেপে রাখা বুকের কষ্টপাহাড় উগলে উঠে গলার কাছটায়, ধরা কণ্ঠে বলেনঃ 'যখন আমি থাকব না, এই ডায়েরী-গুলো তোর হবে'। মায়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। আমি মায়ের চোখেরজল যত্ন করে মুছে দিই কিন্তু মায়ের বুকের ভেতরের কষ্টটার কোন হেরফের করতে পারি না।

শম্পা খালা 'ঘষামাজা' ধরনের সুন্দর। নিজেকে সুন্দর করতে বেচারা রাতদিন পরিশ্রম করে। যদিও ভেতরের স্বরূপ কদর্যে ভরপুর। পরপুরুষের সামনে নিজেকে ঢলেঢঙ্গে মেলে ধরে। রাস্তার মেয়েদের মতো। আমার মায়ের বেয়েল্লেপনা গুন নেই। মায়ের সৌন্দর্য যতটা না তাঁর দেহে তারচে' ঢের বেশি অন্দরে। তবে অন্তরের সৌন্দর্য দেখার মতো ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা সবাইকে দেন না। বাবাকেও সে সামর্থ্য দেওয়া হয় নাই। বাবার মুরোদ নেই মায়ের মতো মানুষের মনোজগতের নাগাল পাওয়া। সে তার অক্ষমতা ঢাকতে শম্পা খালার সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকেন। মাকে চরমভাবে অহোরাত্র অকারণ অপমান করেন। শম্পা খালার বাসায় যখনতখন যাতায়াত করেন। শম্পা খালার স্বামীর সাথে বাবার ব্যবসাবাণিজ্য। তা'ই অকারণ তার বাসায় যাতায়াত বাবার জন্যে বেশ সহজ ছিল। অবশ্য বাবা শুধু শম্পা খালা নন, এমন অগোনতি মেয়েদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন। আমার বোকা মা এদেশে আসার আগে বিষয়টি টের পাননি। মা সহজসরল এবং বিশ্বাসী। বাবা এই সুযোগটা হাতিয়ে নিয়ে নির্ভয়ে বহুগামিতা করে বেড়ান।

মাকে আমি প্রায়ই বলি,' চলো মা, আমরা হিজলতলা গাঁয়ে ফিরে যাই'। মায়ের চোখে মুহূর্তে খুশির রেখায় ঝলমলিয়ে ওঠে। মায়ের চোখে ভেসে ওঠে হিজলের বন,ইছামতী নদীরপাড়, মায়ের বাড়ির পাশের খোলামাঠে ভরে উঠা সরষে-ফুলের হলুদবন, মাঝের-চরের কচুরিপানার বিল,ঝিলের জলের কমল, নানার আশ্রয় প্রশ্রয়। এবং মায়ের খুব কাছের শাহিন ভাই। আরও কতো কী! কিন্তু মুহূর্তে মা মিইয়ে যান। মায়ের কাঁছে এখন হিজলতলা গাঁয়ের সমস্তকিছু খাঁখাঁ শূন্যতায় ঘেরা দুঃস্বপ্নলোক। হিজলতলা গাঁয়ের হিজল বন উজার হয়েছে সেই কবে। নানা-ও পৃথিবী ছেড়েছেন। মায়ের সেই শাহিনভাই, অবশেষে বিয়ে করে শহরে সংসার পেতেছেন। মা বলেনঃ 'হিজলতলা গাঁয়ে এখন ঘুটঘুটে আঁধার। হিজল গাছগুলোর মতো করে আপন মানুষগুলোও ধীরে ধীরে ওগ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছে'। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তাঁর ভেতরের কষ্টপাহাড়টা আঁচ করতে পারি। মা এখন শুধু ফেলে আসা সেসব সুদিনের স্মৃতিগুলি হাতড়ে ফিরে বেঁচে আছেন।

শরতের এই সোনালু রোদে আমার হিমধরা শীত লাগছে। আমি দুহাত বুকের কাঁছে ভাঁজ করে গুঁটিয়ে নিয়ে বসে আছি। মা গরমের দিনেও শীতে চুপসে যেতেন। ঘরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে রাখতেন। আমরা ঘেমে ওঠতাম। শেষমেশ অবশ্য আমার কষ্ট বিবেচনায় তাপমাত্রার স্কেল কমিয়ে নিজের গায়ে সামার জ্যাকেট জড়াতেন। গত দুদিন মা হসপিটালের হিমঘরে। মায়ের কি তীব্র শীতবোধ হচ্ছে? হবে হয়তো। মায়ের উপর থেকে আমার অভিমানটা ধীরলয়ে ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। মা শীতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে।। তাকে কী ভারি একটা কম্বলে জড়িয়ে রাখা যায় না !

এলিজা, আমার বন্ধু। গত দুদিনে স্কুলের সময় ছাড়া বাকিসময়টা আমার পেছন পেছন ঘুরঘুর করছে। এলিজার হিমঘর নিয়ে অভিজ্ঞতা আছে। ওর দাদি গত বছর করোনা রোগে মারা গেলেন। প্রায় দুসপ্তাহ হিমঘরে ছিল। এখন স্কুলসময়। স্কুল থেকে ফিরে নির্ঘাত আমার কাঁছে চলে আসবে। তখন হিমঘরের বিষয়আশয় জেনে নিব।

এলিজা যতক্ষণ আমার কাঁছে থাকে আমি তাবৎ দুনিয়ার অশুভ বিষয় ভুলে যাই। অভিরূপ, মায়ের সাথেও এমনটা ঘটত। মা আমাকে দুনিয়ার দুঃখকষ্ট' ভুলিয়ে দিতে পারতেন। মায়ের ঝুলিতে হাজারো গল্প। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। এলিজাকে মা খুব ভালোবাসতেন। এলিজাও আমার মাকে নিজের মায়ের মতো দেখত । এলিজা, স্বভাবে বেশ চটপটে অস্থির কিন্তু বেচারা গত দুদিনে কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। আমার পাশে এসে ঘুপটি মেরে বসে থাকে।

বাবা ধর্মকর্ম খুব একটা করেন না। কিন্তু গত দু'দিন খুব করে এসব করে বেড়াচ্ছেন। লম্বা আলখেল্লা গোছের পাঞ্জাবী তার গা থেকে নামছে না। শোকপালনের যাবতীয় অভিনয়ে সে খুব ভালো করছে অবশ্য এর মধ্যে আরেক উটকো ঝামেলা তার পিছু ছাড়ছে না। পুলিশ! বারংবার পুলিশের সাথে কথা বলতে হচ্ছে। তাদের সন্দেহ তাকে ঘিরে। বাবার এমন ভয়ে তটস্থ অবস্থায় আমি অভ্যস্ত নই। তিনি সবসময় খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে চলেন। মা চলে যেয়ে বাবাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত একটা অবস্থায় ফেলে গেছেন। বেঁচে থাকা অবস্থায় অবশ্য তার এমন ভগ্ন- অবস্থা প্রাপ্ত্য ছিল। আমার সাথেও অবশ্য পুলিশ কথা বলেছে। বাবা আমাকে নিয়ে ভয়ে আছেন। কারণ অবশ্য স্পষ্ট, আমি মায়ের মতো বোকা নই। পোষ্টমরটেম রিপোর্টে, বাবাকে ফাঁসানোর আলামত পাওয়া যায়নি। তারপরও পুলিশ সহজে বাবাকে ক্ষান্ত দিচ্ছে না। বাবার এমন ভোগান্তি অবস্থাটা দেরিতে হলেও আমি খুব উপভোগ করছি। শুধু মায়ের জন্যে আফসোস হচ্ছে।

গত দুদিন আমার মাথা এলেবেলে ভাবনায় জট বেঁধে আছে। যেমন-মাকে আমার খুব স্বার্থপর মনে হচ্ছে। মা ছাড়া আমার অন্যকোনো আশ্রয় গড়ে ওঠেনি। মায়েরও তদ্রুপ। মা নিজে চলে যেয়ে বেঁচে যেতে চাইলেন! আমার কথা মনে পড়লে মা হয়তো এতোবড় একটা সিদ্ধান্ত নিতেন না। মাকে ছাড়া পৃথিবীতে আমি কী করে বাঁচব, এমন ভাবনা কী মায়ের মনে আসেনি! হয়তো ভেবেছিলেন, শেষ সময়ে। কিন্তু তখন ফিরবার পথ ছিলো না। সে অসহায় মুহূর্তটা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার কষ্টের মাত্রা হয়তো শেষ সময়ে মা টের পেয়েছিলেন। তাইতো ঝুলে থাকা পায়ের নখগুলো ক্ষতবিক্ষত ছিল। বাঁচার জন্যে পাশের দেয়ালটাকে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। জানালার পর্দা পা দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন। আহা! বাঁচার জন্যে কী ভয়ঙ্কর চেষ্টা ছিল,অথচ ঝুলে পড়ার আগে, পরের অবস্থাটা কল্পনাতে আসেনি।

মায়ের প্রতিক্ষণ চিতার আগুনে জ্বলে মরার কষ্টটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। তীব্র অপমানের অসহায় চোখের আমি সাক্ষী। হয়তো ভেবেছিলেন হাজার-বার না-মরে, একবারে চলে যাই। আত্মহত্যা' মানে অন্যকে জিতিয়ে দেয়া। নিজেকে বঞ্চিত করা- নানা বলতেন'। আমি যতদূর জানি, মাও তা বিশ্বাস করতেন।

মায়ের তো অন্তত আমি ছিলাম, আরও অনেকে ছিলেন। নানা চলে যেয়েও মায়ের সাথে আরো বহুগুণে জুড়ে ছিলেন। অন্যদিকে বাবার আদতে কেউ কখনো ছিলো না। বাবা একা। কাউকে একান্ত নিজের করার ক্ষমতা তার নেই। এই সহজ বিষয়টা মায়ের মগজে কেনো ধরল না! বাবার কারণে মায়ের যখন মন খারাপ করত, আমি বলতামঃ 'তোমাকে ধারণ করার ক্ষমতা বাবাকে দেওয়া হয় নাই। তাকে নিয়ে তুমি স্বপ্ন বেঁধ না' । মা, বুঝতেন কি না, জানিনা, ফেলফেল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মাকে আমি খুব বেশি ভালোবাসি, মায়ের সরলতা এবং সততার কারণে। মাকে আমি বহুবার জড়িয়ে ধরে বলেছিও, 'তুমি ছাড়া আমার পৃথিবী অচল'। মায়ের অপমানের যন্ত্রনার কাছে আমার প্রতিশ্রুতিরা হয়তো মাকে সঠিক পথের ঠিকানা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

এলিজা'র মা নেই। ভুল বললাম, আছে কিন্তু তার সাথে এলিজা'র কখনো যোগাযোগ হয়নি। ওর মায়ের একটা চিঠি আছে ওর কাছে। সেখানে ওর বয়স আঠার হলে ওকে তার কাঁছে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। আমার মা এলিজা'র দুঃখে চোখের জল ফেলতেন। এলিজা অবশ্য মাকে বুঝাতেন। ওর যখন আঠার হবে তখন সে মায়ের কাঁছে চলে যাবে। মা সেসব প্রতিশ্রুতি মেনে নিতে চাইতেন না। আজ আমার খুব করে মনে হচ্ছে, মা তো এলিজা'র মতো আমাকে একটা বছর অবধি স্বপ্নে আটকে রাখার পথও খুলে রেখে গেলেন না। এলিজা'র মা নেই বলে, মা ঠিক আমার মতো করে ওকে আদর করতেন। ওরা আমাদের পড়শী। আমরা একসঙ্গে একই স্কুলে পড়ি। একসাথে স্কুলে আসা যাওয়া করি। আমার মায়ের গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই। বাবা চাইতেন না বলে মায়ের লাইসেন্স পাওয়া হয় নাই। মা আমাদের সাতসকালে হেঁটে স্কুলে দিয়ে আসেন, স্কুল শেষে নিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। এসময়ে মা এলিজার হাতটা শক্ত করে ধরে রাখতেন। এলিজা আমার মাকে হারিয়ে শোকার্ত, ওর চোখ দু'টো কান্নার সামাল দিতে ফুঁলেফেঁপে লাল টকটকে হয়ে আছে।

আমি চোখে বন্ধ করে লেকের ধারের বেঞ্চিতে বসে আছি। এলিজা আমার হাত ধরে বসে থাকে। ওক গাছ বেঁয়ে বেশকটা কাঠবিড়ালি আবুলতাবুল খেলা খেলে যায়। একলাফে একদম মগডালে উঠে, খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার ভোঁ দৌড়ে নিচে নেমে আসে। লেকের পানিতে রাজহাঁসের দল প্রতিদিনের মতো মাথা জলেরতলে গুঁজে খাবারের খোঁজে। মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতায় শিরশিরিয়ে কাঁপন ধরে। আকাশজুড়ে ধবল বকের ডানার মতো মেঘের বহর উড়ে উড়ে বহুদূরের পথে চলে যায়।

চারপাশের প্রকৃতির আয়োজন সেই আগের মতোই আছে। একবিন্দু নড়চড় নেই। কেবল মা বহুদূরের অজানা পথে চলে গেল। আজ বিকেলে আরও দূরে, যেখানে ফেরত আসার পথ রুদ্ধ সেখানে চলে যাবে। মা কি সবকিছু ভেবেচিন্তে এমনটা করল! মা, একা অন্ধকার ঘরে থাকতে ভয়ে পেত। অনেক কিছুতেই মায়ের ভয় ছিল। বাবার সাথে সামান্য বাক্য বিনিময়ে মা ভয়ে চুপসে যেত। সে এমন ভয়ঙ্কর অচেনা পথে হাঁটবার সাহস পেল কোথা থেকে! ভাবনাগুলো আমাকে মাকড়সার জালের মতো অবরুদ্ধ করে রেখেছ।

বাবা শোকের চিহ্ন ধরে রাখতে কালোর উপর রূপালি জরির কাজ করানো পাঞ্জাবী গায়ে জরিয়েছেন। গতবছর ইদের সময় মা নিজের শাড়ির সাথে মিলিয়ে বাবার জন্যে পাঞ্জাবীটা নিয়েছিলেন। মায়ের শাড়ি ভাঁজভাঙ্গাহীন হয়ে পড়ে আছে ক্লোজেটে। হয়তো আজকের দিনে বাবার এই রঙটা লাগবে মায়ের এমন মনে হয়েছিল কিনা ! মা একটু আগবাড়িয়ে আমাদের দেখভাল করতেন। অসম্ভব ভালোবাসার ক্ষমতা ছিল। কাউকে নিয়ে কখনো অভিযোগ করতেন না। মায়ের চারপাশের মানুষগুলো ছিল প্রায় সবাই সমান দরের লোক। মা ছিলেন ব্যতিক্রম। মায়ের সমমনা মানুষের খোঁজ করার অধিকার মায়ের ছিল না। বাবার বেঁধে দেয়া গণ্ডির বাইরে যাওয়া মায়ের বারণ ছিল। বাবার ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদের পরিবারের সাথে মায়ের বাধ্যগত চলাফেরা সীমাবদ্ধ। এসব পরিবারের মানুষগুলোর চলাফেরার ধরনধারণ স্বাভাবিক মানুষজনের চেয়ে একদম আলাদা। এদের হাতে প্রচুর টাকাকড়ি। বিষয়সম্পদের গালগল্প এদের পছন্দের বিষয়। মাকে দেখতাম এসবের মাঝে নিরুপায় হয়ে বসে থাকতেন। কোনো অভিযোগ ছিল না।

শম্পা খালাকে নিয়েও মায়ের সবাক অভিযোগ দেখিনি। তার স্বভাবচরিত্র পুরোশহর জানত, মাও জানতেন কিন্তু ধর্তব্যের মধ্যে নিতেন না। বাবা যখন বাসায় থাকতেন শম্পা খালা সেজেগুঁজে আমাদের বাড়ি ঘুরঘুর করতেন। মা হাসিমুখে তাকে আপ্যায়ন করতেন। তাদের মাঝের নোংরা সম্পর্ক মা ঠিকঠিক টের পেতেন কিন্তু বুঝতে দিতেন না। মাকে বাবার সাথে এবিষয় নিয়ে আমার সামনে অন্তত কোনো ফ্যাসাদে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মায়ের অসম্ভব আত্মসম্মানবোধ ছিল। বাবা মাকে অহরহ অবহেলা করতেন। মানুষের সামনে মাকে অসম্মান করতেন। বাবা ইচ্ছে করে এসব করতেন। দেশে ফিরে যেতে চাপ দিতেন।

শম্পা খালা কুচকুচে কালোর ওপর রূপালি জরির কাজ করা একটা তাঁতের শাড়ি পরেছেন। সকলের পাশে বসে চোখেমুখে মাত্রারিক্ত দুঃখের ছায়া ধরে রাখতে তটস্থ। বাবা কালো পাঞ্জাবীটা পরেছেন। ইদেরদিন সকালে মা বাবাকে পাঞ্জাবীটা বের করে দেন। নিজেও কালো শাড়িটা নামিয়ে আনেন ড্রেসিং রুমে। সে ইদে আমাকেও কালোর ওপর সাদা সুতোয় কাজ করা চমৎকার একটা জামা কিনে দেন। ইদের জামাত শেষে আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা। বাবা হঠাৎ পাঞ্জাবীটা দেখে ক্ষেপে যান। ষাঁড় যেমন লাল রং দেখলে ক্ষেপে যায় বাবার আচরণটাও ছিল তার অভিরূপ। বাবা, মায়ের যে কোন আগ্রহকে নিমিষে নিষ্প্রভ দিয়ে সুখ পান। বাবা তখন বলেছিলেন রঙটা তার পছন্দ নয়। মায়ের পছন্দের রং কালো। বাবার পছন্দের রং আমি জানি না। বাবা খোলাসা করে তার কিছুই আমাদের বলেন না। হয়তো বাবার সব রং পছন্দ শুধু মায়ের পছন্দের রং কিংবা পছন্দ ছাড়া। পাঞ্জাবীটা বাবাকে আসলেই খুব মানিয়েছে কিন্তু আফসোস, মা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলেন না। সেবার আমাদের ইদ হলো না। আমার আর মায়ের। বাবা হাতের কাঁছে যে পাঞ্জাবীটা পেলেন গায়ে জড়িয়ে ইদ জামাতে চলে গেলেন। জামার শেষে শম্পা খালার বাসায় সময় কাটালেন। আমি আর মা চুপচাপ ঘরে বসে রইলাম।

মাকে হিমঘর থেকে অবশেষে বের করে নিয়ে আসা হয় গোরস্থানে। আমি, বাবা এবং আরও অনেকে মায়ের জন্যে অপেক্ষায় থাকি সেখানে। বাদ আসর মায়ের জানাজা শেষে এখানে দাফন হবে। আমি কিংবা মা আগে কখনো এস্থানে আসিনি। মায়ের কবরস্থান বিষয়ে খুব ভয় ছিল। মায়ের মতো আমারও খুব ভয়। হাই'ওয়ে একপাশে কবরস্থান। বহুবার এ পথে আমরা গিয়েছি। মা আমার চোখ চেপে ধরে থাকতেন, যেন আমি ওদিকে না তাকাই।

মায়ের মুখটা শেষবারের জন্য আমাকে দেখাতে কেউ আগ্রহ দেখায় না। অপঘাতে চলে যাওয়া মুখের আদল পুরোটাই বদলে যায়। আমি অবশ্য আগবাড়িয়ে দেখতে চাইনি। মায়ের রূপ আমার চিরচেনা, সেটাই আমৃত্যু আমি ধরে রাখব।

মাকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে কবরে নামানো হলে বাবা আমাকে অনেকটা জোর করে কাঁছে নিয়ে যান। আমি একমুঠ বালুমাটি হাতের মুঠে পুরে নিয়ে মায়ের ওপর ছড়িয়ে দিই। এরপর একটু একটু করে উপর থেকে হাজার মুঠ মাটিতে মায়ের কাফন জড়ানো দেহটা মাটির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

গত দুদিনে আমার চোখে একফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরেনি। সমস্ত কষ্টটা বুকের ভেতের পাথর হয়ে জমাট বেঁধে ছিল। আজ এমুহূর্তে মাকে মাটির গভীরে তলিয়ে যেতে দেখে সে কষ্টগুলো আষাঢ়ের অঢেল বৃষ্টির মতো দুচোখ বেঁয়ে অবিরত ঝরতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম এ মুহূর্ত থেকে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। যাকে আজ হারালাম তার চেয়ে বেশি আর কী-ইবা হারানোর আছে আমার! আমার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

বাড়ি ফেরার আধঘণ্টা পর পুলিশের তিন- তিনটে গাড়ি আমাদের বাড়ির পার্কি লটে এসে ভিড়ে। আমি বাড়ির সম্মুখের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াই। মাথার উপর বিছিয়ে থাকা আকাশে আজ বড্ড নীল-রঙের ছড়াছড়ি। শেষ বিকেলের আহ্লাদি রোদটা বারান্দার পাশে মায়ের ফুলবাগানে মৃদু আবেশ ছড়িয়ে যায়। ফুলের ওপর নানান রঙের প্রজাপতি পাখনা তুলে নেচে বেড়ায়।

পুলিশ প্রধান সহাস্যে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। সঠিক সময়ে মায়ের ডায়েরীটা তার হাতে দিয়েছিলাম বলে, বিশেষ ধন্যবাদ জানান। বাবার হাতে হাতকড়াটা শক্ত গিঁটে লাগিয়ে তাকে পুলিশের বিশেষ ভ্যানে তুলে নেন। মাকে আত্মহননের পথে যেতে বাবার বিশেষ ভূমিকা, সবিস্তারে মা তার ডায়েরিতে লিখে রেখে যান।

ফ্লোরিডা, নভেম্বর ২০২২

## প্রবাসীদের জন্য বিশ্বের সেরা ও সবচেয়ে বাজে শহর

১৪ পৃষ্ঠার পর

৭। বাসেল, সুইজারল্যান্ড : প্রবাসীরা অর্থনৈতিক অবস্থা, চাকরি এবং জীবন মান নিয়ে সন্তুষ্ট।

৮। মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া : সহজেই এ শহরের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া যায়।

৯। আবুধাবি, আরব আমিরাত : দারুণ স্বাস্থ্য এবং আমলা ব্যবস্থা।

১০। সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর : সহজ সরকার ব্যবস্থা, ভালো অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নিজের ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে।

যে কারণে এই ১০টি শহর প্রবাসীদের জন্য আদর্শ নয়ড়

১। জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা : নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে প্রবাসীদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর।

২। ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি : ডিজিটাইজেশন, সরকার এবং ভাষা নিয়ে সমস্যা আছে।

৩। প্যারিস, ফ্রান্স : রেস্তোরাঁ এবং বিনোদনের জন্য সেরা। কিন্তু পণ্যের দাম বেশি হওয়ায় সবাই তা ভোগ করতে পারেন না।

৪। ইস্তাম্বুল, তুরস্ক : বিদেশীদের কাজ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাজে শহর।

৫। হংকং, চীন : হতাশাজনক পরিবেশ এবং কাজের চাপ বেশি।

৬। হ্যামবার্গ, জার্মানি : প্রবাসীরা এখানে খুশি নয়। কারণ শহরটি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। এখানে বন্ধু পাওয়া বেশ কঠিন।

৭। মিলান, ইতালি : অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। কাজের পরিবেশও কঠিন।

৮। ভ্যানকুভার, কানাডা : বাড়ি ভাড়া/বাড়ির দাম অনেক বেশি এবং স্থানীয়রা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

৯। টোকিও, জাপান : শহরের ব্যবস্থা বুঝতে সমস্যা। তবে জীবন মান অনেক উন্নত।

১০। রোম, ইতালি : জীবন মান উন্নত নয়। তবে এখানকার প্রবাসীদের মনে হয় তারা যেন তাদের নিজ শহরেই আছেন। সূত্র: এনডিটিভি

## ফখরুল সাহেব, আপনাদের মিটিংয়ে কেউ ডিস্টার্ব করবে না - ওবায়দুল কাদের

১০ পৃষ্ঠার পর

হবে। হাওয়া ভবনের আরেক নাম খাওয়া ভবন। তারেক রহমান ওয়ান ইলেভেন সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি রাজনীতি করবেন না বলে লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করেছেন। হওয়া ভবন থেকে কত টাকা পাচার হয়েছে তার হিসাব হচ্ছে, সব ফেরত আনা হবে।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, ফখরুল সাহেব এখন নাটক শুরু করেছেন। সমাবেশ দিয়ে সাত দিন আগে থেকে নাটক শুরু করে। বলে সরকার বাধা দিচ্ছে। অথচ তারা সাত দিন আগে থেকে হান্ডি-পাতিল, মশার কয়েল আর বস্তা ভরে টাকা নিয়ে সেখানে যায়।

তিনি বলেন, বিএনপি মুক্তিযোদ্ধাকে বিশ্বাস করে না, এদের মুখে মধু অন্তরে বিষ। আমরা রাজশাহীতে বলে দিয়েছি পরিবহন ধর্মঘট হবে না। শেখ হাসিনা বলেছেন ঢাকায় ও কোনো পরিবহন ধর্মঘট হবে না। ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচন প্রমাণ করে দেবে কারা জয়ী হবে। সরকারের পতন চেয়ে লাভ নেই।

দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখনও অনেক রাষ্ট্রের চেয়ে ভালো আছে। শেখ হাসিনা যতদিন আছে বাংলাদেশ ততদিন ভালো থাকবে। শেখ হাসিনার সরকার আরেকবার দরকার।

এর আগে গোপালগঞ্জ পৌরপার্কে বেলা ১২টা ১০ মিনিটে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মাঠে নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শেখ ফজলুল করিম সেলিম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, সংরক্ষিত নারী আসন-২৫ এর সংসদ সদস্য নার্গিস রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম মাহাববু আলী খানকে সভাপতি ও জিএম সিহাবউদ্দিন আজমকে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা আওয়ামী লীগের পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন।

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

### কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

## ঢাকায় ১০ ডিসেম্বরের সমাবেশ, প্রস্তুত বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও পুলিশ

১০ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির আহ্বায়ক আবদুস সালাম বলেন, "আমরা বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে দেখেছি পরিবহন ধর্মঘটসহ সরকারের নানা বাধার মুখেও লাখ লাখ মানুষ হাজির হয়েছেন। ঢাকার সমাবেশেও তাই হবে। যতই বাধা দিক সরকার যেকোনো উপায়ে মানুষ আসবেই। আমাদের সমাবেশের প্রস্তুতির কাজ চলছে।"

তার কথা,চআমরা তো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান চাইনি। সরকার সেখানে করতে বললেই আমরা করব কেন? আমরা নয়া পল্টনে দলীয় অফিসের সামনেই সমাবেশ করব। পুলিশ নিরাপত্তার কথা বলছে। কিন্তু আমরা তো মনে করি পার্টি অফিসের সামনেই আমরা নিরাপদ থাকব।"

তিনি বলেন,চ১০ ডিসেম্বর সমাবেশ ছাড়া আমাদের আর কোনো পরিকল্পনা নাই। সমাবেশে দলের মহাসচিব পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। আর সমাবেশ ঢাকা বিভাগের। সারাদেশের নয়।"

এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বৃহস্পতিবার পুলিশের আইজির সঙ্গে দেখা করে, গায়েবি মামলা বন্ধ ও নেতা-কর্মীদের হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রস্তুত হচ্ছে আওয়ামী লীগ : আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানাগেছে, বিএনপির সমাবেশকে সামনে রেখে ১০ তারিখের আগেই তারা ঢাকা অবরুদ্ধ করে ফেলবে। ঢাকার প্রবেশ পথগুলোতো তারা অবস্থান নেবে আর ঢাকার আশপাশের জেলা ও উপজেলায় তারা সমাবেশ মিছিলের মাধ্যমে সক্রিয় থাকবে। ঢাকার ওয়ার্ডে দলীয় নেতা-কর্মীরা অবস্থান নেবে। সড়কগুলোতেও তারা সক্রিয় থাকবে। আর সেজন্য এখন ঢাকার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তারা নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করছেন। কলাবাগানের বসিরউদ্দিন রোড ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন বলেন,চএখন আমরা প্রতিদিনই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সভা করছি। ১০ তারিখে আমাদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে নেতারা আমাদের জানাচ্ছেন।"

তিনি জানান, "এখন পর্যন্ত আমরা যে নির্দেশ পেয়েছি তাতে আমরা ঢাকার সব ওয়ার্ডে ওইদিন অবস্থান নেব। ছোট ছোট মিছিল সমাবেশ করব। আর ঢাকায় প্রবেশের সবগুলো পথে ওইদিন আমাদের অবস্থান থাকরবে। সেখানেও সমাবেশ ও মিছিল হবে।"

তার কথা,চনগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা ও যেকোনো ধরনের নাশকতা ঠেকাতে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে, ১০ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর উত্তরের অধীনে ২৬টি থানা ইউনিট, ৬৪টি ওয়ার্ড ও ৮০২টি ইউনিট এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের অধীনে ২৪টি থানা ইউনিট, ৭৫টি ওয়ার্ড ও ৬০৫টি ইউনিটের নেতাকর্মীরা পাহারা বসাবে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ৯ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণে স্টেডিয়ামের ২নং গেইটের সামনে সমাবেশ করবে। একই ধরনের সমাবশ করবে ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগ।

১০ ডিসেম্বর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সাভারের মির্জা গোলাম হাফিজ কলেজ মাঠে জনসভা করবে। রাজধানীর প্রবেশমুখ সাভার, উত্তরা, ধোলাইপাড়, শনির আখড়া, গাবতলী, আমিনবাজার, গাজীপুরের টঙ্গী, মুন্সীগঞ্জ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে ব্যাপক শোডাউন করবে ঢাকা জেলার নেতাকর্মীরা। সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে সমাবেশ করবে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ। যাতে করে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা বিএনপির নেতা-কর্মীদের আটকে দেওয়া যায়। এইসব কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠন অংশ নেবে।

এদিকে পুলিশ বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকায় বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। ঢাকার প্রবেশপথ ও চেকপোস্টগুলোতে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ছে। জানা গেছে, ঢাকার হোটেলগুলোতে তারা ব্যাপক তল্লাশি চালাবে। বস্তি এবং ঢাকার প্রান্তীয় অঞ্চলেও অভিযান হবে। যানবাহনেও তল্লাশি শুরু হবে। ১০ তারিখের আগে থেকেই ঢাকার প্রবেশ মুখগুলোতে তল্লাশির জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। আর ঢাকার আশপাশের জেলা ও উপজেলায়ও পুলিশকে সতর্ক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ঢাকার আবাসিক এলাকাগুলোতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা আছে।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ১০ ডিসেম্বর কোনো পরিবহন ধর্মঘট না ডাকার জন্য বলেছেন। তবে কয়েকজন পরিবহন নেতা জানান এখনো চূড়ান্ত কিছু বলা যাচ্ছেনা।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আমেদ মান্নাফি বলেন,চ বিএনপি সেহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করতে চায় না কেন? নিশ্চয়ই তাদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে। তাই সাধারণ মানুষের জানামাল রক্ষায় তাদের সঙ্গে আমরা থাকব। আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মী সভা শুরু করে দিয়েছি। ১০ ডিসেম্বর যাতে কোনো অঘটন বিএনপি ঘটাতে না পারে সেজন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর পুলিশ-প্রশাসন তো থাকবেই।"

তিনি জানান,চ৯ ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররম এলাকায় আমাদের সমাবেশ আছে। ১০ তারিখে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমরা থাকব।"

তার কথা,চআমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। এখানো কোনো স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে কোনো নাশকতা করতে আমরা দেবনা। তারা চেষ্টা করলে আমরা তা প্রতিরোধ করব।"-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

## 'অকারণ মাথা ঘামানোই পুরুষতন্ত্র, মুক্তির নাম নারীবাদ'

৮ পৃষ্ঠার পর

আহ্বান জানিয়ে খুশী কবীর বলেন, 'আপনারা মানুষ হন, মানুষকে সম্মান করতে শিখেন। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। একসঙ্গে কেন বাচার চেষ্টা করছি না?'

নারী অধিকারকর্মী ও সাংগাতের সদস্য তপতী সাহা বলেন, '২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পক্ষ পালন করা হয়। এই ১৬ দিনকেই কেন বেছে নেয়া হল সেই ইতিহাস অনেকেই জানেন না। ১৯৬০ সালে ডমিনিক্যাল রিপাবলিক নামে এক দেশে স্বৈরাচারী নেতার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে ঝড় তুলেছিল তিন বোন। সেই তিন নারীর নাম ছিল ম্যাট্রিয়া, মিনারখা, মারিয়া।

গণতন্ত্রের ও নারীর স্বাস্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন সেদিন তারা। তাদের মৃত্যু ইতিহাস হয়েছিল। ২৫ নভেম্বর তাদের হত্যা করে স্বৈরাচারী সরকার। পরে ২০০৯ সাল থেকে নারী নির্যাতন পক্ষ উদযাপন শুরু হয়।' অনুষ্ঠানে নারী অধিকারের ওপর গান পরিবেশন করেন সাংগাতের সদস্য নাহিদ সুলতানা ও তার দল।

নৃত্য পরিবেশন করেন সঞ্জীবনী সুধা, সাংগাত পারফর্মিং স্পেইস বিডি ও মুক্তা ঠাকুর। আবৃত্তি পরিবেশনা করেন রাবিয়া সুলতানা পান্না।

## দরিদ্র দেশগুলোর ওপর ঋণের বোঝা বেড়েছে-নিউ ইয়র্কে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস

৫ পৃষ্ঠার পর

আগামী সপ্তাহে এই বৈঠক হওয়ার কথা আছে।

এ প্রসঙ্গে সেমিনারে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঋণদাতা দেশগুলোর মধ্যে একটি। ফলে সামনে যে বৈশ্বিক সংকট আসছে, তা থেকে নিস্তার পেতে চীনকে যুক্ত করা খুবই প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি। শুরু থেকেই বিশ্বব্যাংক বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করছে, এবার আমরা চীনের সঙ্গে যুগপৎভাবে কাজ করতে চাই। নিউইয়র্ক সিটির ওই সেমিনারে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণদাতা সংস্থা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শীর্ষ নির্বাহী ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা চীনের বৃহত্তম দুই বাণিজ্যিক ব্যাংক চায়না ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়নার কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। চীনের এই দুই ব্যাংক বিশ্বের বড় ঋণদাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশের পক্ষে অধিকাংশ বৈদেশিক ঋণ এই দুটি ব্যাংকই সরবরাহ করে।

## ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কমেছে খ্রিস্টান, বেড়েছে মুসলিমদের সংখ্যা

৫ পৃষ্ঠার পর

২০২১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের শতকরা ৪৬.২ ভাগ মানুষ অর্থাৎ ২ কোটি ৭৫ লাখ মানুষ নিজেদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ২০১১ সালে এই হার ছিল শতকরা ৫৯.৩ ভাগ বা ৩ কোটি ৩৩ লাখ। অর্থাৎ এ সময়ে খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৩.১ ভাগ। দ্বিতীয় গ্রুপটি তাদের কোনো ধর্ম নেই বলে বর্ণনা করেছে। তাদের সংখ্যা এক দশক আগে ছিল ২৫.২ ভাগ। ২০২১ সালে এ সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৭.২ ভাগ। এক দশক আগে এমন মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪১ লাখ।

তা ২০২১ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২২ লাখ। নিজেদেরকে যারা মুসলিম দাবি করেন ২০১১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪.৯ ভাগ। ১০ বছর সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫ ভাগ। ২০১১ সালে মুসলিমদের মোট সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ। ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে তা হয়েছে ৩৯ লাখ। অন্যদিকে হিন্দুদের আনুপাতিক হার ১.৫ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১.৭ ভাগ। শিখ জনগোষ্ঠী ২০১১ সালের শতকরা ০.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ০.৯ ভাগে। বৌদ্ধদের সংখ্যা শতকরা ০.৪ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৫ ভাগে। অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকদের তথ্য এসব। প্রায় ২৫ হাজার মানুষ ২০২১ সালে বলেছে, তারা জৈন। ১০ বছর আগে তাদের সংখ্যা কত ছিল সে তথ্য পাওয়া যায় না।

খামার বাড়ি
KHAAMAR BAARI
খামার বাড়ি
একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
● লাইভ ফিশ ● ফ্রোজেন ফিশ ● হালাল মাংস ● তাজা শাক-সবজি ● গ্রোসারী সামগ্রী ও মশলাপাতি

37-18, 73RD STEET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868 EMAIL: khaamarbaari@gmai.com

## পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক।'

তিনি বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পশ্চাৎপদ পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনেন এবং পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সম-সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের জুন মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান সমূহে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।'

পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ ও পর্যটন শিল্পের প্রসারে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য জেলাসমূহ পিছিয়ে পড়া কোনো জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার।

তিনি বলেন, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি চুক্তির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধামন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো ও মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে ৪২টি সেতু উদ্বোধন করেছি। আমরা পার্বত্য অঞ্চলের সকল বেইলি ব্রিজ অপসারণ করে অচিরেই নতুন সেতু নির্মাণ করে দিব। রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত ভূমি কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য এলাকার যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না সেসব এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নারী ও শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, পার্বত্যবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং গবেষণাসহ তাদের সাথে সমতল ভূমির জনগণের সেতুবন্ধন স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকার বেইলী রোডে প্রায় দুই একর জমির ওপর একটি শৈল্পিক ও নান্দনিক কমপ্লেক্স 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র' নির্মাণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।সূত্র : বাসস

## ড. কামাল হোসেন 'রহস্যপুরুষ' বললেন ওবায়দুল কাদের

৯ পৃষ্ঠার পর

বলেন না। নিজে অর্থ পাচার করে আপনার ইহুদি জামাতার মাধ্যমে কত কোটি টাকা পাচার করেছেন দেশের মানুষ তার হিসাব চায়। ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আদালতে গিয়ে তারপর আদেশ নিয়ে ট্যাক্স জমা দিয়েছেন। তিনি এখন শেখ হাসিনাকে কটাক্ষ করে বড় বড় কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, কামাল হোসেন সাহেব, আমরা তো জানতাম আপনার পকেটে সবসময় একটা ভিসা থাকে। হঠাৎ হঠাৎ এই আছেন এই নেই। দলের লোকেরাও বলে। এই হলো ড. কামাল হোসেন। এক এগারোতে কী ভূমিকা আপনাদের ছিল? সে দিন জরুরি সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করে আপনারা এখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সরকার গঠন মাইনাস করে পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই রঙ্গিন খোয়াব রয়েই গেছে। আজও আবার তত্ত্বাবধায়কের নামে জরুরি সরকার চাইছেন? তত্ত্বাবধায়কের ভূত মাথা থেকে নামান।

বিএনপির উদ্দেশে কাদের বলেন, আপনাদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আপনাদের পছন্দ নয়, পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে সেই জায়গা আপনাদের পছন্দ নয়। তারা (বিএনপি) এখন জঙ্গি-অস্ত্রবাজদের মাঠে নামিয়েছে। আমাদের কাছে খবর আছেড় বস্তায় বস্তায় টাকা আসে দুবাই থেকে।

পাচারের বিরুদ্ধে খেলা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারেক সিঙ্গাপুরে টাকা পাচার করেছে। এখনও যারা পাচার করছে তাদের খবর আছে। শেখ হাসিনা কাউকে ক্ষমা করবেন না।- সূত্র ঢাকা পোষ্ট

## রিজার্ভ চুরির তদন্ত প্রতিবেদন শিগগির- সিআইডি প্রধান

১২ পৃষ্ঠার পর

মামলাটি সিআইডি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। রিজার্ভ চুরির সঙ্গে যে তিন-চারটি দেশের সংযোগ রয়েছে, সেসব দেশের কাছে আমরা তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। সেখান থেকে তথ্য এলেই আমরা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা নেবো।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে সুইফট কোডের মাধ্যমে ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় ১০১ মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। এরমধ্যে দুই কোটি ডলার চলে যায় শ্রীলঙ্কায় এবং আট কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইনের জুয়ার আসরে। এই টাকা উদ্ধারে একটি মামলা করার সিদ্ধান্ত হলেও এখনও মামলা দায়ের করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন

## খুলনা-৪ আসনের এমপি সালাম মুর্শেদীর গুলশানের সেই বাড়ি অবৈধ

৮ পৃষ্ঠার পর

মুর্শেদী এ বাড়িটিতে অবৈধভাবে দখল করে আছে।

রিট আবেদনে বলা হয়, রাজধানীর গুলশান-২'র ১০৪ নম্বর সড়কে সিইএন(ডি)-২৭-এর ২৯ নম্বর বাড়িটি ১৯৮৬ সালের অতিরিক্ত গেজেটে 'খ' তালিকায় পরিত্যক্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত। কিন্তু আব্দুস সালাম মুর্শেদী সেটি দখল করে বসবাস করছেন।

রিটে ২০১৫ সালের ১৩ এপ্রিল, ২০১৬ সালের ২০ জানুয়ারি ও চলতি বছরের ৪ জুলাই রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যানকে দেওয়া গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তিনটি চিঠি যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেওয়া চিঠিতে পরিত্যক্ত বাড়ির তালিকা থেকে বাড়িটি অবমুক্ত না হওয়ার পরও আব্দুস সালাম মুর্শেদী কীভাবে বাড়িটি দখল করে আছেন, রাজউক চেয়ারম্যানের কাছে এ ব্যাখ্যা চেয়েছিল পূর্ত মন্ত্রণালয়। কিন্তু রাজউক চেয়ারম্যান সে চিঠি আমলে না নেওয়ায় ফের ৪ জুলাই চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে বলা হয়, পরিত্যক্ত বাড়ির তালিকা থেকে ভবনটি অবমুক্ত না হওয়ার পরও কীভাবে রাজউক চেয়ারম্যানের দপ্তর থেকে সেটির নামজারি ও দলিল করার অনুমতি দেওয়া হলো, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু রাজউক চেয়ারম্যান সে ব্যাখ্যা দিতে অনীহা দেখিয়েছেন।

রিট আবেদনে এ অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশনা চাওয়ার পাশাপাশি পরিত্যক্ত বাড়ি দখলের কারণে আব্দুস সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে বিবাদীদের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, জানতে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে।

রিটে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব, রাজউক চেয়ারম্যান, দুদক চেয়ারম্যান, ঢাকার জেলা প্রশাসক ও আব্দুস সালাম মুর্শেদীকে বিবাদী করা হয়েছে। সূত্র কালবেলা

## পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

সুতরাং, প্রযুক্তিগত ভাবে, বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম বিশ্ব আরএমজি রপ্তানিকারক দেশ এবং ভিয়েতনাম চতুর্থ।

ইইউ-এর সম্মিলিত রপ্তানি পরিসংখ্যান দেশভিত্তিক আলাদা করা হলে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং ভিয়েতনাম তৃতীয় শীর্ষ রফতানিকারক হবে। তুরস্ক পঞ্চম এবং ভারত ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। তারপরেই রয়েছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং এবং পাকিস্তান।


আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়নমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার

১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global.

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com

Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

International American University | WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower. | Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York
37-55 72nd St
NY-11372

Michigan
Farid Uddin Shiblu
586-272-3900

California
Abu Zafar Siddiqi
213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul
Country Coordinator
Cell: 01912-912-866
shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency
51/51 A Resourcedful Psltan City
Purana Paltan, Dhaka
01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch
01711 922122
- J. Square Consultency
01973-413258
- Geoplus Consultency
01842-718024
- Green Consultency
001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1
D.T Road, Pahartali,CTG
01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir
01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

## জাহাজভাঙায় আবারও শীর্ষ অবস্থানে বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

২০২২' প্রতিবেদন অনুসারে এর মধ্যে ৫৭ শতাংশ ছিল তেলের ট্যাঙ্কার, ২৫ শতাংশ বাল্ক ক্যারিয়ার ও ৯ শতাংশ তরলীকৃত গ্যাস ক্যারিয়ার।

গত বছরের একই সময়ে বিশ্বের প্রায় ৫৪ শতাংশ তেলের ট্যাঙ্কার, ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ বাল্ক ক্যারিয়ার এবং প্রায় ৫ শতাংশ তরলীকৃত গ্যাসের ক্যারিয়ার বাংলাদেশে ভাঙা হয়। ২০২১ সালে বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, ভারত ও তুরস্ক এই চারদেশে বিশ্বের ৯৬ শতাংশ জাহাজ ভাঙা হয়।

২০২১ সালে বিশ্বে জাহাজভাঙার পরিমাণ ১২ শতাংশ পর্যন্ত কমে ১৫.৩ মিলিয়ন টনে নেমে আসলেও বাংলাদেশে একই সময়ে জাহাজ ভাঙা ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিশ্বে জাহাজ ভাঙার পরিমাণ কমে যাওয়ার পেছনে প্রতিবেদনে বেশকিছু কারণ উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ এর জন্য আরোপিত বিধিনিষেধের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি দেশে বৈদেশিক রিজার্ভ রক্ষায় লেটার অন ক্রেডিটে জাহাজ আমদানি সীমিত করা।

কমেছে বাণিজ্য : প্রতিবেদন অনুসারে ২০২১ সালে বৈশ্বিক সামুদ্রিক বাণিজ্য মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে উঠলেও ২০২২ সালে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে জাহাজ ভাঙা শিল্প। ২০২১ সালে এই শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ। সামগ্রিক চালানের পরিমাণ ছিল ১১ বিলিয়ন টন। ২০২০ সালে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ হ্রাস থেকে ২০২১ সালে ৭ শতাংশ পয়েন্টের উন্নতি ঘটে।

আঙ্কটাডের ধারণা অনুযায়ী, ২০২২ সালে মাঝারি থেকে এক দশমিক ৪ শতাংশ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির মুখ দেখবে সামুদ্রিক বাণিজ্য। ২০২৩ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে গড়ে বার্ষিক দুই দশমিক ১ শতাংশ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হবে যা গত তিন দশকের গড়ে তিন দশমিক ৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধির তুলনায় মন্থর হবে।

ফ্রেইট চার্জ সর্বকালের সর্বোচ্চ : ২০২১ সালে মহামারির কারণে সৃষ্ট জটিলতা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি শিপিং সক্ষমতার ঘাটতি ও বাণিজ্য সরবরাহের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় ফ্রেইট চার্জ রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় জাহাজে মালামাল পরিবহনের খরচ মহামারির আগের সময়ের তুলনায় চারগুণ বেশি ছিল।

২০২২ সালের শুরু থেকে কিছু রুটে মাল পরিবহন খরচ কমতে শুরু করে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে হুট করেই তা নেমে আসে। মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে অস্থিতিশীল ফ্রেইট চার্জ, জাহাজ ও কনটেইনার জট, বন্দর বন্ধ থাকা এবং এরপর নতুন করে চাহিদা বৃদ্ধি সবই জনজীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

'বর্তমান সরবরাহ শৃঙ্খল সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তনগুলো মোকাবেলা করতে শিখতে হবে। এর মধ্যে আছে অন্তর্বর্তী পরিকাঠামো, নৌবহর সারাই, বন্দর কার্যক্রম ও বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধিকরণ', বলেন আঙ্কটাডের সেক্রেটারি জেনারেল রেবেকা গ্রিনিস্প্যান।

প্রতিবেদনের অনুমান অনুসারে ২০২২ সালের প্রথম দিকে শস্যের উচ্চ মূল্য ও ড্রাই বাল্ক পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্যের দাম এক দশমিক ২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে। 'মাল পরিবহনের উচ্চ হারের কারণে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়েছে,' বলেন আঙ্কট্যাডের প্রযুক্তি ও লজিস্টিক বিভাগের পরিচালক শামিকা এন সিরিমানে। সূত্র : মানবজমিন

## 'বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অসুখ গভীর, আস্থাহীনতা দূর করার তাগিদ'

৫ পৃষ্ঠার পর

খাতে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি জোরদার করা জরুরি। দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ খাতে নজর কম। যে কারণে এখানে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রচুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। খেলাপি ঋণ নিয়ে সাবেক গভর্নর আরও বলেন, যে ব্যবসায় ঋণ দিয়েছে, তা যথাযথ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে। অর্থনীতি সংকটের সময় এমন বড় অনিয়ম হলে তা কোনোভাবেই বরদাশত করা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংককে উদ্যোগী হয়ে এসব বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে।

উপরের নির্দেশের জন্য বসে থাকলে চলবে না। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, দেশের কয়েকটি ব্যাংক একসময় খুব ভালো ব্যাংক ছিল। কিন্তু মালিকানা পরিবর্তনের পর তাদের অবস্থা দুর্বল হতে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চয় আগে থেকেই অনিয়মের বিভিন্ন ঘটনা জেনেছে। কিন্তু দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেয়া ব্যর্থতা। ফলে এসব অনিয়মের দায়ও এড়াতে পারে না। তিনি বলেন, দেশের এক নম্বর রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক আগে অন্য ব্যাংকগুলোর কাছে প্রচুর ডলার বিক্রি করতো। কিন্তু এখন নিজের গ্রাহকদের আমদানি দায় মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এক পরিবারকে বিশেষ সুবিধা দিতেই তাদের এ করুণ পরিণতি। তার মতে, ব্যাংক থেকে ঋণের নামে যেভাবে টাকা বের হয়ে গেছে, তার সঠিক তদন্ত হতে হবে এবং ফলাফল জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। এ দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। দ্রুত বর্তমান পর্ষদ ভেঙে দেয়া উচিত। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায়ে যারা অনিয়মে সম্পৃক্ত, তাদের চাকরিচ্যুত করা উচিত। একই সঙ্গে দায়ীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নিতে হবে।সূত্র : মানবজমিন

## আট মাসে ইউরোপে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২৩ শতাংশ

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের। বাংলাদেশ থেকে ১৫.৩৭ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে ইইউ। যেখানে বিশ্ব থেকে তাদের মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৬৭.১৮ বিলিয়ন ডলার।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট পোশাক আমদানির ২২.৮৯ শতাংশ নিয়ে ইউরোপের পোশাক আমদানির দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালের প্রথম আট মাসে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৫.২৬ শতাংশ বেড়েছে। চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পোশাক আমদানির প্রধান শীর্ষস্থানীয় উৎস এবং ২৮.০৬ শতাংশ শেয়ার নিয়ে চীনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৬.৫৯ শতাংশ।

২০২২ সালের জানুয়ারি-আগস্টে চীন থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পোশাক আমদানি ১৮.৮৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পোশাক আমদানির তৃতীয় বৃহত্তম উৎস তুরস্কের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০.৩৮ শতাংশ। তুরস্ক থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমদানি বেড়েছে ১৬.৯৭ শতাংশ।

একই সময়ে ইইউ ভারত থেকে ৩.৫৬ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। ভারত থেকে ইইউর আমদানি আগের বছরের তুলনায় ২৮.৮৫ শতাংশ বেড়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধিসহ অন্য শীর্ষ দেশগুলো হলো কম্বোডিয়া ৪২.২১ শতাংশ, পাকিস্তান ৩১.৩৪ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়া ৩৫.৪১ শতাংশ।

এ বিষয়ে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ইউরোপের বাজারে চীনের পরই বাংলাদেশ তার অবস্থান ধরে রেখেছে। এসময় আমাদের দেশ থেকে ইউরোপের পোশাক আমদানি বেড়েছে এবং সামগ্রীকভাবে ইউরোপের আমদানিও বেড়েছে। চীনের ১৮ বিলিয়ন ডলার আর বাংলাদেশের ১৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ইউরোপে। আগস্ট পর্যন্ত আমরা ভালো অবস্থানে ছিলাম। এরপরই কিন্তু মন্দার দিকে গিয়েছিল রপ্তানি সেটাও ভুলে গেলে চলবে না। এখন সামনের দিকে দেখতে হবে, আগামীর পরিস্থিতি বুঝেই বলা যাবে।

## অ্যামেরিকায় রাষ্ট্রীয় সফরে এসেই কড়া কথা শোনালেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ

৬ পৃষ্ঠার পর

আপনাদের মতো হুবহু সেই সব পণ্যই রয়েছে। আইআরএ আইনের পরিণতি হিসেবে আপনাদের সমস্যার হয়তো সমাধান হবে, কিন্তু তাতে আমার সমস্যা বাড়বে।' পরে ফরাসি দূতাবাসে মাক্রোঁ বলেন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির আরও প্রসারের জন্য অ্যামেরিকার উদ্যোগ ভালো হলেও সে ক্ষেত্রে ভরতুকিই সমস্যা সৃষ্টি করছে। ইউক্রেন সংকট, চীনের প্রভাবপ্রতিপত্তির মোকাবিলার মতো বিষয়ে অ্যামেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা সত্ত্বেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংঘাতের আশঙ্কা নিয়ে তিনি চিন্তিত। ইউরোপের গ্যাস সংকটের সময়ে অ্যামেরিকা থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের কারণে কৃতজ্ঞতা থাকলেও সেই গ্যাসের উচ্চ মূল্যও ইউরোপে ক্ষোভ সৃষ্টি করছে।

ওয়াশিংটনে পৌঁছেই মাক্রোঁর এমন চাঁচাছোলা মন্তব্যের কারণে রাষ্ট্রীয় সফরের তাল কেটে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যে দুই দেশের প্রেসিডেন্টের 'উষ্ণ সম্পর্ক'-ই এই রাষ্ট্রীয় সফরের কেন্দ্রবিন্দু। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জঁ-পিয়ের বলেন, অ্যামেরিকা নির্মল জ্বালানির ক্ষেত্রে উন্নতির যে উদ্যোগ নিচ্ছে, তা ইউরোপীয়দেরও সাহায্য করবে। আইআরএ আইন ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির জন্যও উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনবে এবং ইইউ-র জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করবে।

অ্যামেরিকার ভরতুকি আইন নিয়ে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করলেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বলেন, মতপার্থক্য সত্ত্বেও অ্যামেরিকা ও ফ্রান্সের সম্পর্কের ভিত্তি অত্যন্ত শক্ত। তিনি ঐতিহাসিক এই সহযোগিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। বুধবার তিনি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে নাসার সদর দফতরে মহাকাশে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। মাক্রোঁ চাদে প্রথম ফরাসি মহাকাশচারী পাঠানোর প্রস্তাব দেন। উল্লেখ্য, অ্যামেরিকার 'আর্টেমিস্' কর্মসূচির আওতায় চাঁদে আবার মানুষ পাঠানোর উদ্যোগে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থাও অংশ নিচ্ছে।

## চীন-ইরানকে উদ্বেগজনক রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করল যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

বিবৃতিতে ব্লিনকেন বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার এবং সরকারঘনিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী কেবল ধর্মবিশ্বাসের অজুহাতে সাধারণ জনগণকে হয়রানি করছে, হুমকি দিচ্ছে, কারাগারে বন্দি রাখছে এমনকি হত্যাও করছে।'

'এই ধরনের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায়ি যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চুপ থাকতে পারে না।'

তবে উদ্বেগজনক রাষ্ট্রের তালিকায় থাকা কোনো দেশ যদি এখান থেকে নিজেদের নাম মুছতে ওয়াশিংটনের সহযোগিতা চায়, সেক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসন থেকে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও বিবৃতিতে আশ্বা দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বোরকা ও হিজাব ঠিকমতো না পরার অভিযোগে ইরানের নৈতিকতা পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা ২২ বছরের তরুণী মাশা আমিনির মৃত্যুর প্রতিবাদে গত অক্টোবরের মাঝামাঝি এক অভূতপূর্ব সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় ইরানে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত দেড় মাসের বিক্ষোভে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে প্রাণ গেছে ৩ শতাধিক মানুষের, সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও প্রায় ১৪ হাজার জনকে।

ইরানে ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থী শাসকদের বিরুদ্ধে লংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। দেশটির ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাহা'ই সম্প্রদায়ের লোকজনকে শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ নিপীড়ণের মধ্যে রেখেছে। চলতি বছর এই দমন-পীড়ণ আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একাধিক সংবাদমাধ্যম। সূত্র : রয়টার্স

## মাক্রোঁর যুক্তরাষ্ট্র সফর : ২১৯ বছরের বন্ধুত্ব 'পুনরুদ্ধার'

৬ পৃষ্ঠার পর

জোরালোভাবে করবেন। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ''মাক্রোঁর এ সফর তথাকথিত অকাস চুক্তি নামের অস্বস্তিতে যবনিকা টানবে, যদিও এর মাধ্যমে বিষয়টি যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে তা একেবারেই বলা যাবে না। ১৮০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে লুজিয়ানা বিক্রি করেছিলেন নাপোলিয়ন বোনাপার্টে। সেই যে বন্ধুত্বের শুরু, গত বছর পর্যন্ত সেই সম্পর্ক পুরোপুরি অটুট ছিল।

কিন্তু ২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া ত্রিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি অকাস স্বাক্ষর করলে ফ্রান্স-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে চিড় ধরে। কারণ, অকাস চুক্তিতে বলা হয়, পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন তৈরি এবং মোতায়েনের বিষয়ে অস্ট্রেলিয়াকে সার্বিক সহায়তা করবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এর ফলে জাহাজ নির্মাণকারী সংস্থা ন্যাভাল গ্রুপের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার একটি চুক্তি কার্যত অকার্যকর হয়ে যায়। কারণ, সেই চুক্তিতে বলা হয়েছিল,অস্ট্রেলিয়াকে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরিতে সার্বিক সহায়তা করবে ফ্রান্সের ন্যাভাল গ্রুপ। নাপোলিয়নের সময় থেকে চলে আসা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই যুক্তরাষ্ট্রের এভাবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকে ভালোভাবে নিতে পারেনি ফ্রান্স। ফ্রান্সের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জঁ-ইভস লা দ্রিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের এমন আচরণকে 'পেছন থেকে ছুরি মারার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ইভস বয়ার মনে করেন, মাক্রোঁর এ সফরে যুক্তরাষ্ট্রকে অকাস চুক্তি থেকে সরিয়ে ২১৯ বছরের বন্ধুত্বে ফিরিয়ে আনবে।

## নতুন পারমাণবিক বোমারু বিমান উন্মোচন করল যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

যায়, অন্তত ১০০টি বি-২১ বোমারু বিমান কেনার পরিকল্পনা করেছে মার্কিন বিমান বাহিনী। যার প্রতিটি বিমানের দাম পড়বে ৭০ কোটি ইউএস ডলার। নর্থরপ গ্রুম্যানের মুখপাত্র এমনটা জানান। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং তাইওয়ান প্রণালিতে উত্তেজনার মধ্যেই নতুন এ বোমারু বিমানের উন্মোচন করে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে মস্কো এবং বেইজিং বর্তমানে কৌশলগত স্টিলথ বোমারু বিমান তৈরি করছে। চীনের তৈরি জিয়ান এইচ-২০ এবং রাশিয়ার পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন টুপোলেভ পাক দ্য যুক্তরাষ্ট্রের বি-২১ বোমারু বিমানের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম বলে মনে করা হচ্ছে।

# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যখন বন্ধু ছিল

৬ পৃষ্ঠার পর

এই স্বল্প পরিসরের যুদ্ধই দ্বিতীয় সিনো-জাপানিজ যুদ্ধের সূত্রপাত করে।

চীনের তুলনায় উন্নত প্রযুক্তি, অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম থাকায় খুব দ্রুতই জাপান চীনের ভূমি দখল করে চলছিল। দিনকে দিন জাপানিদের নৃশংসতার মাত্রাও বেড়েই চলছিল। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে জাপানি সৈন্যরা চীনের বাণিজ্যিক নগরী সাংহাই দখল করে নেয়। কিন্তু এটি করতে গিয়ে চীনা সৈন্যদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় জাপানকে। চীনা প্রতিরোধ দমনে আরও নৃশংস হয়ে ওঠে জাপান। তাদের নৃশংসতার জঘন্য একটি উদাহরণ হচ্ছে নানজিং, যে শহরটি জাপানি সৈন্যরা পরের মাসেই দখল করতে গিয়েছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন, আনুমানিক ৬ সপ্তাহের মধ্যে জাপানি সৈন্যরা ২ থেকে ৩ লাখ চীনা সাধারণ মানুষ ও সেনাদেরকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছে।

১৯৩৮ সালে জাপান চীনের আরও দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল দখল শুরু করে। এক পর্যায়ে চীনের পরাজয় শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।দ্য ফরগটেন অ্যালাই: চায়নাস ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২, ১৯৩৭-১৯৪৫ বইয়ের লেখক রানা মিটার বলেন,তাদের (চীনের) কোনো বন্ধু ছিল না, কোনো অস্ত্রও ছিল না। চীনা জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্ট উভয়ই তখন পালাচ্ছিল।

মিত্রশক্তিগুলো চীনকে সমর্থন দেওয়া শুরু করলো : জাপানের বিজয় যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তিগুলো চীনের পাশে দাঁড়ানো শুরু করল। সোভিয়েত একনায়ক জোসেফ স্টালিন ভাবলেন জাপানের ক্ষমতা যদি আরও বাড়ে, তাহলে সেটি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য নিরাপত্তা হুমকি হয়ে উঠবে। স্টালিন যেকোনো মূল্যে চীনে জাপানের পরাজয় দেখতে চাইছিলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার আদর্শগত দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি চীনকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়া শুরু করেন। ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের সহায়ক সিদ্ধান্তের ফলে চীন আরও বেশি করে অস্ত্র কিনতে পারছিল। ১৯৪১ সালের আগস্টে রুজভেল্ট সরকার জাপানের ওপর বিমান, জ্বালানি ও যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ধাতু আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাপান যেসব কারণে পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল, এই নিষেধাজ্ঞা ছিল তার অন্যতম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীনের প্রভাব : দ্বিতীয় সিনো-জাপানিজ যুদ্ধ যেভাবে এগুচ্ছিল, তাতে ১৯৩৮ সালে চীনের আত্মসমর্পণ একরকম অবধারিতই ছিল। পূর্বানুমান অনুসারে চীন যদি আত্মসমর্পণ করেই ফেলত, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসই হয়তো অন্যভাবে লিখা হতো, বা আদৌ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতো কিনা, সেটা নিয়েও বিতর্ক থাকতে পারে।

রানা মিটার বলেন, জাপানি হামলার মুখে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ হয়তো সম্ভব হতো না। তার মানে পার্ল হারবারে আক্রমণ হতো না। কারণ, রুজভেল্ট সরকার যে জাপানের বিরুদ্ধে জ্বালানি তেলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, সেটি তো চীনকে সাহায্য করার জন্যই। জাপানও তখন চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য উন্মত্ত হয়ে জ্বালানি তেলের উৎসের সন্ধান করছিল। উপায়ন্তর না দেখে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসে। পার্ল হারবারে আক্রমণ না করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়তো এশিয়াতে আসতোই না। পার্ল হারবার আক্রমণের পরই যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ও সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যখন বন্ধু! : পার্ল হারবার আক্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যখন একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল, তখন কৌশলগত কারণে মিত্রশক্তিগুলো চীনে অর্থ, অস্ত্র এবং উপদেষ্টার সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চীনকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আরেকটি ‘পুলিশম্যান’ হিসেবে বিবেচনা করে, যারা বিশ্বের পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত নতুন ভরকেন্দ্রকে অক্ষুণ্ন রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু বিমানগুলো একদিকে চীনের বিমানঘাঁটি ব্যবহার করে জাপানের উপর ব্যাপক বিমান হামলা পরিচালনা করে, অন্যদিকে চীনা সেনারা স্থলভাগে জাপানি সেনাদের মোকাবেলা করতে থাকে। সে সময় প্রায় ৫ থেকে ৬ লাখ জাপানি সৈন্য এবং তাদের ৫১টি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের মধ্যে ৩৮টিই চীনে একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সাল্লেইচি-গো অভিযানের সময় জাপান চীনের কিছু বিমানঘাঁটি দখল করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক প্রবেশের পর তাদের সেনারা মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের ঘাঁটি দখল করে নেয় এবং যুক্তরাষ্ট্র হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা হামলার পর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

# প্রাণঘাতী রোবট ব্যবহারের অনুমতি পেল সানফ্রান্সিসকোর পুলিশ

৭ পৃষ্ঠার পর

পারেন এমন কারও ক্ষেত্রেও এ ধরনের রোবট ব্যবহার করা হতে পারে।

তবে এ ধরনের প্রাণঘাতী রোবট ব্যবহারের পরামর্শদাতারা বলছেন, শুধু চরম পরিস্থিতিতেই এসব রোবট ব্যবহার করা যাবে। সাধারণ পরিস্থিতিতে এগুলো ব্যবহারযোগ্য নয়। সমালোচকরা বলছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগকে আরও সামরিকীকরণ করছে।

বুধবার একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এ ধরনের রোবট ব্যবহারের নীতিমালা পাস করা হয়। এতে বলা হয়, কোনো চূড়ান্ত সহিংস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্ভাব্য সব উপায় ব্যর্থ হওয়ার পর বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে এ ধরনের প্রাণঘাতী রোবট ব্যবহার করা যাবে।

# নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইঁদুর নির্মূলের চাকরি, কর্মকর্তার বেতন ১ লাখ ৭০ হাজার ডলার

৫২ পৃষ্ঠার পর

রাজ্যের ব্রুকলিন শহরের পৌর মেয়র ছিলেন। ব্রুকলিনে ইঁদুরের উৎপাত নিয়ন্ত্রণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ব্রুকলিনে যেসব পন্থা তিনি অবলম্বন করেছিলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে তা আদৌ কোনো কাজে আসছে না। তাই বাধ্য হয়েই নতুন পদের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে নগর প্রশাসন। বিজ্ঞপ্তিতে এরিক অ্যাডামস বলেন, ‘ইঁদুরকে আমি যতখানি ঘৃণা করি, তারচেয়ে অধিক ঘৃণা আমি আর কোনো কিছুকে করি না। যদি আপনার মধ্যে কর্মশক্তি, দৃঢ় সংকল্প এবং নিজের দায়িত্ব সৎভাবে পালন করার মানসিকতা থাকেড় সেক্ষেত্রে স্বপ্নের চাকরি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।’ নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টেও এই বার্তা শেয়ার করেছেন তিনি। যিনি এই পদে চাকরি করবেন, তাকে ইঁদুরের ‘জার’ বা ‘সম্রাট’ বলে সম্বোধন করা হবে উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘শহরের ইঁদুরগুলি অত্যন্ত চালাক এবং মারাত্মক পেটুক। নিজেদের রক্ষা করতেও অত্যন্ত দক্ষ।’ নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের এই শহরে এই শহরে প্রায় ১ কোটি আশি লাখেরও বেশি ইঁদুর আছে।

এরিক অ্যাডামস জানিয়েছেন, ‘ডিরেক্টর অব রডেন্ট মিটিগেশন’ পদে যিনি নিয়োগ পাবেন, তার ইঁদুরের প্রতি কোনও দয়ামায়া থাকলে চলবে না। কারণ মূষিককুলকে নির্মূল করতে খুনে মানসিকতাই চাই। এর আগে অক্টোবর মাসেও অ্যাডামস সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে অপরাধমুক্ত করা যত জরুরি, ইঁদুরমুক্ত করাও ঠিক ততটাই জরুরি।

# রেমিট্যান্স পাঠাতে ফি নিচ্ছেনা সানম্যান এক্সপ্রেস

৫২ পৃষ্ঠার পর

রেটে বিকাশ এবং উপায় থেকে ২.৫% প্রণোদনাসহ টাকা পাঠাতে পারবেন। এছাড়া সানম্যানের মাধ্যমে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে টাকা পাঠালে গ্রাহকরা অতিরিক্ত .৫০% ভাগ বেশী প্রণোদনা পাবেন, পাশাপাশি থাকছে বিশেষ উপহার। সানম্যান এর সি,ই,ও মাসুদ রানা তপন বলেন, বৈধপথে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সানম্যান বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। তারাই ধারাবাহিকতায় সানম্যান এর সকল শাখা থেকে রেমিট্যান্স পাঠাতে কোন ফি লাগছেনা। তিনি প্রবাসী সবাইকে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে অনুরোধ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# নিউ ইয়র্কে কনসাল জেনারেলের সাথে" ট্রেনিং এ্যান্ড কোলাবোরেশন প্রোগ্রাম অন কোস্টাল রেজিলিয়েন্স "এ অংশগ্রহনকারী প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

নিউইয়র্ক: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকালোয় বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গত ০২ ডিসেম্বর কনস্যুলেটে "ট্রেনিং এ্যান্ড কোলাবোরেশন প্রোগ্রাম অন কোস্টাল রেজিলিয়েন্স" এ অংশগ্রহনকারী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে একথা বলেন। প্রতিনিধিদলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর কর্মকর্তাবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সময়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামন্ট রিসার্চ প্রফেসর মাইকেল স্টেকলার উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও তিনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সাফল্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন, বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেন। এসডিজি-২০৩০ অর্জনে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব নীতির প্রয়োগে সরকারের অঙ্গীকারের কথা তিনি পুনঃব্যক্ত করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভুতচ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনাকালে আলোচকবৃন্দ বলেন সমুদ্রপৃষ্ঠের জলরাশির উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ হতে পারে, যার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এর ফলে অভ্যন্তরীন নদীসমূহে লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে শস্য উৎপাদন ও মিঠা পানির মাছ চাষে ক্ষতির আশংকা আছে এবং এর ফলশ্রুতিতে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। এজন্য ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মন্তব্য করে অংশগ্রহনকারীগণ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সংক্রান্ত ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সফররত প্রতিনিধিদল ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর কোর্স কারিকুলামের বিষয়বস্তুর উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অর্জিত জ্ঞান তাঁদের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে আরো সহায়তা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। কনস্যুলেটে মতবিনিময় সভার আয়োজন করায় তাঁরা কনসাল জেনারেলকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে উক্ত ট্রেনিং প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহনের নিমিত্তে প্রতিনিধি দলটি বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

## নিউ ইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণিল শতবার্ষিকী উদযাপন

৫২ পৃষ্ঠার পর

সায়েন্টিস্ট ড. নাসের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক শতবর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোল্লা মনিরুজ্জামান, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র সভাপতি সাঈদা আকতার লিলি প্রমুখ।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আকতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে দেশে এবং প্রবাসের মাটিতে হাজারো আলোকিত মানুষ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব আরো উজ্জ্বল করেছেন।

আয়োজনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবদান, তা বিশ্বের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। পুরো আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড. চৌধুরী এস হাসান। এ ছাড়া পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আরও ছিলেন মো. খলিলুর রহমান ও আনোয়ার হোসেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন হোস্ট কমিটির সদস্য-সচিব গাজী সামস উদ্দিন, কো-কনভেনর মো. তাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, এম এস আলম, বিশ্বজিৎ চৌধুরী প্রমুখ।অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা, সঙ্গীত শিল্পী শশি ও চন্দন চৌধুরী। বিভিন্ন সংগঠনের নৃত্য পরিবেনা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তিসহ সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি সাবেক তিন ছাত্র ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, এথলেট সাঈদ উর রব ও শেফ খলিলুর রহমানকে সম্মানসূচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক শতবর্ষ উদযাপন কমিটির একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা মেটানোর সংকল্প ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠানমালা।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত ২৪০ জন শিক্ষক সহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অ্যালামনাইর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার।

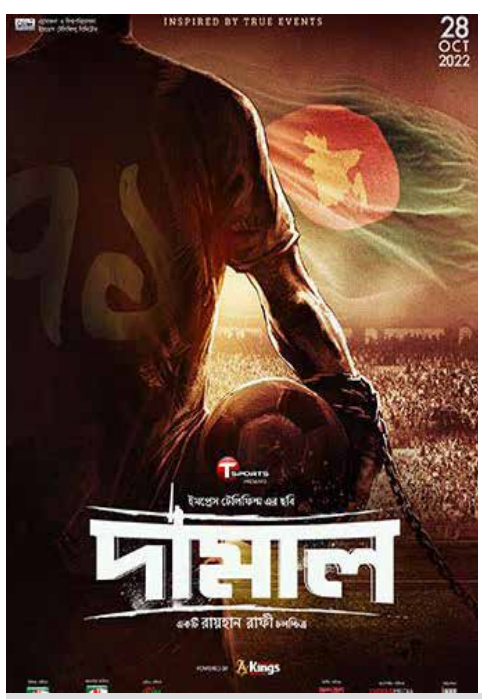


## যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় ধাপে মুক্তি পেল বহুল আলোচিত সিনেমা দামাল

পরিচয় ডেস্ক: বিজয়ের মাসে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রায়হান রাফি'র পরিচালনায় - সিয়াম, বিদ্যা সিনহা মীম, শরিফুল রাজ এর অভিনয়ে জীবন্ত এই ছবি "দামাল" গত ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে দ্বিতীয় ধাপে মুক্তি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি, কলম্বাস ও ক্লিভল্যান্ডে। উইকএন্ড এর ছুটিতে সপরিবারে সব্বান্ধব ছবিটি হলে দেখার জন্য দর্শকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় দামাল এর পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মস এর রাজ হামিদ। অনলাইন অথবা হলে গিয়ে টিকিট সংগ্রহ করা যেতে পারে ।

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার

**Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.**

## We Pay Highest Payment

**No training necessary and we do not charge any fee.**

**Call Today**

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
917-744-7308

**Nusrat Ahmed**
President
718-406-5549

**Dr. Md. Mohaimen**
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

**Corporate Office**
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

**Jamica Office**
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

**Long Island Office**
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

**Bronx Office**
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

**Ozone Park Office**
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

**Buffalo Office**
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু | সাঃ সম্পাদক মোতাহার রুবেল | কোষাধ্যক্ষ মান্না মুনতাসির

# নিউইয়র্কে সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের সাধারণ সভা য় নতুন কমিটি গঠিত

নিউ ইয়র্ক: গত ২৭ শে নভেম্বর রবিবার ব্রংসের মামুন টিউটোরিয়ালে সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির অনেক সদস্য উপস্তিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভপতি এস এম জলিল এবং সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু।

আগামী ২০২৩-২০২৫ সালের নতুন কমিটি করার লক্ষে সভায় অনেকের নাম প্রস্তাব আকারে আসে পরে সংগঠনের উপস্তিত সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিলেকশন কমিটি সব কিছু পর্যালোচনা করে ঐক্যমতে পৌছে বর্তমান সাধারন সম্পাদক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপুকে সভাপতি, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোতাহার রুবেলেকে সাধারন সম্পাদক এবং বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মান্না মুনতাসিরকে পুনরায় কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ঘোষনা করেন।

সিলেকশন কমিটিতে ছিলেন উপদেষ্টা ছদরুন নুর, তোফায়েল চৌধুরি, আব্দুস শহিদ, আপ্তাব আলী, নুরুল হোসাইন, আমিনুল হক চুন্নু এবং বর্তমান সভাপতি এস এম জলিল।

সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ছদরুন নুর, তোফায়েল চৌধুরি, আব্দুস শহীদ, আফতাব আলী, নূর হোসাইন, মাওলানা আবুল কাশেম এহিয়া, আমিনুল হক চুন্নু, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন, আবু সালেহ চৌধুরি, ইমতিয়াজ আহমাদ বেলাল, মান্না মুনতাসির, ফয়ছল আহমেদ, কাজিরুল ইসলাম শিপন, জিয়াউল আহমেদ জামিল, মোতাহার রুবেল, হুমায়ুন কবির সোহেল, আব্দুল আজিজ, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ আলী রাজা এডভোকেট আলা উদ্দিন , জামাল আহমেদ, আবু শাকের এবং দিনারুল ইসলাম প্রমুখ।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# সাহিত্য একাডেমির যুগপূর্তি

নিউ ইয়র্ক:নিউইয়র্কের সাহিত্য সংগঠন সাহিত্য একাডেমির প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার আয়োজিত সাহিত্য আসরের এক যুগপুর্তি উদযাপন উপলক্ষে দুইদিনব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান টেরেসে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক প্রবাসী সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ ও নতুন প্রজন্মের লেখক তামান্না আহমদ শান্তি। এদিনের আয়োজনে ছিল শুভেচ্ছা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নৈশভোজ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন, লেখক ফেরদৌস সাজেদীন, আবেদীন কাদের, কবি শামস আল মমীন, সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন প্রমুখ।

২৬ নভেম্বর শনিবার সাহিত্য একাডেমির যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের আয়োজন ছিল জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে। এতে ছিল বই প্রদর্শনী, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও পরিচিতি পর্ব, নতুন প্রজন্মের অনুষ্ঠান ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। এরপর সাহিত্য একাডেমির এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ফেরদোস সাজেদীন, নুরান নবী, হাসান ফেরদৌস, মুহম্মদ ফজলুর রহমান, বিলকিস রহমান দোলা ও পলি শাহীনা। এরপর ছিল কবিতা আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং সবশেষে শেষে বিশেষ আয়োজন কেন লিখি। লেখকরা তাদের লেখালেখির কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

# নিউইয়র্কে 'ইউএসএ ৯৭-৯৯'র থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি, সংগীত পরিবেশন

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৭ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, ফেসবুকভিত্তিক এমন একটি গ্রুপের নাম 'ইউএসএ ৯৭-৯৯'। গত ২৭ নভেম্বর কুইন্সের বেলরসের একটি রেস্টুরেন্টে এই গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজ পার্টি।

এতে সদস্যরা সপরিবারে অংশ নিয়েছেন। অনেকদিন পর একে অন্যকে কাছে পেয়ে মেতে ওঠেন গল্প, কথা আর আড্ডায়। থ্যাংক্সগিভিং নৈশভোজের খাদ্য তালিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল হচ্ছে টার্কি রোস্ট।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের এডমিন জামিল সারোয়ার । তিনি সংগঠনের ইতিহাস এবং তাদের ভবিষৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির এডমিন শামস শাহরিয়ার বলেন ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন । কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন শো টাইমস মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলমগীর ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউএসএ ৯৭-৯৯ সংগঠনের সদস্য নয়ন হোসেন, খন্দকার সুমন, সর্দার হোসেন, খন্দকার সোহাগ, জোবায়ের জাহিদ, সুমন মোদক, তানজিনা রিয়া, রাবু কেয়া, সোনিয়া হক, সোনিয়া রহমান, রিজভী খলিফা, সোনিয়া। এছাড়া সংগঠনটি সদস্য সোহাগ খন্দকার, নুপুর হোসাইন, জেসমিন শাহরিয়ার ও নয়ন হোসাইনের সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির নবান্ন উৎসব, মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনা

আটলান্টিক সিটি : বাংলাদেশে অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মতোই প্রচলিত "পিঠা ছাড়া শীত জমেই না"। এই আপ্তবাক্যটি প্রবাসীদের মনোভূমে এমনভাবে প্রোথিত হয়ে আছে যে সুদূর প্রবাসেও তারা তা ভুলতে পারেনি। তাইতো হিম হিম শীতের রাতে শীতের মজা লুটতে প্রবাসীরা মেতে উঠেছিল জমজমাট নবান্ন উৎসবে।

নিউজারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির একটি ভেনুতে গত ২৯ নভেম্বর রাতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির উদ্যোগে "নবান্ন উৎসব" এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে আমিনুর রহমানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ কামাল উদদীন ও সাধারন সম্পাদক সফিকুল ইসলাম। অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন আটলান্টিক সিটির চতুর্থ ওয়ার্ড এর কাউন্সিলম্যান মোঃ হোসাইন মোর্শেদ, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াস উদদীন পাঠান, আব্দুর রব, এসিএমইউএর বোর্ড সদস্য মোঃ দিদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের উপস্হিত সুধীজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

নবান্ন উৎসবে বাহারি নামের ও বাহারি ডিজাইনের পিঠার মৌ মৌ সুগন্ধিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনের মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। আর সেই সুগন্ধি গায়ে মেখে পিঠার স্বাদ আস্বাদন করতে করতে প্রবাসীদের অনেকে নষ্টালজিক হয়ে পড়ে। তাইতো মনের অজান্তেই কেউ কেউ বিড়বিড় করে আউড়ান, "পৌষ পার্বনে পিঠা খেতে বসে খুশীতে বিষম খেয়ে, আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে"।

নবান্ন উৎসবের আয়োজন প্রসংগে আয়োজক সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সফিকুল ইসলাম বলেন, "প্রবাসে আমাদের লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতির বহি:প্রকাশের লক্ষ্যেই এই নবান্ন উৎসবের আয়োজন। বিশেষ করে প্রবাস প্রজন্মের মনোভূমে লোকজ সংস্কৃতি জাগরুক রাখার লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রয়াস"। তাঁর কথার প্রমান মেলে পিঠা উৎসবে প্রবাস প্রজন্মের ব্যাপক অংশগ্রহন ও তাদের উৎসাহ উদদীপনায়।

নবান্ন উৎসবের বাড়তি পাওনা ছিল উওর আমেরিকার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী চন্দন চৌধুরীর মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনা। এছাড়া রবিউল হোসেন মাছুম ও আমিনুর রহমান মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন।

নবান্ন উৎসবের সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন আবু সুফিয়ান, আবদুস সালাম, লুৎফুর রহমান, রোকন পাশা, তুষার আহমদ প্রমুখ । বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সিলেটবাসী সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা পিঠার স্বাদ আস্বাদন এর লক্ষ্যে নবান্ন উৎসবে অংশগ্রহন করে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ কামালউদদীন ও সাধারন সম্পাদক সফিকুল ইসলাম নবান্ন উৎসব সফল ও সার্থক করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।-থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

## ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হলেন হাকিম জেফরিস

৫২ পৃষ্ঠার পর

আগামী বছরের জানুয়ারি ৩ তারিখ পর্যন্ত পেলোসি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এরপর নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেবে। তখন পরবর্তী দুই বছরের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যানদের নেতৃত্ব দেবেন জেফরিস। মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় এ দায়িত্ব পালন করবেন ।

WE CHANGED
Shah Foundation
DREAM & HOPE
Old logo
SHAH FOUNDATION
Share your love with us
New logo
Share your love with us
+1 (212) 920-0700
info@shahfoundationusa.org
shahfoundationusa.org

# আন্দোলন নয়, নির্বাচনের মাধ্যমেই বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়া সমিচীন -নিউইয়র্কে হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের সহধর্মিনী নোয়াখালী ৫ আসনের সাবেক সাংসদ হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ বলেছেন, আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় যাওয়া বিএনপির জন্য সমিচীন হবে। কেননা আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলে বিএনপিকে আওয়ামীলীগ শান্তিতে সরকার পরিচালনা করতে দিবে না। কারণ আওয়ামীলীগ আন্দোলনে চ্যাম্পিয়ান। আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আওয়ামীলীগ বিএনপিকে নামানোর জন্য আন্দোল শুরু করে দেবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গেলে সেটি সম্ভব হবে না। গত ২৯ নভেম্বর রাতে নিউইয়র্কে

ব্রুকলীনের মোমো'স পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কোম্পানীগঞ্জবাসীর তার সম্মানে দেয়া গণসংবর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিক বেলায়েত হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হারুন অর রশিদ আল হারুন সিআইপি'র সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কোম্পানীগঞ্জবাসী আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক নাঈম টুটুল।

আরও বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসিম, সম্পাদক সম্পাদক নূর ইসলাম বাবু, বাংলাদেশ সোসাইটির ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুব আলম, নুরু চেয়ারম্যান, প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মোরসালিন হোসেন শামীম, হাজারী কল্যাণ পরিষদের মিজানুর রহমান, মওদুদ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল বাশার, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের সাবেক সভাপতি আব্দুল মালেক, রহমান এইচ আরজু, স্টেট বিএনপির সদস্য আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ এলাকার উন্নয়নে তার প্রয়াত স্বামী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং তার নিজের ভুমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, আমি আজীবন কোম্পানীগঞ্জবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চাই। সবাই পাশে থাকলে কোম্পানীগঞ্জকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আগামী নির্বাচনে

তিনি বিজয়ী হবেন।

হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি আপনাদের ভালবাসায় সিক্ত। আমি সবার নিকট কৃতজ্ঞ। সব সময় এলাকাবাসীসহ বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায়দের পাশে থাকবো। তিনি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক কোম্পানীগঞ্জবাসী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আয়োজকরা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়।

উল্লেখ্য, নোয়াখালী ৫ আসনের সাবেক সাংসদ হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদের যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে কোম্পানীগঞ্জ প্রবাসীরা তার সম্মানে এ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে।-ইউএসএনিউজ

## জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে সেন্টার ফর এনআরবি'র বৈঠক :

# বাংলাদেশের সাথে বিমান যোগাযোগ চালু, ভিসা জটিলতা ও এয়ারপোর্টে হয়রানী নিরসন বিষয়ে মন্ত্রীকে অনুরোধ

পরিচয় ডেস্ক: সেন্টার ফর এনআরবি'র একটি প্রতিনিধি দল ৩০ শে নভেম্বর জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ জুলকিফলি হাসানের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদল জাকার্তার বাণিজ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার উদ্যোগের আহ্বান জানান। মন্ত্রী বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য সম্প্রসারণে তার গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আগামী বছরের প্রথম দিকে বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এনআরবি চেয়ারপার্সন এম এস সেকিল চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে অন্যানের মধ্যে ছিলেন এবিএম মোস্তাক হোসেন ও ডঃ শামসী আলী।সেকিল চৌধুরী তার বক্তব্যে মন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে উভয় দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফর অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশের সাথে বিমান যোগাযোগ চালু, ভিসা জটিলতা নিরসন, বাংলাদেশী পণ্য আমদানী ও ব্যবসায়ীদের দির্ঘ মেয়াদী ভিসা প্রদান ও এয়ারপোর্টে হয়রানী নিরসন বিষয়ে মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। মন্ত্রী তার বক্তব্যে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ এর ব্যাপারে তার দেশের এবং ব্যক্তিগতভাবে তার আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন সাউথ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ তাদের কাছে অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে।

তিনি ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ সফরে সেন্টার ফর এনআরবি'র আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আগামী বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে সাউথ এশিয়া সফর শুরু করবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন । এসময় মন্ত্রী তার দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। পরে ইন্দোনেশিয়ার রফতানী উন্নয়ন পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং এনআরবি সেন্টারের উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের একটি নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এনআরবি প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ, ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন । বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা শাজিবুর রহমান, ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের মহাপরিচালক বৃন্দ ও মন্ত্রীর দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। এসময় মন্ত্রীকে সেন্টার ফর এনআরবির একটি স্মারক উপহার দেওয়া হয়।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## সাইদ, সাদেক, তারেক, জুবায়ের

# নিউইয়র্কের এমটিএ'তে ওরা আপন চার ভাই

নিউইয়র্ক: সিটির যাতায়াতের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হল এমটিএ এর অধীন সাবওয়ে (রেলপথ)। বাংলাদেশি একই পরিবারের আপন চার ভাই একই সাথে এই বিভাগে কাজ করছেন। এটি একটি বিরল ঘটনা। এই খবর বাংলাদেশ কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাসরত সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ছকাপনস্থ বড়দল গ্রামের 'আহমদ ভিলা' পরিবারের বাংলাদেশ সরকারের সাবেক কর্মকর্তা মরহুম হাজী মো. আব্দুল মতিনের চার সন্তান আবু সাইদ আহমদ, সাদেক আহমদ, তারেক আহমদ, জুবায়ের আহমদ। তারা আপন চার ভাই বর্তমানে নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন ট্রানজিট- এমটিএ কর্মরত আছেন। তারা প্রবাসে থেকেও তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী পূর্বসূরীদের মতো একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে মাকে সাথে নিয়ে দুই যুগের অধিক নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

চার ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় ভাই আবু সাইদ আহমদ। তিনি ঢাকার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ছোট তিন ভাইয়ের সাথে এমটিএতে চাকরির সুযোগ পেয়েছেন।

এ বিষয়ে আবু সাইদ আহমদ জানান, সিলেটের কুলাউড়া উপজেলায় তাদের গ্রামের বাড়ি। দেশে তার বাবা মরহুম আব্দুল মতিন সিলেটের জনগনের যাতায়াতের জন্য ট্রেনের যাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে লেখালেখি করেছেন। এমনকি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তথা রেলপথ বিভাগে বছরের পর বছর নানা তদবির করে রেললাইন সংস্কার, নতুন স্টেশন নির্মাণ ও যাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দফতরে আবেদন করেছেন।

আবু সাইদ আহমদ আরও জানান, একই পরিবারের চার ভাই এক ছাতার নিচে একই সাথে এক বিভাগে সরকারি চাকুরি করছেন। এটি একটি বিরল ঘটনা।

তারেক আহমদ ২০০৬ সালের এপ্রিলে, সাদেক আহমদ ২০০৬ সালের আগস্টে, জুবাইয়ের আহমদ ২০১৪ সালের জুনে এবং সর্বশেষ গত নভেম্বরে আবু সাইদ আহমদ এমটিএতে যোগ দেন। সূত্র: নবযুগ

## যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে মুসলিম ভোট

৫২ পৃষ্ঠার পর

জন মুসলিম নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেন্টার অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর) এবং জেটপ্যাক রিসোর্স সেন্টার এ তথ্য জানিয়েছে।

নির্বাচনে জয়ের পর এক প্রতিক্রিয়ায় নাবিলা বলেন, 'নামের শেষে ইসলাম যুক্ত একজন নারীকে আমেরিকার লোকজন ভোট দেবে এটা অনেকের কাছে অকল্পনীয় ছিল। তবে ভোটাররা আমাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে, এ জন্য আমি খুব খুশি।' তিনি বলেন, ক্ষমতার কেন্দ্রে আমাদের প্রতিনিধিত্ব আছে এটা নিশ্চিত করতেই আমি প্রার্থী হয়েছিলাম।

টেক্সাস, ইলিনয়, ক্যালিফোর্নিয়া, মিনেসোটা, মেইন, ওহাইও এবং পেনসিলভানিয়াতেও মুসলিম প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। নবনির্বাচিত এ বিজয়ীরা সোমালিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এবং ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশের বংশোদ্ভূত। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে সিনেটে নির্বাচিত প্রথম আফগান আমেরিকান আয়শা ওয়াহাব তার জয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সম্প্রদায় বা যে দেশে বাস করি তার জন্য আমরা আর কী করতে পারি সেগুলো আমাদের দেখতে হবে।' ওয়াহাব এর আগে সান ফ্রান্সিসকো বে এলাকায় হেওয়ার্ডের সিটি কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নির্বাচনী প্রচারের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে হয়েছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'লোকজন আমার জীবন গল্পে নিজেদের মধ্যে দেখতে পায়। সেই কারণেই আমি মনে করি অনেক লোক আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছেন।'

সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে মুসলিম ভোট। দেশটিতে বর্তমান জনসংখ্যার মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ মুসলিম। তবে মিশিগান, ফ্লোরিডা, উইসকনসিন ও পেনসিলভানিয়ার মতো সুইং স্টেটে তাদের জনঘনত্ব একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসব অঙ্গরাজ্যে মুসলিমদের ভোট একটি বড় প্রভাবক হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ মুসলমান আমেরিকান সংগঠন এমগেজের সাংগঠনিক পরিচালক মোহাম্মদ গুলা বলেন, সদ্য মধ্যবর্তী নির্বাচনে পেনসিলভানিয়ায় ডেমোক্র্যাট নেতা জন ফেটারম্যানকে পরাজিত করেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী তুরস্ক বংশোদ্ভূত মেহমেত ওজ। এ অঙ্গরাজ্যে আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমান ওজের জয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বলেন, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বিশাল অংশ বসবাস করছে, সেখানে ভোটের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ে একটা ভূমিকা থাকে।

গুলা বলেন, ফেডারেল ট্রেড কমিশনের চেয়ার লিনা খানসহ বাইডেন প্রশাসনে ৭০ জনেরও বেশি মুসলমান কাজ করছেন। তাদের মধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের উপপরিচালক সমীরা ফজিলি, হোয়াইট হাউসের আইন বিষয়ক অফিসের উপপরিচালক রীমা ডোডিন এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা দূত রাশাদ হুসেন উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে মুসলমানদের রাজনৈতিক কার্যক্রম আরও বাড়বে। মুসলমানরা আমেরিকান সামাজিক কাঠামোর অংশ হয়ে দেশটির ভবিষ্যৎ গড়ার অংশীদার হতে চায়।


হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

# কারি ইন্ড্রাস্ট্রির ‘অস্কার’ বৃটিশ কারী এ্যাওয়াড পেলেন নিউ ইয়র্ক এর জনপ্রিয় শেফ খলিল

৫২ পৃষ্ঠার পর

হাতে এ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেন বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা মহরম এনাম আলীর ছেলে, প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর জেফরি আলী। ব্যস্ততার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্হিত হতে না পেরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋসি সুনাক রেকর্ডেড বক্তব্য পাঠান যা উপস্হিত অতিথিদের শোনানো হয়।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দা মুনা তাসনিম সহ অনেক বৃটিশ সেলিব্রেটি উপস্হিত ছিলেন।

বৃটিশ কারী ইন্ড্রাস্ট্রির ইতিহাসে সবচেয়ে জমকালো, বর্ণাড্য এবং বৃহৎ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এই বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ড।গত ২৮ নভেম্বর ‘সোমবার সন্ধ্যায় দ্য এভালুশন লন্ডনে’ জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। কারি ইন্ড্রাস্ট্রির অস্কার খ্যাত এই বৃটিশ কারি এওয়ার্ডের সূচনা হয়েছিলো এলাম আলীর হাত দিয়ে অভিজাত হোটেল গ্রোজভেনার হাউসে ২০০৫ সালে। জমকালো বর্ণাঢ্য আয়োজন, সেলিব্রেটি ব্যক্তিত্ব, বৃটিশ রাজনীতি এবং ব্যবসার প্রভাবশালীদের উপস্থিতি আলাদা একটি স্থানে নিয়ে গেছে বৃটিশ কারি এওয়ার্ডকে। এতে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন, লেবার লিডার, হোম সেক্রেটারি উপস্থিত হয়েছেন একাধিকবার। মন্ত্রী, এমপি, মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার প্রভাবশালী সম্পাদক, সাংবাদিক, ডিরেক্টররা এবং কমিউনিটি মিডিয়া ও সমাজের বিশিষ্টজনের উপস্থিতিও ছিলো নিয়মিত। লিজেন্ডারী সাংবাদিক ট্রেভেল ম্যাকডোনালড থেকে শুরু করে হো ওয়ান্ট টু বি এ মিলিয়নিয়ার খ্যাত ক্রিস টারেনসহ-সেরা সেলিব্রেটিরা থেকেছেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায়। বৃটিশ ক্যালেন্ডারের অন্যতম সেরা ইভেন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এই আয়োজন।

এ বছর মার্চ মাসে এনাম আলী মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে ছাড়াই এবারের অযাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ড চালু হবার পর থেকে বিশ্বমানের এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনার দ্বায়িত্বে রয়েছেন এনাম আলী এম বিইর এর কন্যা জাস্টিন আলী। সার্বিক সহযোগীতায় রয়েছেন এনাম আলীর যোগ্য উত্তরসূরী তাঁর ছেলে জেফরি আলী।

অনুষ্ঠানে শেফ খলিলের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

এ্যাওয়াড অনুষ্ঠানের প্রবর্তক মরহুম এনাম আলী স্মরণে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একচি সুদৃশ্য স্মরনিকা প্রকাশ করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলকে ব্লাক টাই ডিনারে আপ্যায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, শেফ খলিলুর রহমান এ বছরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের একচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।- হাবিব রহমান

GOLDEN AGE
HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

| Jackson Hts Office | Bronx Office | Yonkers Office | Jamaica Ave. Office |
|---|---|---|---|
| 71-24 35th Avenue | 831 Burke Avenue | 558 E Kimball Ave | 180-15 Jamaica Ave |
| Jackson Hts, NY 11372 | Bronx, NY 10467 | Yonkers, NY 10704 | Jamaica, NY 11432 |
| Ph: 718-775-7852 | Ph: 347-449-5983 | Ph: 718-844-4092 | Ph: 718-785-6883 |
| Fax: 917-396-4115 | Fax: 347-275-9834 | Fax: 917-396-4115 | Fax: 917-396-4115 |

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

# বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নিউইয়র্ক কম ব্যয়ের শহর কলম্বো

পরিচয় রিপোর্ট: জীবনযাত্রায় ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের তালিকার শীর্ষে রয়েছে যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এবং সিঙ্গাপুর, আর সবচেয়ে কম ব্যয়ের শহর শ্রীলঙ্কার কলম্বো।২০২১ সালে নিউ ইয়র্ক সিটি ছিল ষষ্ঠ স্থানে।

জীবনযাত্রার ব্যয়ের কয়েকটি সুচকে যে পরিচালিত জরীপের পর গত ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার ইকোনোমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের পক্ষে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইকোনোমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের জরিপ দলের প্রধান উপাসনা দত্ত গণমাধ্যমকে বলেন,১৭২ শহরের ওপর জরিপ চালিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় ৩য় অবস্থানে আছে ইজরাইলের জেরুজালেম। গত বছর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের তালিকার শীর্ষে ছিল তেল আবিব। তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে আছে হংকং ও পঞ্চম অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস।

জরিপের পর আরো জানা যায়, ২০২২ সালে বিশ্বের বড় শহরগুলোয় গড় ব্যয় বেড়েছে ৮ দশমিক ১ শতাংশ পর্যন্ত। ইউক্রেন যুদ্ধ ও করোনা মহামারির প্রভাবকে মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে জরিপের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি হয়েছে তুরস্কের ইস্তানবুলে (৮৬ শতাংশ)। এরপর আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেস (৬৪ শতাংশ) ও ইরানের তেহরানে (৫৭ শতাংশ)।

সবচেয়ে কম ব্যয়ের শহরের তালিকার শীর্ষে আছে কলম্বো। দ্বিতীয় অবস্থানে ভারতের বেঙ্গালুরু ও তৃতীয় অবস্থানে আলজিরিয়ার আলজিয়ার্স। তালিকায় চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে আছে ভারতের চেন্নাই ও আহমেদাবাদ।ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ও জেনেভা, অষ্টম স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের সান ফান্সিসকো, নবম স্থানে ফ্রান্সের প্যারিস ও ১গম স্থানে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন।

## কংগ্রেসে ডেমক্রেট নেতৃত্ব ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হলেন হাকিম জেফরিস

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে (প্রতিনিধি পরিষদে) ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা হিসেবে হাকিম জেফরিসকে বেছে নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় কংগ্রেস সদস্যরা। এর মাধ্যমে তিনি স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হলেন, তবে স্পীকার পদে নয়। একইসঙ্গে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ আইনপ্রণেতা হিসেবে এ পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৩০ নভেম্বর বুধবার সকালে ক্যাপিটল হিলে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেন হাউস ডেমোক্র্যাটরা।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ও প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট নেতা ন্যান্সি পেলোসি দলের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। ৮২ বছর বয়সী ন্যান্সি পেলোসি প্রায় দুই দশক ধরে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

sunman express
global money transfer
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Servic
Fast, Secure & Reliable Remittance

## রেমিট্যান্স পাঠাতে ফি নিচ্ছেনা সানম্যান এক্সপ্রেস

নিউ ইয়র্ক: এখন থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে ফি দিতে হবেনা প্রবাসী বাংলাদেশীদের। সানম্যান এক্সপ্রেস সকল শাখা থেকে গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। সানম্যান এক্সপ্রেস গত ২৫ বছর বাংলাদেশে টাকা পাঠিয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৯টি ব্যাংকের সাথে সানম্যানের রেমিট্যান্স পার্টনার আছে। ব্যাংকগুলো হচ্ছে, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক ,উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড , সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংক লিমিটেড, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড। এই ব্যাংকগুলোর সকল শাখা, উপশাখা এবং এজেন্ট লোকেশন থেকে গ্রাহকরা ভোটার আইডি দিয়ে ক্যাশ পিকআপ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। এছাড়া বাংলাদেশে সকল ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারবেন। সানম্যান থেকে গ্রাহকরা বৈধ পথে ভালো *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

## নিউ ইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণিল শতবার্ষিকী উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: গত শনিবার ২৬ নভেম্বর শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শতবার্ষিকী উদযাপন করেছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'। লাগোয়ার্ডিয়া প্লাজা হোটেলের বলরুমে অনুষ্ঠিত এ উদযাপনে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দুই শতাধিক অ্যালামনাই ও তাদের পরিবারবর্গ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আকতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আনোয়ারুল আলম পারভেজ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোল্লা কাওসার, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত এম এ মোহিত, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম।

সমাবেশে মূল বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিন্স ইউনিভার্সিটির এমেরিটাস অধ্যাপক ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মোস্তফা সারওয়ার। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টের বাংলাদেশি-আমেরিকান অ্যাটর্নি ও ডেমক্র্যাটিক পার্টির লিডার মঈন চৌধুরী।

আরও বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন বিষয়ক অ্যাটর্নি অশোক কর্মকার, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটির বায়ো মেডিকেল *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## গত বছরের চেয়ে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় ১ বিলিয়ন ডলার কমতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: ২০২১ সালে তুলনায় এ বছর বাংলাদেশের প্রবাসী আয় ১ বিলিয়ন ডলার কমে চলতি বছরে ২১ বিলিয়ন ডলার আসতে পারে, যা গত বছর ছিল ২২ বিলিয়ন ডলার। গত ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে এ তথ্য বলা হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালেও শীর্ষ ৮ প্রবাসী আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সপ্তমস্থানে থাকবে। গত বছরও বাংলাদেশ একই অবস্থানে ছিল।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, এ বছর প্রথম অবস্থানে থাকবে ভারত। দেশটিতে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় আসবে। এরপরেই থাকবে মেক্সিকো (৬০ বিলিয়ন ডলার), চীন (৫১ ডলার), ফিলিপাইন (৩৮ বিলিয়ন ডলার) , মিশর (৩২ বিলিয়ন ডলার) ও পাকিস্তান (২৯ বিলিয়ন ডলার)।

## যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে মুসলিম ভোট

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য সমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেটে প্রথমবারের মতো নির্বাচন করে জয়ী হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাবিলা ইসলাম। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটে নির্বাচিত তিনিই প্রথম মুসলিম নারী এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশি সিনেটর।

এ নির্বাচনের মাধ্যমে আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায় ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে। ২৫টি রাজ্যের স্থানীয়, রাজ্য, ফেডারেল এবং বিচার বিভাগীয় পর্যায়ে অন্তত ৮৩ জন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ২০২০ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৭১ *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## কারি ইন্ড্রাস্ট্রির 'অস্কার' বৃটিশ কারী এ্যাওয়াড পেলেন নিউ ইয়র্ক এর জনপ্রিয় শেফ খলিল

লন্ডন: নিউ ইয়র্ক এর জনপ্রিয় শেফ, খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ড ২০২২ পেয়েছেন। ১৮ তম এই আয়োজনের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বাইরে কোন শেফ প্রথম এই এ্যাওয়ার্ড লাভ করলেন। দুই সহস্রাধিক আমন্ত্রিত অতিথি,অনেক এম .পি,বিবিসি সহ অসংখ্য মুলধারার সাংবাদিকের উপস্হিতিতে শেফ খলিলের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইঁদুর নির্মূলের চাকরি, কর্মকর্তার বেতন ১ লাখ ৭০ হাজার ডলার

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসন বহু পদক্ষেপ নেওয়ার পরও নির্মূল করা যাচ্ছে না ইঁদুর। অতীষ্ঠ নগরবাসীকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে ইঁদুর নির্মূল সংক্রান্ত নতুন একটি নতুন পদ ঘোষণা করেছে নিউইয়র্ক সিটি নগর কর্তৃপক্ষ।

নগর কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী, নতুন এই পদটির নাম 'ডিরেক্টর অব রডেন্ট মিটিগেশন' এবং এই পদে যিনি নিয়োগ পাবেন, তার বাৎসরিক বেতন হবে ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের মধ্যে।

পরিবর্তে শুধু একটি দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকেড় যে কোনো উপায়ে নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের ইঁদুরের উৎপাত থেকে রেহাই দেওয়া।

গত কয়েক বছরে নগর থেকে ইঁদুর নির্মূলে লাখ লাখ ডলার ব্যয় করেছে নিউইয়র্ক সিটি নগর কর্তৃপক্ষ। সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিওর আমলে আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো, ইঁদুরের উৎপাত বেশিড় এমন এলাকাগুলোর বাড়িঘর নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়েছে, এমনকি বংশবিস্তার রোধে ইঁদুরের গর্তে ড্রাই আইসও প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপই ফলপ্রসূ হয়নি।

বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস অবশ্য এক্ষেত্রে খানিকটা হলেও সফল। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হওয়ার আগে তিনি নিউইয়র্ক *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯